Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা ও তার প্রতিকার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হাজেরা আক্তার

রোলঃ 227020288

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা ও তার প্রতিকার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হাজেরা আক্তার

রোলঃ 227020288

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা ও তার প্রতিকার " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে হাজেরা আক্তার, আইডিঃ 227020288 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা ও তার প্রতিকার " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

হাজেরা আক্তার

আইডিঃ 227020288

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

লেখকের কলাম

الحمد لله الذي كفي والصلاة والسلم على نبيه المصطفى ام بعد

কালের ধারাবাহিকতায় এমন একটা সময়ে আমরা অবস্থান করছি যেখানে ঈমান নিয়ে টিকে থাকা কঠিন থেকে কঠিন হয়ে যাচ্ছে । এমন একজনকে নিয়ে লিখতে যাচ্ছি যে আদম সন্তানের শিরায় উপশিরায় বিচরণ করতে পারে খুব সহজে, যদি বান্দা সতর্ক না থাকে, বেখেয়াল থাকে । যেখানে মুসলিম হওয়া সুবাদে জন্মের পর থেকেই আমাদের ইসলামিক পরিবেশ, জীবন ব্যবস্থা, রাজ্যব্যবস্থা, ইসলামের হালাল হারাম, অসওয়াসা সম্পর্কে ভিত্তিমূলক জ্ঞান থাকা আবশ্যকতা ছিল। সেখানে, বেশির ভাগ পরিবারের সদস্যদের জীবনের বছরের পর বছর কেটে যায় ইচ্ছে মতো,মোহে,ধোঁকায় রঙ তামাশায়। দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা এক একজন কিন্তু আমরা জানিনা/মনে রাখিনা আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কী! সমাপ্তি কোথায়! যে আদমের ঘরগুলোতে 'আসসালাতু খইরুন মিনান নাউম' শুনে উৎফুল্ল হওয়ার কথা, সেই আদম সন্তানেরা গানের তালে রাত কাটায়, সকালে ঘুমায় আর দুপুরে তাদের ঘুম ভাঙে ! আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আছে, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম আমাদের, আমরা এক আল্লাহর গোলাম! আমাদের অন্তরে নাড়া দেয়না, এর কারণ একদিকে হয় আমরা জানিনা আমাদের উৎপত্তির ইতিকথা, আমাদের বন্ধুকে আর শত্রুকে, আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য আর আমাদের শেষ পরিণতি,নাহয় শয়তান আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমন ভাবে আবদ্ধ করে রেখেছে আমরা এতো বড় সত্য সম্পর্কে বেখেয়াল! দিন যত যাচ্ছে শয়তানের কৌশলগুলো আরো সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম হচ্ছে। ইবলিস আমাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর এবং সে তার প্রতিশ্রুতি পালনেও বদ্ধপরিকর। সে অনেক বড় বড় পাহাড়সম ব্যাক্তিদেরও পথভ্রষ্ট করে জাহান্নামের পথে নিয়ে গিয়েছে এবং যাচ্ছে। কিন্তু সে আল্লাহর মুখলিস বান্দাদের ধোঁকা দিতে পারেনা এবং তাদেরকে বিপথে নিয়ে জাহান্নামের পথেও হাঁটাতে পারেনা। সুতরাং আমাদেরকে আল্লাহর মুখলিস বান্দাদের পথ অনুসরণ করতে হবে এবং আল্লাহর নিকট বিতারিত শয়তান থেকে পানাহ চাইতে হবে।

আলহামদুলিল্লাহ, অসংখ্য শুকরিয়া মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে, তিনি আমাদেরকে তাঁর বান্দা এবং মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মত হিসেবে কবুল করেছেন। আর আমাদেরকে দিয়েছেন এমন এক দ্বীন যা সঠিক পথের পাথেয়।

আমাকে তাওফিক দিয়েছেন "নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা ও তার প্রতিকার " নিয়ে গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করার। দিয়েছেন কত মহব্বতের পরিবার-পরিজন! আমার মত নাফরমান বেখেয়াল ধোঁকায় জর্জরিত গুনাগার বান্দীকে তাঁর রিজিক থেকে বঞ্চিত করেননি, শুকরিয়া হে আরশ ও জমিনের রব্ব!

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার সাথে যুক্ত সকল কর্তৃপক্ষ, উস্তাদ - উস্তাযা, ত্বলিব-ত্বলিবাদের প্রতি। আল্লাহ কতইনা সুন্দর ও পবিত্র মন দিয়েছেন তাঁর বান্দাদের যাদের মনে চিন্তায় IOM এর মত এতো সুন্দর উদ্যোগ সৃষ্টি হয়,মাশআল্লাহ। এই রিসার্চ লেখা ত্বরান্বিত করতে ভালবাসার কিছু দ্বীনি বোন অনেক উৎসাহ দিয়েছেন সার্বক্ষণিক, আল্লহার জন্যই যাদের ভালবাসি।

জাযাকুমুল্লাহু খইরান!

প্রসঙ্গকথা

বর্তমান সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, আধ্যাত্মিক দুর্বলতা এবং প্রলোভনের বহুমুখী চ্যালেঞ্জ আমাদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলছে। এর মধ্যে সবচেয়ে ধূর্ত কৌশল হলো "নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা," যা ন্যায়নিষ্ঠতার মুখোশ পরে মানুষকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করে। শয়তান প্রাচীনকাল থেকেই মানুষকে ধোঁকায় ফেলার জন্য নানান পন্থা অবলম্বন করেছে, যার একটি বড় অংশ হলো সৎকর্মের ছদ্মাবরণে অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন। এই প্রবণতা ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়টির গুরুত্ব অত্যন্ত গভীর। কুরআন ও হাদিসে বারবার শয়তানের প্ররোচনা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে এবং তার ধোঁকা থেকে বাঁচার উপায় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তি যদি নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা সজ্জিত না হয়, তবে শয়তানের প্রলোভন থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

এই প্রেক্ষাপটে "নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা ও তার প্রতিকার" বিষয়টি নিয়ে গবেষণা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী। এ গবেষণায় শয়তানের প্রতারণার কৌশলগুলো তুলে ধরা হয়েছে এবং ইসলামি শিক্ষার আলোকে সেগুলোর প্রতিরোধের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পাঠক এই গবেষণা থেকে শয়তানের ধোঁকার বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন হতে পারবেন এবং তার প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় উপায় উদ্ভাবন করতে সক্ষম হবেন।

এই রিসার্চ একটি বিনীত প্রয়াস, যা কুরআন ও হাদিসের আলোকে শয়তানের ধোঁকা নিয়ে আলোচনা করতে এবং ব্যক্তি ও সমাজে নৈতিক শক্তি বাড়াতে সাহায্য করবে বলে আমি আশাবাদী।

শয়তানের ধোকা থেকে বাঁচতে হলে, আগে দ্বীন শরীয়া সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে হবে, শয়তানের প্ররোচনা সম্পর্কে জানতে হবে। বুদ্ধিমান তো সে, যে তার শত্রু সম্পর্কে ভালোভাবে জানে এবং জানে তাকে নিয়ে তার শত্রুর পরিকল্পনাগুলো। সুতরাং শয়তান যেহেতু আমাদের শত্রু তাই আমাদেরকে শয়তান সম্পর্কে ভালভাবে জানতে হবে এবং জানতে হবে আমাদের নিয়ে তার চক্রান্ত ও পরিকল্পনা কী।আরও জানতে হবে আমরা কীভাবে শয়তানের চক্রান্তের /ধোঁকার ফাঁদ এড়িয়ে সিরাতে মুসতাকিমের ওপর চলে জান্নাতে যেতে পারি।

নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা “শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত এই শত্রুতা অব্যাহত থাকবে। যারা শয়তানের ধোঁকায় পরে দুনিয়াকে আপন করে নিবে,

গোমরাহি করবে তারা মৃত্যুর পরও শয়তানের পথে চলার ফলস্বরূপ শাস্তি, লাঞ্ছনা অবশেষে জাহান্নামে পতিত হবে।

এই রিসার্চে কাজ সম্পন্ন করতে আমি কয়েকজন স্বনামধন্য ইসলামিক লেখকের বইয়ের সহায়তা নিয়েছি। অনেক শায়েকদের বক্তৃতা থেকে, লেখা গল্প/প্রবন্ধ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। পত্রিকা, ফেইসবুক, অনলাইন লেখা বিভিন্ন আর্টিকেল থেকে তথ্য-উপাত্ত,মতবাদ,চিন্তা প্রভৃতি ব্যবহার করেছি রিসার্চ কে আরো তথ্যবহুল ও বাস্তবিকতার বিষয়ে সাজানোর জন্য।মাসালা সম্পর্কিত তথ্যসমূহের জন্য Islamic Online Madrasa -র ifatwa ওয়েবসাইটের সাহায্য নিয়েছি। নিজস্ব চিন্তাভাবনা,বাস্তবিকতা থেকেও অনেক কিছু যুক্ত করা হয়েছে এই রিসার্চে। একদম সাধারণ একজন মানুষ হিসাবে আমার লিখায় ভুল ত্রুটি থাকতে পারে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে সংশোধন করে দিবেন,কোনো পরামর্শ যদি মনে হয় আমার একান্তই দরকার ইমেইল করে জানাবেন ইনশাআল্লাহ, শুধরানোর চেষ্টা করবো।
এই লিখার যা কিছু ভালো কল্যাণকর সব আমার রবের তরফ থেকে,আর ভুল কিছু থাকলে তা শয়তানের ধোঁকায় আমার নফসের বেখেয়াল থেকে।

ভূমিকা

শয়তানের এক এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কাজই হলো ধোঁকা দেয়া।পথভ্রষ্ট করা,বিদআত সৃষ্টি করানো, কুফরি করানো, ঝগড়া ফাসাদ সৃষ্টি করা, তুচ্ছ বিষয়কে জাঁকজমকপূর্ণ করে প্রদর্শনী করা। শয়তান ও তার দলভুক্ত রা এই একটা অভিষ্ট লক্ষ্য নিয়েই সার্বক্ষণিক ওঁৎ পেতে থাকে। শয়তান আদম সন্তানের প্রধান, একমাত্র ও প্রকাশ্য শত্রু। মানব সৃষ্টির শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত শয়তানের হায়াত। আদম (আ.) সৃষ্টি থেকে শয়তানের এমন কুচক্রীতা শুরু হয়েছে, আর চলবে কিয়ামত পর্যন্ত। মানব জাতির আদিকাল থেকে শয়তান মানুষের প্রধান শত্রু হিসেবে কাজ করে আসছে। কুরআন এবং হাদিসে বহুবার শয়তানের ধোঁকা ও প্রলোভনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সে মানুষকে আল্লাহর আদেশ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। "নেক সুরতে শয়তান" এমন একটি ধারণা, যেখানে শয়তান বা তার প্ররোচনায় পরিচালিত মানুষ বাহ্যিকভাবে ভালো, সৎ, বা নির্ভরযোগ্য মনে হলেও আসলে তাদের অন্তরে লুকায়িত থাকে মন্দ অভিসন্ধি। শয়তান মানুষের সামনে পাপকে আকর্ষণীয় ও সহজ করে এবং তাদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতার পথে পরিচালিত করে, যা একজন মুমিনের জীবনের জন্য একটি বড় পরীক্ষা।

এই রিসার্চ দ্বারা শয়তানের এই কৌশলগুলো ও তার প্রভাব বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কীভাবে শয়তান মানুষের অন্তরে খারাপ চিন্তা ও ভুল কাজের প্রবণতা সৃষ্টি করে, পাপকে সঠিক বলে প্রলুব্ধ করে এবং আল্লাহর আদেশ পালন থেকে বিরত রাখে, তা এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো প্রথমত নিজেকে এবং সাথে পাঠকদের কে শয়তানের এই চতুরতা সম্পর্কে সচেতন করা এবং আল্লাহর পথে অবিচল থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষা ও আত্মরক্ষার কৌশলগুলো তুলে ধরা।

সারসংক্ষেপ

এই গবেষণার মূল বিষয়বস্তু হলো "নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা" এবং এটি কীভাবে আদম সন্তানের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। শয়তান, বিভিন্ন আকর্ষণীয় ও প্রলোভনমূলক রূপ নিয়ে মানুষের সামনে আসে এবং তাদেরকে ভুল পথে চালিত করে, পাপের দিকে প্রলুব্ধ করে, এবং আল্লাহর আদেশ থেকে বিচ্যুত করতে চেষ্টা করে। এই ধরণের প্রতারণা ও প্রলোভনের মাধ্যমে শয়তান মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং তাদের সৎপথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

গবেষণাটি কুরআন এবং হাদিসের আলোকে শয়তানের এই ধরণের কৌশলের উদাহরণ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে। শয়তান কিভাবে মানুষকে ভুল ধারণা দিয়ে, সুন্দরভাবে সাজানো কথার মাধ্যমে এবং পাপকে আকর্ষণীয় করে তুলে তাদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত করে, তা এই গবেষণায় আলোচিত হয়েছে। এছাড়া, শয়তানের প্রতারণা থেকে বাঁচার জন্য কীভাবে আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণ করা যায়, নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেখানো পথে চলা যায়, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং ধর্মীয় জ্ঞানের মাধ্যমে কীভাবে সচেতন থাকা যায়, সে সম্পর্কেও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

শয়তানের পরিচয়

স্বয়ং কুরআনের বিবৃতি অনুযায়ী শয়তান ছিল জ্বিন জাতির একজন। শয়তান অর্থ বিতাড়িত, বিদূরিত, বঞ্চিত ইত্যাদি। হক থেকে বিদূরিত এবং কল্যাণ থেকে বঞ্চিত বলে তাকে শয়তান বলা হয়। পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু শয়তান। ইবলিশ শয়তান একজন জ্বিন। শয়তান মানুষকে ধরে না, ছোঁয় না শুধুমাত্র মনে কু-বুদ্ধি দেয়। দুর থেকেই এমন করে। ইবলিশ একা, একই সময়ে, সবাইকে একইসাথে কু-বুদ্ধি দিতে পারে। শয়তানের খাদ্য হলো হাড়, গোবর, ইত্যাদির ঘ্রাণ ও বিসমিল্লাহ বর্জিত খাদ্য। শয়তানের পানীয় হলো মদ, শিকারের ফাঁদ হলো নারী, বার্তা বাহক হল গণক, শয়তানের কিতাব হল অশ্লীল কল্পিত গ্রন্থাবলী, কথা হলো মিথ্যে, শয়তানের মুয়াজ্জিন হলো বাঁশি, বাদ্যযন্ত্র, উপাসনালয় হলো বাজার।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الشَّيۡطَٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"নিশ্চয় শয়তান তোমাদের জন্য স্পষ্ট শত্রু।" (সূরাঃ আরাফ,২২)

আল্লাহ তাআলা বলেন,
"অবশ্যই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা বাকারা আয়াত ১৬৮)

وَعَن حُذَيْفَة قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :»إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْم الله عَلَيْهِ

হুযায়ফাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,"শয়তান সে খাদ্যকে নিজের জন্য হালাল করে নেয়, যদি না তাতে বিসমিল্লা-হ বলা হয়। "(মুসলিম)
(সহীহ : মুসলিম (২০১৭)-১০২, মুসনাদে আহমাদ ২৩২৪৯, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১০৯, আবূ দাঊদ ৩৭৬৮, সহীহুল জামি ‘ ১৬৫৩।)

শয়তানের সাথে আদম সন্তানের শত্রুতার সূত্রপাত

আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমাদের আদি পিতাকে সৃষ্টি করেন, আশরাফুল মাখলুখাত হিসাবে ঘোষণা দেন এবং ফেরেশতাদের আদম (আ.) সিজদা করতে বলেন। সবাই সিজদা করলেও শয়তান সেদিন অহংকার করে কারণ সে আগুনের তৈরি, মাটির তৈরি মানুষকে সিজদা করবে না।

এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّقُلْنَا لِلْمَلٰٓءِكَةِاسجُدُوْا لِاٰدَمَ ٥
فَسَجَدُوْٓا اِبْلِسَ
لَمْ يَكُنْ مِّنَالسّٰجِدِينَ

"আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করি, অতঃপর তোমাদেরকে (মানবাকারে) রূপদান করি এবং তারপর ফিরিশতাদেরকে বলি, 'তোমরা আদমকে সিজদাহ কর।' তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদাহ করল। সে সিজদাহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হল না।"

(সূরা: আল আরাফ-১১)

শয়তানের এমন অহংকার আর দাম্ভিকতার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাকে তাড়িয়ে দেয়। শুরু হয় আদম সন্তানের সাথে শয়তানের চিরশত্রুতা!

আল্লাহ যখন শয়তানকে জান্নাত থেকে বের করে দেন তখন শয়তান চারটি বিষয়ের আবেদন করে। তা হলো- ----

১. আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত জীবন দিন। আল্লাহ তার এ প্রার্থনা কবুল করেন।

قَلَ اَنْظِرْنِيّٓ اِلٰي يَوْمُيُبْعَثُوْنَ

আল্লাহর বাণী, 'ইবলিস বলল, আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত সুযোগ দিন।"

(সূরা: আরাফ-১৪)

আল্লাহ তাআলা বললেন, "তুমি সুযোগপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। "

(সূরা: আরাফ, আয়াত: ১৫)

২. আমার জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে। এ আবেদনও কবুল করা হয়।

৩. আমাকে মানুষের দৃষ্টিশক্তির অন্তরাল হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। এটিও কবুল করা হয়।

৪. আমি যেন মানবদেহের শিরা-উপশিরায় চলাচল করতে পারি। এ দোয়াও কবুল করা হয়।

শয়তানের চ্যালেঞ্জ / প্রতিজ্ঞা

পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বর্ণনা হয়েছে,

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ -

সে বলল, "আপনার ইজ্জতের কসম, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করে দেব।"

হজরত জাবের রা.হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "ইবলিস পানিতে তার সিংহাসন গেড়েছে। সেখান থেকে তার বাহিনীকে দিগ্বিদিক পাঠায়। ওই সৈনিক শয়তানের অধিক নৈকট্য লাভ করে, যে বড় বড় ফিতনা চালু করতে পারে। সৈনিকেরা একে একে এসে তাদের কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি বর্ণনা দিয়ে বলে, আমি এমন এমন করেছি। তার উত্তরে শয়তান বলে তোমরা তো কিছুই করোনি। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, শয়তানের সৈনিকদের মধ্য থেকে একজন এসে বলে,আমি অমুকের পরিবারে ঝগড়া ও ফাটল সৃষ্টি করে দিয়েছি। এ কথা শুনে শয়তান তাকে কাছে বসায়। অন্যত্র বর্ণিত আছে, শয়তান তাকে আলিঙ্গন করে বলে, নিশ্চয় তুমি বেশ ভালো কাজ করেছ এবং মহৎ কাজ করেছ।"

শয়তানের ধোকা নাকি নফসের ধোঁকা

মানুষের মনে যে ওয়াসওয়াসা রয়েছে যা মানুষের মন ও মস্তিষ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। প্রভাব বিস্তারকারী ওয়াসওয়াসা বা ধোঁকা এই কুপ্রবৃত্তির উৎস কি??মনে যে ওয়াসওয়াসা বা কুপ্রবৃত্তির সৃষ্টি হয় তা মূলত ৩ প্রকারে হয়ে থাকে,

১/ নফসের ওয়াসওয়াসা
২/শয়তান জ্বীনদের ওয়াসওয়াসা
৩/শয়তান মানুষদের ওয়াসওয়াসা

- নফসের ওয়াসওয়াসা

নফসের ওয়াসওয়াসা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ٥

অর্থ: আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে থাকে,সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থীত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী। (সূরা: ক্বফ-১৬)

- শয়তান জ্বীনদের ওয়াসওয়াসা

শয়তান জ্বীনদের ওয়াসওয়াসা সম্পর্কে আল্লাহ পাক তাঁর কালামে এরশাদ করেন,

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَٰنُ قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ ٥

অর্থ: "অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল, বললঃ হে আদম, আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্তকাল জীবিত থাকার বৃক্ষের কথা এবং অবিনশ্বর রাজত্বের কথা?" (সূরা: ত্বহা-১২০)

শয়তান জ্বিনদেরকে মহান আল্লাহ মানুষকে ভ্রষ্ট করার ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন। এ ছাড়া প্রত্যেক মানুষের সাথে একজন শয়তান সাথী হিসাবে সদা বিদ্যমান থাকে; সেও তাকে ভ্রষ্ট করার প্রচেষ্টায় থাকে।

- হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন নবী (সাঃ) ঐ কথা লোকদেরকে বললেন, তখন সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার সাথেও কি শয়তান বিদ্যমান থাকে। তিনি উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ, আমার সাথেও থাকে। তবে আল্লাহ তাআলা তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য দান করেছেন; যার ফলে সে আমার অনুগত হয়ে গেছে। সে আমাকে মঙ্গল ব্যতীত কিছু আদেশ করে না।" (সহীহ মুসলিম, কিয়ামতের বিবরণ অধ্যায়)

- অনুরূপ অন্য হাদীসে এসেছে যে, একদা নবী (সাঃ) যখন ই'তিকাফ অবস্থায় ছিলেন তখন তাঁর পবিত্রা সহধর্মিণী স্বাফিয়্যাহ (রাঃ) তাঁর সাক্ষাতে (মসজিদে) এলেন। সময়টা রাত্রিবেলা ছিল। সাক্ষাতের পর তিনি তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে বের হলেন। রাস্তায় দুই আনসারী সাহাবী পার হচ্ছিলেন। তিনি তাঁদেরকে ডেকে বললেন, "এটি আমার স্ত্রী স্বাফিয়্যাহ বিন্তে হুয়াই।" তাঁরা আরজ করলেন যে, 'আপনার সম্পর্কে কি আমাদের কোন কুধারণা হতে পারে হে আল্লাহর রসূল?!' তিনি বললেন, "তা তো ঠিক কথা। কিন্তু শয়তান যে মানুষের রক্ত-ধমনীতে রক্তের মতই প্রবাহিত হয়। আমার আশঙ্কা হল যে, হয়তো বা সে তোমাদের মনে কোন সন্দেহ প্রক্ষিপ্ত করে দিতে পারে।" (সহীহ বুখারী, আহকাম অধ্যায়)

- শয়তান মানুষদের ওয়াসওয়াসা

শয়তান মানুষদের ওয়াসওয়াসা সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এরশাদ করেন,

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ০
১.বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহন করিতেছি মানুষের পালনকর্তার

مَلِكِ ٱلنَّاسِ ০
২.মানুষের অধিপতির

إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ০

৩. মানুষের মা’ বুদের

مِنْ شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ০

৪.তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে.

ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ ০

৫.যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে

مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ০

৬.জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

মানুষের মধ্যে কিছু শয়তান আছে যারা উপদেষ্টা, হিতাকাঙ্ক্ষী ও দয়াবানরূপে এসে অপরকে ভ্রষ্ট হতে উদ্বুদ্ধ করে।মূলত শয়তান তাদের মাধ্যমে অন্যদের ধোঁকায় ফেলতে চায়। কোন কোন উলামা বলেন, শয়তান যাদেরকে ভ্রষ্ট করে, তারা হল দুই শ্রেণীর। অর্থাৎ, শয়তান মানুষকে যেমন ভ্রষ্ট করে তেমনি জ্বিনকেও ভ্রষ্ট করে থাকে। তবে এখানে মানুষের অন্তরের উল্লেখ তার ভ্রষ্টতার তুলনামূলক আধিক্যের কারণে করা হয়েছে। নচেৎ জ্বিন সম্প্রদায়ও শয়তানের কুমন্ত্রণায় ভ্রষ্টতার শিকার হয়। কিছু সংখ্যক উলামা বলেন, কুরআনে জ্বিনদের জন্যও 'রিজাল' (পুরুষ মানুষ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। (সূরা জিন ৭২:৬ নং আয়াত) সুতরাং তারাও মানুষ শব্দে শামিল।

বিভিন্ন জাতিকে ধোঁকায় ফেলতে শয়তানের কৌশল

শয়তান মানব জাতির শত্রু।মানবতার শত্রু।মানব সৃষ্টির পর থেকেই সে মানুষের অনিষ্ট করে আসছে। সে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত আদমসন্তানকে পথভ্রষ্ট করার।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,
সে বলল,"আপনার ক্ষমতা সম্মানের শপথ! অবশ্যই আমি তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করব।"
(সূরা: সোয়াদ,আয়াত:৮২)

শয়তান মানুষকে ধোঁকা দেয় অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে। তার সূক্ষ্ম প্রতারণার জালে মানুষ বরাবরই ফেঁসে যায়। শয়তানের কিছু সূক্ষ্ম প্রতারণার ইতিহাস তুলে ধরা হলো-

- পিতা আদম (আ.) ও মা হাওয়া(আ.) এর সঙ্গে প্রতারণা

আদি পিতা আদম (আ.) ও মাতা হাওয়া(আ.) সৃষ্টির পর জান্নাতেই ছিলেন। নির্ঝঞ্ঝাট ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করছিলেন তাঁরা। কিন্তু এটা শয়তানের সহ্য হয়নি। তাই সে তাদের কে কৌশলে মানুষের নিষিদ্ধ গাছের উপকারাদি বর্ণনা করে সে গাছের ফল খাইয়ে তাঁদের জান্নাত থেকে দুনিয়ায় অবতরণ করতে বাধ্য করে।মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এই ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

ইরশাদ হয়েছে,
"অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে ওখান থেকে পদস্খলিত করেছিল। পরে তারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল, তা থেকে তাদের বের করে দিল এবং আমি বললাম,তোমরা নেমে যাও,তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু হবে এবং তোমাদের সেখানে কিছুকাল অবস্থান করতে হবে ও লাভ সংগ্রহ করতে হবে।"
(সূরা: বাকারা,আয়াত :৩৬)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিলো। বলল, হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্তকাল জীবিত থাকার গাছের কথা এবং অবিনশ্বর রাজত্বের কথা?
(সূরা: ত্বহা,আয়াত: ১২০)

- নূহ (আ.)-এর জাতিকে ধোঁকা

মানুষ এক আলাহর ইবাদত করে জান্নাতে ফিরে যাক শয়তান এটা চায়না। তাই সে সূক্ষ্ম ভাবে নূহ(আ.) -এর জাতিকে দিয়ে তাদের আগের কিছু নেক বান্দার মূর্তি বানিয়ে একসময় তাদের শিরকে লিপ্ত করে দেয়।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

এবং বলেছে,তোমরা কখনো পরিত্যাগ কোরো না তোমাদের উপাস্যদের; পরিত্যাগ কোরো না ওয়াদ,সুওয়াআ,ইয়াগুস,ইয়াউক,ও নাসরকে।
(সূরা: নুহ,আয়াত: ২৩)

আয়াতে উল্লেখিত শব্দগুলো পাঁচটি মূর্তির নাম। হাদিসে এসেছে,এই পাঁচজন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার নেক ও সৎকর্মপরায়ন বান্দা ছিলেন। তাঁদের সময়কাল ছিল আদম ও নুহ(আ.) এর আমলের মাঝামাঝি। তাদের নেক ভক্ত ও অনুসারী ছিল। তাঁদের মৃত্যুর পর ভক্তরা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও বিধি- বিধানের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখে।কিছুদিন পর শয়তান তাদের এই বলে প্ররোচিত করল,তোমরা যেসব মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উপাসনা করো যদি তাদের মূর্তি তৈরি করে রেখে দাও তবে তোমাদের উপাসনা পূর্ণতা লাভ করবে এবং বিনয় ও একাগ্রতা অর্জিত হবে। তারা শয়তানের ধোঁকা বুঝতে না পেরে মহাপুরুষের প্রতিকৃতি তৈরি করে উপাসনালয়ে স্থাপন করল এবং সম্পূর্ণ নতুন এক বংশধর তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো। এবার শয়তান এসে তাদের বোঝাল,তোমাদের পূর্বপুরুষের ইলাহ ও উপাস্য মূর্তিই ছিল।তারা এই মূর্তিগুলোই উপাসনা করত।এখান থেকে প্রতিমা-পূজার সূচনা হয়ে গেল।
(বুখারি, হাদিস:৪৯২০)

- আদ জাতিকে ধোঁকা

মহান আল্লাহ আদ জাতির জন্য দুনিয়ার যাবতীয় ইবাদতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। তারা ছিল অনেক বিত্তশালী এবং সুঠাম দেহের অধিকারী। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় তারা প্রচন্ড অহংকারী স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে তারা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে শুরু করে, আল্লাহর নিয়ামতের অবমূল্যায়ন শুরু করে, আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতগুলো

তাদের জন্য স্থায়ী মনে করে। আল্লাহর গজব থেকে বাঁচতে বিভিন্ন কল্পিত উপাস্যের অসিলা দিয়ে পূজা শুরু করে। পবিত্র কুআনে তাদের ধ্বংসের কয়েকটি কারণ তুলে ধরা হয়েছে।

· তারা অযতা উচু জায়গাগুলোতে সুউচ্চ টাওয়ার ও নিদর্শন নির্মাণ করত,যা স্রেফ অপচয় ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। (সূরা: আশুরা,আয়াত: ১২৮ অবলম্বনে)

· তারা অহেতুক মজবুত প্রাসাদ তৈরি করত এবং ভাবত যেন তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করব (সূরা: আশুরা, আয়াত:১২৯ অবলম্বনে)

· তারা দুর্বলদের ওপর নিষ্ঠুরভাবে আঘাত হানত এবং মানুষের ওপর অবর্ননীয় নির্যাতন চালাত। (সূরা: আশুরা,আয়াত:১৩০ অবলম্বনে)

 মুসা(আ.)-এর জাতিকে ধোঁকা

শয়তান তার সূক্ষ্ণ প্রতারণার জালে মুসা (আ.) এর জাতির কিছু মানুষকেও ফেলেছিল। মুসা(আ.) এর অনুপস্থিতির সুযোগে সে তাদের গো-বৎস পূজায় লিপ্ত করেছিল।

পবিত্র কুরআনে এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন,
"আর মূসা যখন আপন সম্প্রদায়ের লোককে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের প্রতি ঘোর অনাচার করেছ। সুতরাং তোমরা তোমাদের স্রষ্টার দিকে ফিরে যাও (তওবা কর) এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর। তোমাদের স্রষ্টার নিকট এটাই শ্রেয়। তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হবেন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা:বাকারা,আয়াত:৫৪)

এভাবেই শয়তান যুগ যুগ ধরে পৃথিবীব্যাপী তার প্রতারণা জাল বিছিয়ে আসছে,মানুষকে বিভ্রান্ত করে আসছে।

শয়তান যেভাবে মানুষকে ধোঁকা দেয়

শয়তান মানুষের শত্রু। সে সর্বদা ফাঁদ পেতে বসে থাকে মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য। শয়তান মানুষকে নানাভাবে ধোঁকা দেয়। কখনো মন্দ পথে, কখনো নেক সুরতে। শয়তান আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছে। মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে শয়তান তার সব চেষ্টা চালায়। সব সুরতে তার কার্য সম্পাদনে লেগে থাকে। এমনকি সব হারাম, কুফরি,

মুনাফিকের মাঝেও শয়তান শীতিলতা আনার চেষ্টা করে, ভাল প্রদর্শনী করার চেষ্টা করে।

ইরশাদ হয়েছে, ' সে বলল আপনি আমাকে যেমন উদভ্রান্ত করেছেন,আমিও অবশ্য তাদের জন্য আপনার সরল পথে বসে থাকব। এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে,পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।'

(সূরা: আরাফ,১৬-১৭)

শয়তান মিথ্যাবাদী,কিন্তু তার প্রতিজ্ঞা পূরণে সে শতভাগ চতুর। সে আমাদের সামনে,পেছনে,ডানে ও বামে সব দিক থেকেই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে। যখন যেদিক থেকেই তার সামনে সুযোগ আসে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার সে তা গ্রহণ করে এবং মানুষকে পথভ্রষ্ট করে।

বনী ইসরাইলের সময়কার একটা ঘটনা

বনী ইসরাইলের সময় এক ছোট্ট গ্রামে বারসিসা নামে অত্যন্ত ধার্মিক এক ব্যক্তি ছিল। তাকে সন্ন্যাসী বলা যেতে পারে। সে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করত এবং বিশ্বাস করত যে, মুসা (আঃ) আল্লাহর একজন রাসূল।

সেই গ্রামে তিন ভাই ও এক বোন থাকতো।সেই ভাইদের জিহাদের জন্য ডাকা হলো। কিন্তু তারা বোনকে একা রেখে যেতে চাইল না। কার কাছে রাখবে চিন্তা করতে লাগলো। গ্রামবাসি বারসিসার কথা বলল। কারণ গ্রামের সবাই বারসিসাকে উত্তম চরিত্রবান হিসাবে জানতো।তো

তারা বারসিসার কাছে গেল, যখন তার কাছে তাদের বোনকে রাখতে চাইলে সে রাজি হল না এবং বলল- “আমি অভিশপ্ত শয়তানের কাছ থেকে পানাহ চাই।”
কারণ সে ভয় করছিল যে, সে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে।তখন শয়তান বারসিসা মনে কুমন্ত্রণা (ওয়াসওয়াসা) দিতে আসল।চালাক শয়তান জানতো যে বারসিসার মন খুবই নরম।সে কানে কানে বারসিসাকে বলল, “তারা যদি ভাল কাউকে তাদের বোনের জন্য খুঁজে না পায় এবং খারাপ কারো কাছে মেয়েটিকে রেখে যায়, তখন কি হবে…! এই পরিণতি কি তোমার ভুলের জন্য নয়?” বারসিসা বুঝতে পারেনি যে, এটা শয়তানের কুমন্ত্রণা। মানুষের প্রতি দরদের কারণে মেয়েটিকে সে সাহায্য করতে রাজি হল।সে মেয়েটিকে গীর্জার বিপরীতে একটি ঘরে থাকতে দিল এবং প্রতিদিন গীর্জার সামনে মেয়েটির জন্য খাবার রেখে আসত,মেয়েটি নিজে এসে খাবার নিয়ে যেত।বারসিসার সাথে তার দেখা হত না। শয়তান বারসিসার কাছে আবার আসল এবং বলল,”তুমি কেন মেয়েটির খাবার তার ঘরের সামনে রেখে আসো না? এর ফলে মেয়েটাকে ঘর থেকে কেউ এতটা পথ একা একা হেঁটে বের হতে বা ফিরে যেতে দেখবে না...!
বারসিসা রাজি হল এবং মেয়েটির ঘরের সামনে খবার রেখে আসতে শুরু করল। শয়তান এতেও খুশি হল না, সে আবার আসলো এবং কানে কানে বলল,” কেন তুমি তার ঘরের ভিতরে খবার দিয়ে আসো না?” ফলে মানুষ তাকে একা একা ঘর থেকে বের হতে এবং ঢুকতে দেখতো না।” এবার বারসিসা তার ঘরের মধ্যে খাবার দিয়ে আসতে শুরু করল। শয়তান আবার আসলো এবং বলল, “মেয়েটার সাথে তোমার কথা বলা উচিত, এভাবে একা থাকলে তো সে পাগল হয়ে যাবে! যেহেতু মেয়েটি একা থাকে তাই তার কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা তোমার খোঁজ খবর নেয়া উচিত।”
বারসিসা মেয়েটির কথা চিন্তা করে তার সাথে রুমের আড়ালে থেকে কথা বলতে শুরু করল। শয়তানের কুমন্ত্রণায় এক সময় তারা একই রুমে কথা বলতে লাগল।এভাবে শয়তান তার কাজের কঠিন অংশ বাস্তবায়ন করল।এক পর্যায়ে বারসিসা ও মেয়েটি একে অপরের প্রতি দুর্বল হল এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হল।মেয়েটি গর্ভবতী হল,একটি বাচ্চা জন্ম দিল। বাচ্চা জন্মের সময় শয়তান বারসিসার কাছে আবার আসল এবং বলল, “ এটা তুমি কি করলে? তোমার পাপের প্রমাণ সরিয়ে ফেল,না হলে মেয়েটির ভাইয়েরা ফিরে এসে তোমাকে খুন করবে।”
বারসিসা বাচ্চাটিকে খুন করল এবং ঐ ঘরের মেঝেতে পুতে দিল। শয়তান এবার বলল, “ তুমি এক নারীর সন্তান হত্যা করেছ এবং আশা করছ যে, সে এটা কাউকে বলবে না?” তখন বারসিসা মেয়েটিকেও খুন করল এবং তাকেও ঐ ঘরের মেঝেতে পুতে রাখল। মেয়েটির ভাইয়েরা ফিরে আসলে,তাদেরকে একটা মিথ্যা কবর দেখিয়ে বলল “ তোমাদের বোন অসুখে মারা গিয়েছে এবং ঐ কবরে দাফন করা হয়েছে।” তারা বারসিসার কথা বিশ্বাস করল।সেই রাতে শয়তান তিন ভাইকে একই স্বপ্ন দেখাল যে বারসিসা তোমাদের বোনকে হত্যা করেছে,প্রমাণ হিসাবে তোমাদের বোন যে ঘরে থাকত তার মেঝে খুঁড়ে দেখতে পারো।”

ঘুম ভাঙ্গলে তারা একে অপরের স্বপ্নের কথা বলল এবং বুঝতে পারল তারা তিনজন একই স্বপ্ন দেখেছে। যাচাই করার জন্য তারা বারসিসার এলাকায় গিয়ে প্রথমে তার দেখানো খবর খুড়লো,দেখলো কিছুই নেই, এরপর যে ঘরে তাদের বোন থাকতো তারা ঐ ঘরের মেঝে খুঁড়ে বোন ও বাচ্চার লাশ পেল। তারা বারসিসাকে ধরে রাজার কাছে নিয়ে গেল রাজা তাকে শিরচ্ছেদ করতে আদেশ দিল।যখন বারসিসা কে শিরচ্ছেদ করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন শয়তান আবার আসলো। এবার ওয়াসওয়াসা না, মানুষের রুপ নিয়ে আসল। এসে বলল, " আমাকে চিনতে পেরেছো? আমি তোমার ওই সঙ্গী, যে তোমাকে মেয়ের সাথে অবৈধ কাজে লিপ্ত করেছি। তোমার মাধ্যমে তাকে অন্তঃসত্ত্বা করেছি। অতঃপর তোমার মাধ্যমে অত্যাকান্ড ঘটিয়েছি। এখন যদি বাঁচতে চাও, তবে আমার কথা মানবে কি না বলো? তুমি আল্লাহকে অস্বীকার করলে আমি তোমার মুক্তির পন্থা বের করে দেব। পাদ্রী শয়তানের পরামর্শ আল্লাহর সাথে কুফরি করলো,শয়তানকে সেজদা করলো,আর শয়তান তাকে ফেলে চলে গেল। অতঃপর জল্লাদ তার শিরচ্ছের করলো।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,"(এরা) শয়তান -এর ন্যায়, সে মানুষকে বলেছিল,'কুফরি করো', অতঃপর যখন কুফরি করল তখন সে বলল,আমি তোমার থেকে মুক্ত ;নিশ্চয় আমি সকল সৃষ্টির রব আল্লাহকে ভয় করি।" (সূরা: হাশর, ১৬)

শয়তানের ধোঁকা দেয়ার বিভিন্ন ক্ষেত্র

শয়তান মন্দ কাজ দৃষ্টিনন্দন করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে। তার মূল উদ্দেশ্য সৃষ্টিকে স্রষ্টার রাস্তা থেকে বিচ্যুত করা, রহমত থেকে বঞ্চিত করা। আর এই জন্য সে ছোট থেকে বড় সব ধরনের ধোঁকার রাস্তা বেঁচে নেয়। যাকে যেভাবে পারে সেভাবেই সরল পথ থেকে সরানোর চেষ্টা করে। কখনো শরীয়া ভুলিয়ে, জাঁকজমকপূর্ণ কিছুর মোহে আকৃষ্ট করে, শিরক করিয়ে, বিদআত সৃষ্টি করে,ঝগড়া ঝামেলা বাঁধিয়ে!! জীবনের সব ক্ষেত্রে শয়তান তার ধোঁকার ঢালা সাজিয়ে রাখে।

এমন কিছু সাজানো কাজ নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো–

- জাদু শিখানো:

শয়তানের অন্যতম কাজ মানুষকে জাদু শেখানো বা জাদু করতে উদ্বুদ্ধ করা। এটা অনেকের কাছে উপভোগ্য।শয়তান এটাকে নিছক একটা খেলা কিংবা উপভোগ্য হিসাবে প্রদর্শনী করে

থাকে।কারো কাছে আয় এর উৎসও করে তুলে। জাদুবিদ্যার মাধ্যমে শয়তান মানুষকে ধোঁকা দেয়।

ইরশাদ হয়েছে, ‘আর তারা (বনি ইসরাঈল) সুলায়মান (আ.)-এর শাসনামলে শয়তানরা যা কিছু (মন্ত্র) পড়ত তার পেছনে পড়ে গেল। সুলায়মান (আ.) কোনো কুফর করেনি। অবশ্য শয়তানরা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিয়ে কুফরিতে লিপ্ত হয়েছিল।’ (সুরা: বাকারা, আয়াত: ১০২)

জাদুকর মানুষদের ধোঁকা দেয় আর বিভ্রান্ত করে,মানুষে মানুষে বিরোধ সৃষ্টি করে।

 যুক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া

ইসলামী শরিয়তের বিধি-বিধানের সামনে যুক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া। কোনো বিষয় যদি নিজের চিন্তা-বুদ্ধি অনুযায়ী হয় তাহলে তা গ্রহণ করা, অন্যথায় তা প্রত্যাখ্যান করার মানসিকতা শয়তানের অন্যতম শিক্ষা।

আল্লাহ বললেন,

قَالَ يَٰٓإِبۡلِيسُ مَا مَنَعَكَ اَنۡ تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ بِيَدَيَّ ؕ اَسۡتَكۡبَرۡتَ اَمۡ كُنۡتَ مِنَ الۡعَالِيۡنَ

‘হে ইবলীস, আমার দু’ হাতে আমি যাকে সৃষ্টি করেছি তার প্রতি সিজদাবনত হতে কিসে তোমাকে বাধা দিল? তুমি কি অহঙ্কার করলে, না তুমি অধিকতর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন?’ (সূরা:সোয়াদ,৭৫)

আল্লাহ বলেন, ‘সে (শয়তান) বলল, আমি তার (অর্থাৎ আদম আ.) চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদা দ্বারা।’ (সূরা:সোয়াদ, আয়াত: ৭৬)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, যারা তাদের যুক্তিকে ইসলামের বিধি-বিধানের ওপর প্রাধান্য দেয়, আল্লাহর আদেশের ওপর প্রাধান্য দেয়, তারা শয়তানের ফাঁদে পা দেয়। শয়তান একি কাজ করে আল্লাহর রহমত থেকে বিতারিত হয়েছিল।

 মানুষকে দুনিয়ার চাকচিক্যের দিকে আকৃষ্ট করা

দুনিয়া মানুষের জন্য ক্ষণস্থায়ী বাসস্থান হলেও শয়তান দুনিয়াকে বিভিন্নভাবে সৌন্দর্যমন্ডিত করে দুনিয়ার বিভিন্ন চাকচিক্যের দিকে মানুষদেরকে আকৃষ্ট করার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করে। আদ ও ছামূদ জাতিকে শয়তান চাকচিক্যের মধ্যে ফেলে ধ্বংস করেছে। আল্লাহ বলেন,

وَعَاداً وَثَمُوْدَ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ-

'আমি আদ ও ছামূদকে ধ্বংস করেছি। তাদের বাড়ী-ঘর থেকেই তাদের অবস্থা তোমাদের জানা হয়ে গেছে। শয়তান তাদের কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল, অতঃপর তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল এবং তারা ছিল হুঁশিয়ার।" (আনকাবূত ২৯/৩৮)

সাবা জনপদের অধিবাসীদেরকে শয়তান চাকচিক্যে ফেলে শিরক করিয়েছিল।
যেমন হুদহুদ পাখি বলেছিল,

وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ

'আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতএব তারা সৎপথ পায় না' (নামল ২৭/২৪)।

বদর যুদ্ধের দিন ইবলীস মানুষ রূপে কাফেরদের কাছে এসে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّنْكُمْ إِنِّيْ أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ وَاللهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ-

"আর যখন সুদৃশ্য করে দিল শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপকে এবং বলল যে, আজকের দিনে কোন মানুষই তোমাদের উপর বিজয়ী হ' তে পারবে না। আর আমি হ' লাম তোমাদের সমর্থক। অতঃপর যখন সামনাসামনি হ' ল উভয় বাহিনী তখন সে অতি দ্রুতপায়ে পেছনে পালিয়ে গেল এবং বলল, আমি তোমাদের সাথে নেই। আমি দেখছি, যা তোমরা দেখছ না; আমি ভয় করি আল্লাহকে। আর আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠিন।"(আনফাল ৮/৪৮)।

সকল যুগে সকল মানুষকে শয়তান দুনিয়ার সৌন্দর্য ও চাকচিক্যেরের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং বিভিন্ন পাপে লিপ্ত করে। আল্লাহ বলেন,

تَاللهِ لَقَدْأَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ-

"আল্লাহর কসম! আমি আপনার পূর্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, অতঃপর শয়তান তাদের কর্মসমূহ শোভনীয় করে দেখিয়েছে। আজ সে-ই তাদের অভিভাবক এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (নাহল ১৬/৬৩)।

আর শয়তান আল্লাহর কাছেই মানুষকে দুনিয়ার চাকচিক্যে ফেলে গোমরাহ করার ওয়াদা করে এসেছিল।

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِيْ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ، إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ-

'সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করব। আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের ব্যতীত।'(হিজর ১৫/৩৯-৪০)

লেখক আরিফ আজাদ সাহেবের "কাহাফ চিন্তা" থেকে একটা গল্প,

ধরা যাক আপনি এবং আপনার বন্ধু একটা নির্দিষ্ট গন্তব্যে যাচ্ছেন। পথিমধ্যে আপনাদের পাড়ি দিতে হবে উত্থাল ঢেউয়ের এক নদী। নদীতে কোনো নৌকা বা বাহন কিছুই নেই। তাহলে, নদীটা আপনারা পার হবেন কীভাবে?

আরো ধরা যাক নদী পার হওয়ার সুবিধার্থে আপনাদের দুজনের হাতে কিছু কাঠ দেওয়া হলো যেগুলোকে ভেলা বানিয়ে আপনারা সেই নদী পার হতে পারবেন। নদীটা কিন্তু অতি-অবশ্যই পাড়ি দিতে হবে, কারণ আপনারা জানেন যে, নদীর ও' পাড়টাই কেবল শঙ্কামুক্ত, আনন্দমুখর আর অফুরান সুখের জায়গা। নদীর এই পাড়ে আছে সমূহ বিপদ আর ভয়। সুতরাং আপনাদের লক্ষ্য হলো ভালোয় ভালোয় নদীর ওপারে চলে যাওয়া।

কাঠগুলো বহন করে নদীর পাড়ে আসতে আসতে সন্ধ্যা লেগে গেছে। শীতের মৌসুম থাকায় সন্ধ্যা থেকেই একদম ঝাঁকিয়ে শীত নেমেছে। চারদিক ঢেকে যাচ্ছে কুয়াশার প্রলেপে। আপনারা সিদ্ধান্ত নিলেন–আজ নয়, নদীটা আপনারা পরেরদিন ভোরে পার হবেন। এই অন্ধকার, হাঁড় কাঁপানো শীতে উত্থাল ঢেউয়ের নদী পার হওয়াটা ভয়ঙ্কর বটে।

প্রচণ্ড শীতে দুজনেরই কাঁপাকাঁপি অবস্থা। দুজনের কাছেই যেহেতু কাঠ মজুদ রয়েছে, আপনাদের কাছে উপায় আছে আগুন জ্বালিয়ে নিজেদেরকে উষ্ণ রাখার। আপনারা তা-ই করলেন। দুজনেই আলাদা আলাদাভাবে কিছু কাঠে আগুন ধরালেন এবং নিজেদের বাঁচাতে লাগলেন শীতের প্রকোপ থেকে।

আবার ধরা যাক, শীতের দিনে পাওয়া আগুনের উষ্ণতা আপনার বন্ধুর খুবই ভালো লেগে যায়। সে মনে করে–আহা! কী তৃপ্তির জীবন! এভাবে তো একটা জীবন অনায়াসে পার করে দেওয়া যায়। আগুনের উষ্ণতার লোভ তাকে এমনভাবে পেয়ে বসে যে, সেই উষ্ণতাটুকু পেতে সে নিজের কাছে মজুদ থাকা সব কাঠ একটার পর একটা আগুনে ছুঁড়ে মারতে থাকে আর উপভোগ করতে থাকে আগুনের উষ্ণ আলিঙ্গন।

তার জীবনে তখন এরচেয়ে মধুর, এরচেয়ে সুখের ঘটনা আর কিছুই নেই। সে আগুনে কাঠ ফেলে আর সেটা জ্বলে উঠে দাউ দাউ করে। আগুনের উজ্জ্বল শিখায় চকচক করে উঠে তার চোখ দুটো–আহা, কী সুখ! কী শান্তি!

একটা কোণায় আপনিও আগুন জ্বালিয়েছেন। আগুনের উষ্ণতা মাতিয়ে দিয়ে যাচ্ছে আপনার হৃদয় মনও। এই ঘনঘোর শীতের রাতে আগুনের এই উষ্ণতাকে আপনার কাছে মনে হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে দামি উপহার। কিন্তু, আপনি বড় সাবধানী। আগুনে আপনি কাঠ ফেলছেন খুবই হিশেব করে। কারণ আপনি জানেন, ভোর হলেই আপনাকে পাড়ি দিতে হবে একটা উত্থাল ঢেউয়ের নদী যে নদীতে নেই কোন নৌকা। আপনার কাছে মজুদ থাকা কাঠকে ভেলা বানিয়েই পাড়ি দিতে হবে সেই নদী।

সুতরাং, শীতের সাময়িক কষ্ট থেকে বাঁচতে নিজের কাছে মজুদ থাকা সমস্ত কাঠ খরচ করে ফেলতে আপনি নারাজ। আপনি জানেন–এই পাড়ে আপনার অবস্থান খুবই ক্ষুদ্র সময়ের। ওই পাড়েই আপনাকে থাকতে হবে জীবনের বাকি সময়টুকু। ফলে, এ-পাড়ের সাময়িক সুখের লোভে ও' পাড়ে পৌঁছানোর একমাত্র উপায়কে আপনি এভাবে অপ-খাতে খরচা করে ফেলতে রাজি নন।

সকালে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের তর্জনে ঘুম ভাঙলো দুজনের। ঘুম ভাঙার পরে আপনার বন্ধু দেখলো–তাকে যা কাঠ দেওয়া হয়েছিলো নদী পার হওয়ার জন্যে সেসবের কিছুই অবশিষ্ট নেই আর। সবটাই ছাঁই হয়ে পড়ে আছে তার সম্মুখে।

অন্যদিকে আপনি দেখলেন–কিছু কাঠ জ্বালিয়ে কোনোভাবে শীত নিবারণ করলেও, বেশ অনেকখানি কাঠ এখনো আপনার কাছে মজুদ আছে যা দিয়ে একটা ভেলা বানিয়ে আপনি অনায়াসে চলে যেতে পারবেন নদীর অপর পাড়ে।

আপনি তা-ই করলেন। কাঠগুলো দিয়ে একটা ভেলা বানিয়ে তাতে চড়ে রওনা হলেন নির্ধারিত গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। এই পাড়ে থাকা আপনার বন্ধুটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে আপনার দিকে। সে বুঝতে পারলো–সাময়িক সুখ আর আনন্দের জন্য সে নিরাপদ গন্তব্যে যাওয়ার একমাত্র উপায়টাকে বিসর্জন দিয়ে ফেলেছে। এখন তার হাতে আর কোনো উপায় নেই। এখন তাকে পড়ে থাকতে হবে এ-পাড়েই। বাঘ-ভালুক, ভয়ঙ্কর সরীসৃপ এবং দুঃসহনীয় সব বিপদ মাথায় নিয়েই।

প্রিয় পাঠক, উপরের কাল্পনিক ঘটনাটির চিত্র মাথায় রেখে, চলুন আমরা সূরা আল কাহাফের সাত এবং আট নম্বর আয়াত দুটোয় একবার চোখ বুলাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন,

‘যমিনের ওপরে যা-কিছু আছে সেগুলোকে আমি তার (যমিনের) শোভা বানিয়েছি যাতে মানুষকে পরীক্ষা করতে পারি–আমলের দিক থেকে কে উত্তম। আর, তার (যমিনের) ওপর যা কিছু আছে তা অবশ্যই আমি পরিণত করবো উদ্ভিদশূন্য ময়দানে’ ।

কাঠ এবং তা জ্বালিয়ে লাভ করা আগুনের উষ্ণতা–এই দুটোই হলো যমিনের শোভা। অর্থাৎ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেগুলোতে এমনকিছু রেখেছেন যা আনন্দ আর সুখ লাভের উপলক্ষ হতে পারে।

উপরের ঘটনায় দেখুন, কাঠ এবং আগুনের উষ্ণতার ছোঁয়ায় আপনার বন্ধু কিন্তু নদীর ওপর পাড়ে যাওয়ার কথা বেমালুম ভুলে গেছে। তার হাতে থাকা সমস্ত কাঠ দিয়ে সে আগুন জ্বালিয়ে ফেলেছে, কারণ উক্ত মুহূর্তে পাওয়া উষ্ণতার সুখটাই তার কাছে হয়ে উঠেছে সবচেয়ে দামি। নদীর ওপর পাড়ে তার জন্য যে সুখের জীবন পড়ে আছে, সেই জীবনের ব্যাপারে সে বেখেয়াল হয়ে গেছে সাময়িক আনন্দের প্রলোভনে।

সকাল হতে হতে সেই সাময়িক উষ্ণতাও হারিয়ে গেলো, হাতে মজুদ থাকা একমাত্র উপায়টাও আগুনে পুঁড়ে ছাঁই হলো। তাহলে, দিনশেষে তার অর্জন কী? তার অর্জন হলো–একরাশ হতাশা, ক্লান্তি, একটা ভয় আর বিপদের জীবন।

অন্যদিকে, কাঠ জ্বালিয়ে আগুনের উষ্ণতা কিন্তু আপনিও লাভ করেছেন, কিন্তু আপনি বিস্মৃত হোননি নদীর ওপারে যাওয়ার চিন্তা থেকে। ফলে, নিজের কাঠ জ্বালানোর ব্যাপারে আপনি ছিলেন সবিশেষ সাবধানী। সাময়িক সুখের প্রলোভনে আপনি ছাঁই করে ফেলেননি অনন্ত সুখের জীবনে যাওয়ার একমাত্র অবলম্বনটিকে। আপনার এই সতর্কতা আপনাকে ঠিক ঠিক নদীর ওপর পাড়ে পৌঁছে দিয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন যমিনের ওপরে যা কিছু আছে সেগুলোকে তিনি শোভা বানিয়েছেন যাতে মানুষকে তিনি পরীক্ষা করতে পারেন কে তাদের মধ্য থেকে আমলের দিক দিয়ে উত্তম। ধরে নিই যে কাঠ এবং আগুনের উষ্ণতা হলো যমিনের শোভা। এই শোভা পেয়ে আপনার বন্ধু ভুলে গেছে নদীর ওপর পাড়ে যাওয়ার কথা। আবার, একই শোভা লাভ করে আপনি কিন্তু নির্ধারিত গন্তব্যের কথা একদমই ভুলেননি।

যমিনের শোভাগুলো পেয়ে কারা আল্লাহকে ভুলে যায়, কারা বিস্মৃত হয় তার স্মরণ থেকে, এবং এসব শোভা কাদেরকে আল্লাহর রাস্তা থেকে একবিন্দুও সরাতে পারে না–এসবই হলো পরীক্ষা। সকালবেলা উঠে আপনার বন্ধু যেমন দেখলো তার সামনে পড়ে আছে একটা অতিকায় ছাঁইয়ের স্তুপ, ঠিক সেভাবেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যমিনের সমস্ত শোভাকে একদিন নিঃশেষ করে দেবেন। একটা ক্ষুদ্র বালিকণা সমান শোভা-সৌন্দর্যকেও তিনি অবশিষ্ট রাখবেন না।

মানুষের সামনে আছে দুটো জীবন। হয় সে যমিনের শোভা-সৌন্দর্যকে পুঁজি করে গুছিয়ে নেবে আখিরাতের সম্বল, এবং তাতে ভর করে পৌঁছে যাবে অনন্ত সুখের জান্নাতে।

অথবা,

যমিনের শোভা-সৌন্দর্যের মায়া আর প্রলোভনে পড়ে সে ভুলে যাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে। ক্ষণিকের সুখের জন্য সে জ্বালিয়ে ছাঁই করে দেবে আখিরাতে পাড়ি জমানোর উপায়টুকু।

সিদ্ধান্ত আমাদের হাতে–আমরা কেমন জীবন চাই!

  আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন করা

শয়তানের একটি কাজ মানুষকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। অনেকে নানা নামে দলছুট হয়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস করো। বিচ্ছিন্নতা হতে সাবধান থেকো। কেননা, শয়তান বিচ্ছিন্নজনের সঙ্গে থাকে এবং সে দুজন থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম জায়াগার ইচ্ছা পোষণ করে সে যেন (মুসলিম সমাজে) ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকে।'   (তিরমিজি, হাদিস: ২১৬৫)

মুআয ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, মহানবী হযরত মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "নিশ্চয় শয়তান মানুষের জন্য নেকড়ে স্বরূপ, মেষপালের নেকড়ের ন্যায়। যে মেষপালের মধ্যে একটি দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অথবা খাদ্যের সন্ধানে দূরে চলে যায়, অথবা অলসতাবশত দলের এক প্রান্তে পড়ে থাকে, তাকে বাঘে নিয়ে যায়। সাবধান! সাবধান! তোমরা কখনো পৃথক হয়ে দল ছেড়ে গিরিপথে যেও না, আর মুসলমান জামাত তথা সাধারণের সাথে থাকবে। " (আহমদ) মিশকাতুল মাসাবীহ-১৭৪

হযরত আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি জামাত হতে এক বিগত পরিমাণ(কিছু সময়ের জন্য হলেও) দূরে সরে পড়ে সে যেন ইসলামের রশি নিজের ঘাড়ের ওপর থেকে খুলে ফেলে। " (আহমদ ও আবু দাউদ)
মিশকাতুল মাসাবীহ-১৭৫

  অহংকার প্রদর্শন করা

অহংকার প্রদর্শন করে অনেকে আনন্দ পায়। এটা শয়তানির নামান্তর। যার মনে বিন্দুমাত্র অহংকার থাকবে সে জান্নাতের বাসিন্দা হতে পারবেনা।
"যে নিজেকে অন্যদের চেয়ে বেশি ভালো মনে করলো, সে অহংকার করলো। "
– ইমাম আয-যাহাবী (রহি.)

[সূত্র : সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৮/৪৬৮]

আল্লাহ বলেন,

"এবং (সেই সময়ের আলোচনা শোনো), যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা করো, ফলে তারা সকলে সিজদা করল, কিন্তু ইবলিস ছাড়া। সে অস্বীকার করল ও দর্পিত আচরণ করল এবং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।' (সুরা: বাকারা, আয়াত: ৩৪)

অহংকার করা একমাত্র সৃষ্টির মালিকের শোভা পায়। এছাড়া যারা অহংকার করে তারা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণকারী,এবং তার দলভুক্ত। শয়তান নিজেই অহংকারের কারণে জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয়েছিল।

আল্লাহ বলেন,

"আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি,তখন তাকে কীসে সেজদা করতে বারণ করল? সে বলল, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। " (সূরা: আরাফ, ১২)

আল্লাহ বললেন, "তুই এখান থেকে নেমে যা। এখানে অহংকার করার কোনো অধিকার তোর নেই। অতএব তুই বের হয়ে যা।তুই হীনতমদের অন্তর্ভুক্ত। "
(সূরা: আরাফ,১৩)

- বিকৃতি ঘটানো:

ইংরেজি ট্যাটু শব্দের বাংলা অর্থ উলকি। আরবিতে বলা হয় 'আল ওয়াশ্‌ম' । মানবদেহের ত্বকে সুঁই বা এ জাতীয় কোনো কিছু দিয়ে ক্ষত করে বাহারি রঙের নকশা করার নামই ওয়াশ্‌ম, উলকি বা ট্যাটু। ট্যাটু সাধারণত স্থায়ী হয়, অথবা সহজে মুছে ফেলা যায় না।

ইসলামে ট্যাটু করা হারাম। এটি আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি। কোরআন-হাদিসে ট্যাটু করতে নিষেধ করা হয়েছে। ট্যাটুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিশপ্ত বলা হয়েছে। ট্যাটু মানুষকে অসংখ্য গুনাহে লিপ্ত করে।

অথচ পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম কাঠামো দিয়ে।'

(সুরা ত্বিন: ৪)

মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সুন্দর অবয়ব দিয়ে। ট্যাটু বা উল্কির মাধ্যমে স্বাভাবিক সৌন্দর্য নষ্ট করে কৃত্রিম সৌন্দর্য আনার চেষ্টা করা ইসলামে নিষিদ্ধ ও গর্হিত কাজ। মানুষকে আল্লাহ তাআলা স্বাভাবিক যে স্বভাবে সৃষ্টি করেছেন শয়তান মানুষের সেই স্বভাবের মধ্যে বিকৃতি ঘটাবে। এটা অনেকের কাছে উপভোগের বিষয়। অথচ এটি শয়তানের ফাঁদ। ট্যাটু লাগালে কোনো ইবাদত কবুল হবেনা। একই কারণে কৃত্রিম চুল লাগানো (পরচুলা, হেয়ার প্ল্যান্টেশন), সৌন্দর্যের জন্য প্লাস্টিক সার্জারি করা, ভ্রু কাটা (ভ্রু প্লাক, চেঁচে ফেলা) ইত্যাদিও নাজায়েজ।
তাই মানুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য বিকৃত করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এ কারণেই পবিত্র কোরআনে অঙ্গবিকৃতিকে শয়তানের অনুসারীদের কাজ আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

যেমন অভিশপ্ত শয়তান আল্লাহকে বলেছিল,
'আমি অবশ্যই আপনার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট কিছু মানুষকে বেছে নেব, তাদের বিপথগামী করব, তাদের আশ্বাস দেব; তাদের পশুদের কান ফুঁড়তে বলব এবং তাদের আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি বিকৃত করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়।' (সুরা নিসা: ১১৭-১১৯)
শয়তান তো তার অঙ্গিকার পালনে ব্যস্ত,কিন্তু আমরা! মানুষ তা একদম ভুলে শয়তানের পথেই হাঁটছি!

উল্লেখ্য, জাহেলিয়াতের যুগে মুশরিকেরা বিভিন্ন দেব-দেবির নামে উৎসর্গ করা পশুর কান ছিদ্র করত। পশুগুলোকে চিহ্নিত করতেই এটি করা হতো।

হাদিসে অঙ্গবিকৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের অভিশপ্ত আখ্যা দেওয়া দেওয়া হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, 'যে নারী নকল চুল ব্যবহার করে এবং যে তা সরবরাহ করে, আর যে নারী ট্যাটু আঁকে এবং যে আঁকায়, রাসুল (সা.) তাদের অভিশাপ দিয়েছেন।' (বুখারি: ৫৫৯৮; মুসলিম: ৫৬৯৩)

অন্য হাদিসে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল (সা.) বলেন, 'যে নারী সৌন্দর্যের জন্য ট্যাটু আঁকে এবং আঁকায়, যে নারী ভ্রু কাটে এবং দাঁত ফাঁকা করে, আল্লাহ তাআলা তাদের অভিশাপ দিয়েছেন।' (বুখারি: ৫৬০৪)

- মিথ্যাকে সুসজ্জিত করা

এটা শয়তানের বড় এটা কূটচাল। সে মিথ্যা ও ভ্রান্ত জিনিসকে অনেক সুসজ্জিত করে উপস্থাপন করবে। সে ভ্রান্ত জিনিসকে এমনভাবে উপস্থাপন করবে মনে হবে–এটাই তার জন্য কল্যাণকর। পবিত্র কোরআনে হুদহুদ পাখির ভাষায় এসেছে,

"আমি সেই নারী ও তার সম্প্রদায়কে দেখেছি আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যের সিজদা করছে। শয়তান তাদের কাছে, তাদের কার্যকলাপকে শোভনীয় করে দেখিয়েছে। এভাবে সে তাদের সঠিক পথ থেকে নিবৃত্ত রেখেছে, ফলে তারা হিদায়াত পাচ্ছে না। "(সুরা নামল, আয়াত: ২৪)

- অহেতুক ঝগড়া

কোনো ধরনের দলিল-প্রমাণ ছাড়া ঝগড়া আর লড়াই করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। কিছু মানুষ এমন কাজে সিদ্ধহস্ত। বর্তমান সমাজের একটা সাধারণ চিত্র এটা। ঝগড়া করার কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লাগেনা এখন। দাঙ্গা হাঙ্গামা, ঝগড়া এগুলোতে শক্তির খেলা চলে। মানুষ ধরেই নিয়েছে শক্তিতে জিতে সবকিছুই হাসিল করে নিবে এমন!

আল্লাহ বলেন, 'কিছু মানুষ অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে।' (সুরা: হজ, আয়াত: ৩)

- নামাজে অহেতুক কাজ করা

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে নামাজে থাকা অবস্থায় তার হাত দ্বারা পাথরের টুকরা নাড়ছে। তার নামাজ শেষ হলে তাকে আবদুল্লাহ (রা.) বললেন, তুমি নামাজে থাকা অবস্থায় পাথরের টুকরা নেড়ো না। কেননা, তা শয়তানের কাজ। (নাসায়ি, হাদিস: ১১৬০)

এছাড়াও

- নামাজে বেশি পরিমাণ ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা দেওয়া),
-মুসল্লির সামনে দিয়ে হাঁটাহঁটি করা, কাতারের মাঝখানে খালি জায়গা রাখা,
-নামাজে এদিক-সেদিক তাকানো,
-হারাম সম্পদ একত্র করা,
-দরিদ্রতার ভয়ে আল্লাহর রাস্তায় খরচ না করা,
-লোক দেখানোর জন্য খরচ করা,
-সম্পদ অপচয় করা,
-অপব্যয় করা,
-বিচারকার্যে জুলুম করা,
-তিনজনের মধ্যে দুজন কানাঘুষা করা,
-একাকী সফর করা,
-মাহরাম নারীর সঙ্গে নিরিবিলি থাকা,
-বাম হাতে পানাহার করা,
-কথার মাঝে লৌকিকতা অবলম্বন করা,
-মদ পান করা,
-জুয়া খেলা,
-মিথ্যা বলা–এ সবই শয়তানের কাজ। প্রত্যেকটির ব্যাপারে হাদিসে স্পষ্টভাবে বর্ণনা এসেছে।

নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা

আকিদা বিষয়ক

আকিদা ও বিশ্বাসে সন্দেহ সৃষ্টি করা

ইসলামের মৌলিক আকিদাতে সন্দেহ সৃষ্টি করা শয়তানের অন্যতম একটি কাজ। শয়তানের আরেক নিকৃষ্ট চক্রান্ত হলো, সে যখন বৃহত্তর ফেতনা সৃষ্টি করতে না পারে, অন্তত তার চেয়ে নিম্নস্তরের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ব্যাপারে সে হাল ছাড়ে না: শয়তান যখন ঈমানদারদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিশৃঙ্খলা তথা শিরক ঢুকিয়ে দিতে না পারে, সে চেষ্টা করে তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিভক্তি ছড়িয়ে দিতে, যা দ্বীনকে বিনাশ করে দেয়।

জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, তিনি এরশাদ করেন, "আরব ভূখন্ডের মুসল্লিরা শয়তানের উপাসনা করবে, এ বিষয়ে শয়তান নিরাশ হয়ে পড়েছে। তবে তাদের একজনকে অন্যের বিরুদ্ধে উসকিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সে নিরাশ হয়নি। "(বর্ণনায় মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন,
"তোমাদের কারো কাছে শয়তান আসতে পারে এবং সে বলতে পারে, এ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? ওই বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? এরূপ প্রশ্ন করতে করতে শেষ পর্যন্ত বলে বসবে, তোমাদের প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করেছে? যখন ব্যাপারটি এ স্তরে পৌঁছে যাবে, তখন সে যেন অবশ্যই আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় এবং বিরত হয়ে যায়।" (বুখারি, হাদিস: ৩২৭৬)

তাওবা করা থেকে বিরত রাখা

বান্দার গুনাহসমূহ গোপনকারী আল্লাহ্ তায়ালার দিকে গুনাহ ত্যাগ করে ফিরে যাওয়ার নামই তাওবা। আল্লহওয়ালাদের পথচলা শুরু হয় এখান থেকেই। আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত হিসেবে মনোনীত ও নির্বাচিত হওয়ার প্রথম অরুণরশ্মি। খোদাপ্রেমী বান্দা আমৃত্যু তাওবা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেনা। অনেক যুবক আছে যারা তাওবা করতে চায়,কিন্তু শয়তান বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি এবং নেক আশ্বাসের মাধ্যমে তাদেরকে তাওবা করা থেকে বিলম্ব করায়। অনেক বয়স্ক মানুষ আছে যারা তাওবা করতে চায়, হকের পথে থেকে আল্লাহর ইবাদত করে তাদের বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চায়। কিন্তু শয়তান তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেখিয়ে তাওবা করা থেকে দেরি

করায়। অচিরেই করব,কিছুকাল পরে করব,কিছুদিন পর এমনি এমনি ভালো হয়ে যাব,যদি এমনটি করতাম তাহলে এমনটি হতো ইত্যাদি ইত্যাদি।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, "শয়তান তাদেরকে আশ্বাস দেয় এবং মিথ্যা প্রলোভন দেয়,বস্তুত তাদেরকে যে আশ্বাস দেয় তা ছলনা ও প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।"
(সূরা: নিসা,১২০)

ইবাদত এর ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকা, কুরআন-হাদিস,করণীয়

 ফজরের সময় ঘুমিয়ে কাটানো

ফজরের সময় নামাজিকে ঘুমিয়ে রাখা শয়তানের একটি সূক্ষ্ম কৌশল। শয়তান যেভাবে মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিচরণ করতে পারে, তেমনি মানুষের দুর্বল মূহুর্ত ঘুমেও এর প্ররোচনা বাদ যায়না। ফজরের সলাতের এলার্ম ঠিক ই দেয়া হয় কিন্তু শয়তান কুমন্ত্রণা দেয় আরেকটু পর উঠলেই হবে,এখনি তো আজান হলো,আরেকটু পর তো সমস্যা হবেনা,এখনো অনেক সময় বাকি। তা কিছুক্ষণ পর করতে করতে কখন যে ফজরের সলাতের ওয়াক্ত যায় যায় অবস্থায় সেই দিকে অবচেতন মন কাজ করেনা। আর শয়তান বিজয়ী হয়ে যায় বান্দার নামাজ তরক করানোর মাধ্যমে। ফজরে মুয়াজ্জিনের সুরে ভেসে আসে, তন্দ্রা থেকে ঔঠার জন্য। তন্দ্রা হলো ঘুম আর সজাগ অবস্থার মাঝামাঝি অবস্থান। ফজরের সময়ে মানুষের এই অবস্থা টা তন্দ্রা ঘুম নয়। আর শয়তান মানুষের অবচেতন এই অবস্থাকে অন্য দিকে ডাইভার্ট করে রাখার চেষ্টা করে।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে বলা হলো যে সে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটায় (অর্থাৎ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে না) এ কথা শুনে তিনি বলেন, ওই লোকটি এমন, যার কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে। (মুসলিম, হাদিস: ১৭০২)

এ জন্য প্রয়োজন এই সময় শয়তানের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা। বিভিন্ন শায়েখ বুজুর্গ ব্যক্তি বলে থাকেন, ফজর আর ইশার সলাতে বুঝা যায় কে সত্যিকারে ঈমানদার।
মসজিদে ফজরের জামাতের দিকে লক্ষ করলেই বোঝা যায় যে বর্তমানে ওই সকল লোকের সংখ্যা কত বেশি যাদের কানে শয়তান পেশাব করে। ফজর ছেড়ে দিয়ে আমরা নিজেদের জীবন থেকে দূরে ঠেলে দিই আল্লাহর বারাকাহ।

যারা ফজরে জাগে তারা বারাকাহ লাভ করে। জীবনে, সময়ে, কাজে। আর যারা জাগতে পারে না, তারা বঞ্চিত হয় এই বারাকাহ থেকে। তাদের কাজে বারাকাহ থাকে না, সময়ে বারাকাহ থাকে না। সর্বোপরি জীবন থেকেও তাদের বারাকাহ হারিয়ে যায়। বারাকাহ যে কত বড় একটি নিআমত, তা যে লাভ করে, কেবল সে-ই উপলব্ধি করতে পারে। জীবনে বারাকাহ লাভের জন্য আমরা কি হয়ে উঠতে পারি না সকাল বেলার পাখি? সুবহে সাদিকের স্নিগ্ধ শীতল হাওয়ায় মেলে দিতে পারি না নিজেদের ডানা?

করণীয়--

উম্মাহর এই কঠিন অবস্থাতে কুরআনের নির্দেশনা এবং নবীজীর (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুন্নাহ হলো সর্বোত্তম সমাধান।

একজন মুমিন হিসাবে রাতে ঘুমের প্যাটার্ন নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ অনুসারে ইশার সলাতের পর দুনিয়াবি কাজে না জড়িয়ে তাড়াতাড়ি ঘুমানোর অভ্যাস করা। ঘুমানোর পূর্বে কিছু সুন্নাহ,আমল অনুসরণ করা।

ঘুমানোর পূর্বের সুন্নাহ, আমলগুলো–

১. এশার পর তাড়াতাড়ি ঘুমানোর চেষ্টা করা। অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা না বলা। (বুখারী: ৬৩১১)

২. ঘুমানোর পূর্বে কাপড় পরিবর্তন করা। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ৭/৩৫৯, ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু)

৩. অজু করে ঘুমানো। (বুখারী: ৫৯৯)

৪. তিনবার বিছানা ঝেড়ে শোয়া। (বুখারী: ৭৩৯৩)

৫. তিনবার ইস্তিগফার পড়া

اسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَ أَتُوْبُ إِلَيْهِ

(তিরমিযী: ৩৩৯৭)

৬. তাসবিহে ফাতেমি
سُبْحَانَ اللهُ الْحَمْدُ لِلّٰهُ اللّٰهُ أَكْبَر

যথাক্রমে ৩৩ বার ৩৩ বার এবং ৩৪ বার পড়া। (বুখারী: ৫৩৬১)

৭. সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস পড়া। (বুখারী: ৫০১৭)

৮. আয়াতুল কুরসি পড়া।(বুখারী: ২৩১১)

৯. সূরা কাফিরূন পড়া। (সহিহ তারগিব: ৬০২)

১০. সূরা বাকারাহ এর শেষ ২ আয়াত পড়া। (বুখারী: ৪০০৮),
পারলে সূরা বাকারার ১০ আয়াত তেলাওয়াত করা (১-৪,১৫৫-১৫৭,১৮৪-১৮৬)

১১. সূরা মুলক পড়া। (তিরমিযী: ২৮৯০)

১২. ডান কাতে কিবলামুখী হয়ে শুয়ে হাত চোয়ালের নিচে রাখা। (বুখারী: ৬৩১৫)

১৩. পেটের উপর উপুড় হয়ে না শোয়া। (তিরমিযী: ২৭৬৮)

১৪. ঘুমানোর দোয়া:

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَ أَحْيَا

পড়া। (বুখারী: ৫৮৭৩)
১৫.রাতে কোনো কারণে ঘুম ভেঙে গেলে ওঠে অযু ও মেসওয়াক করে এসে আবার ঘুমানো। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য সহজ করবেন স্পর্শকাতর ঘুমে শয়তানের হামলা থেকে বেঁচে থাকতে এবং তাহাজ্জুদ গুজারী হতে। মুমিনের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমাদের উচিত সর্বদা যতটা সম্ভব আমল করা। কোনোভাবেই সাওয়াব অর্জনের সুযোগ হাতছাড়া না করা। শয়তানকে পদে পদে পরাস্ত করা।
আল্লাহ তা'আলা আমাদের উক্ত আমলগুলো করার তাওফিক দান করুক আমিন।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার গ্রীবাদেশে তিনটি গিঁট দেয়। প্রতি গিঁটে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত। তারপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে একটি গিঁট খুলে যায়, পরে ওজু করলে আরেকটি গিঁট খুলে যায়, তারপর নামাজ আদায় করলে আরেকটি গিঁট খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয়, প্রফুল্ল মনে ও নির্মল চিত্তে। অন্যথায় সে সকালে ওঠে কলুষিত মনে ও অলসতা নিয়ে।"

□ তাহাজ্জুদের ফজিলত, তাহাজ্জুদ তরকের শয়তানের ধোঁকা, আমাদের করণীয়

তাহাজ্জুদ এমন একটা আমল যা আল্লাহর সকল সালেহিন বান্দাদের জীবনের নিত্য অংশ ছিল। হেরা গুহায় জিবরীল আলাইহিস সালাম সুরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত নিয়ে প্রথম আসেন আল্লাহর রাসুলের কাছে। আর, দ্বিতীয়বারে আসেন তাহাজ্জুদ আদায় করার হুকুম নিয়ে।

কুরআনের অনেক জায়গায় রাতের এই সালাতের বিষয়ে আল্লাহ কথা বলেছেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ "আর আপনি রাতের এক অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করুন, যা আপনার জন্য অতিরিক্ত কর্তব্য" । (সুরা আল-ইসরা ১৭/৭৯)

চারটি কাজ রিযিক বাড়িয়ে দেয়: তারমাঝে তাহাজ্জুদ এমন একটি আমল।

(১) রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়া।
(২) আল্লাহর কাছে বেশি বেশি ক্ষমা চাওয়া।
(৩) প্রতিদিন দান-সাদাকাহ করা।
(৪) দিনের শুরুতে ও শেষে আল্লাহর যিকির করা।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ".

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ
আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মহামহিম আল্লাহ্ তা' আলা প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেনঃ কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে এমন যে, আমার নিকট চাইবে। আমি তাকে তা দিব। কে আছে এমন যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব। (সহিহ বুখারি ১১৪৫)

আপনার আশা, আকাঙ্খা, আবদার, ইচ্ছা সবকিছুর আলাপ নিয়ে মাঝরাতে বা শেষ রাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে পারেন। তাহাজ্জুদ এমন একটা আমল যা কখনো বান্দাকে ব্যর্থ হতে দেয় না।

ধরুন আপনি কিছু একটা খুব করে চাচ্ছেন আল্লাহর কাছে। নিয়মিত তাহাজ্জুদেও বলছেন। তাহলে তিন ধরণের প্রতিউত্তর আল্লাহর কাছ থেকে পাবেন আপনি।

০১. হয়তো যা চাচ্ছেন তা পেয়ে যাবেন।

০২. অথবা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেটার চেয়েও কল্যাণকর কিছু আপনাকে দেবেন।

০৩. কিংবা, যা চাচ্ছেন তা যদি আপনাকে তিনি না-ও দেন, এই না পাওয়ার বিষয়ে যেন আপনি তাওয়াক্কুল আর ধৈর্য ধরতে পারেন, এই তাকদিরকে যেন আপনি মেনে নিতে পারেন নিঃসঙ্কোচে, সেই তাউফিক তিনি আপনাকে দেবেন। এটাও বড় প্রাপ্তি। অন্তরের ইয়াকীন।

খুব রাতারাতি তাহাজ্জুদে নিয়মিত হওয়া যায় না। এটা একটা চর্চা, লেগে থাকা আর অধিকবেশি দোয়ার ফসল। আর শয়তান এই মহৎ ও এতো ফজিলতের কাজ এতো সহজে হতে দিবে এটা ভাবা ভুল। দুনিয়ার সব অলসতা জড়ো করে বান্দার মনে শুধু তাহাজ্জুদ থেকে দূরে রাখার জন্য। সারা রাতের ঘুমের পরও কীভাবে মুমিন শেষ রাতে বিছানায় শুয়ে থাকে! এটা ফরজ না, আদায় না করলে পাপ হবেনা,এমন চিন্তা মাথায় দিতে পারে, তবে পাঠকবৃন্দ এই সালাতের গুরুত্বটাও তো কম নয়, বরং সর্বোত্তম নফল ইবাদত। শয়তান বান্দার ঘুমের প্রাধান্য বাড়াবে,শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠলে সারাদিন দুর্বল লাগবে,কাজে মন বসবে না, ঘুম পাবে,আজ না কাল থেকে পড়বো বলে বলে সেই কাঙ্খিত দিন আর আসতে দিবেনা ইবলিস! শীতের ঠান্ডায় কি দরকার শেষ রাতে ওঠা,ফজরে তো উঠবই। প্রিয় হাজীরিন, শীতে গরম কম্বলের মায়া ছেড়ে জায়নামাজে দাড়াতে পারাই তো ঈমানী পরিক্ষা, সবাই পারেনা এই বরকতের সামিল হতে,একমাত্র আল্লহর নেককার বান্দা ছাড়া।

উমার রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘কেউ যদি রাতে তার আমলের কোন অংশ আদায় করতে না পারে, তাহলে সে ফজর থেকে যোহরের মধ্যবর্তী সময়ে তা আদায় করে নিবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে রাতে আদায়ের মতোই সাওয়াব দান করবেন ‘। [যাদুল মাআদ, ৪/৩৭৮]

আউনুল মা’ বুদ গ্রন্থের লেখক ও তুহফাতুল আহওয়াযিতে আল্লামা মুবারকপুরি লিখেছেন, ‘এই হাদিস থেকে এটা প্রমাণিত হলো যে–তাহাজ্জুদের কাযা আদায় করা যায় এবং তা শরিয়াহ-সম্মত। যদি কেউ ঘুমের তীব্রতা, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে রাতে তাহাজ্জুদ

আদায় করতে না পারে, তাহলে সে সকালে তা আদায় করে নিবে। এতে রাতে আদায়ের মতোই সে সাওয়াব লাভ করবে।

ইমাম কুরতবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এটা (তাহাজ্জুদ কাযা আদায়ের সুযোগ রাখা) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে মহা অনুগ্রহ! তবে, এই অনুগ্রহ পাওয়া যাবে যদি 'তাহাজ্জুদের নিয়তে' ঘুমিয়েও বান্দা তা আদায় করতে না পারে।

ফজরের নামাজের কিছুক্ষণ আগে উঠলেই আমরা তাহাজ্জুদের মত উত্তম ইবাদতের সামিল হতে পারবো।অনেকগুলো উপায়ে আমরা তাহাজ্জুদ পড়ার বিষয়ে উৎসাহ লাভ করতে পারেন। তারমধ্যে অন্যতম একটা হলো–আল্লাহর রাসুলদের, সাহাবিদের, তাবিয়িদের, উম্মাহাতুল মুমিনীন সহ, গত হয়ে যাওয়া আল্লাহর সালিহীন বান্দাদের তাহাজ্জুদের ঘটনাগুলো বেশি বেশি পড়া। পরিবারের ঘরের কাউকে সঙ্গি করে নিয়ে পরিকল্পনা সাজানো। একেকদিন একেক জন দায়িত্ব নিবেন ঐদিন কে সজাগ করার দায়িত্বে থাকবে। প্রতিযোগিতা করা, ছোট্ট হাদিয়া বরাদ্দ রাখতে পারেন। আল্লাহর কাছে বেশি বেশি চাওয়া যাতে তিনি আমাদের তাহাজ্জুদ গুজারী হিসাবে কবুল করেন, আমরা গরীব-পাপী আল্লহার দয়া ছাড়া এতো বড় নিয়ামত পাওয়া সম্ভব নয়। শেষ রাত্রির বাতাস নির্মল,কারণ তখন কোনো ঝালেমের নিশ্বাস থাকেনা।

.

- জামাতে নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে ধোঁকা

জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় না করাও শয়তানের কারসাজি। মুসল্লির জামাতে শরীক হওয়ার জন্য চলার প্রত্যেক পদে পদে আল্লাহ তাআলা নেকি ঘোষণ করেছেন। শয়তান এটা কখনই চায়না এতগুলো অতিরিক্ত সওয়াব বোনাস পেয়ে কেউ জামাতে শরীক হোক। বিশেষ করে ফজর আর ইশার সলাতে শয়তানের মায়াবী ধোঁকা বেশি থাকে। এতো সকালে কিংবা এতো রাতে মসজিদে যেতে অনিহা দেখায়। একদিন ঘরে আদায় করে নেই কিছু হবেনা। অনেক জনকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে রাখে, এবং এমন মূহুর্তে বিছানা ছেড়ে উঠেন নামাজের ওয়াক্ত শেষের কয়েক মিনিট বাকি। হয়তো মসজিদের জামাআতও শেষ। এমন বিভিন্ন কারসাজি করে থাকে শয়তান। মূল উদ্দেশ্য একটাই জামাআতে শরীক হতে বাঁধা দেয়া। অথচ হযরত মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিরাহ থেকে আমরা পাই নবীজি (সা.) অসুস্থ ও দুর্বল অবস্থাতেও জামাআতে নামাজের জন্য কতটা তৎপর ছিলেন। আমরা জানি উমর বিন কাত্তাব (রা.) যেদিন ছুরি দ্বারা আহত হয়েছিলেন সেই অবস্থাতেও রক্তাক্ত অবস্থায় জামাআতের প্রতি উনার ভালবাসা কতটুকু ছিল! সাহাবীগণ নামাজের জামাআতের জন্য কতটা আগ্রহপ্রবণ ছিলেন! অথচ শয়তান আমাদেরকে এগুলো ভুলিয়ে রাখে। ধোঁকার খোলসে বেষ্টন করে রাখে।

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
"জামাআত সহকারে নামাজ একাকী নামাজের চেয়ে সাতাশগুণ বেশি উত্তম। "(সহিহ মুসলিম-৬৫০)

অন্য একটি হাদিসে এসেছে, "মুসলমান যখন উত্তম রূপে অযু করে নামাজ পড়ার জন্য মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়, তখন প্রতি কদমে একটি করে মর্তবা বুলন্দ হয় এবং একটি করে গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। নামাজি ব্যক্তি নামাজ শেষ করার পর যতক্ষণ পর্যন্ত নামাজের জায়গায় অবস্থান করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেস্তারা এই বলে দোয়া করতে থাকবেন, হে আল্লাহ! এই ব্যক্তির উপর রহমত বর্ষণ করুন,তার প্রতি দয়া করুন। আর তোমরা (মসজিদে প্রবেশের পর) যতক্ষণ পর্যন্ত নামাজের অপেক্ষায় থাকবে সেই সময়টাও নামাজের অন্তর্ভুক্ত ধরা হবে।" (সহিহ বুখারি-৬৪৭)

জামাআতের সাথে নামাজ পড়তে আগ্রহী ব্যক্তির জন্য রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নতের সুসংবাদ দিয়েছেন।
হাদিসে এসেছে, "যে ব্যক্তি জামাআতের সাথে নামাজ পড়ার জন্য সকাল বা সন্ধ্যায় মসজিদে গমন করে, যে যতবারই গমন করে, প্রতিবারেই আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য জান্নাতে মেহমানদারির ব্যবস্থা করেন।" (সহিহ বুখারি-৬৬২)
জামআত ছেড়ে দেয়া কতটা জঘণ্যতম পাপ যে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাআত তরক কারীদের ঘরবাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দেয়ার ইচ্ছে পোষণ করেছেন!

- নামাজের প্রতি অনিহা

নামাজের ব্যাপারে শয়তানের তৎপরতা অনেক : প্রথমে সে চেষ্টা করে মানুষকে নামাজ থেকেই বিরত রাখতে। এটা করে সে নামাজকে তার কাছে ভারী হিসেবে উপস্থাপন করা এবং নানা অহেতুক কাজ ও গোনাহে তাকে ব্যস্ত রাখার মাধ্যমে। শেষ জীবনে সব নামাজ পড়বো এখন থাক এমন চিন্তা স্মরণে দেয়।

যেমন আল্লাহ বলেছেন,
 ‘শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে তোমাদের বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখন ও কি নিবৃত্ত হবে?’ (সুরা মায়িদা : ৯১)

সে দ্বিতীয় চেষ্টা করে আগেভাগে নামাজে যেতে মোমিনের সদিচ্ছা নষ্ট করে দিতে : তার সামনে নামাজ বিলম্ব করা ও দেরিতে পড়ার সুন্দর যুক্তি তুলে ধরে। প্রতারণা করে সে তাকে ওয়াক্ত দীর্ঘ হওয়া এবং সুযোগ প্রসারিত হওয়ার আশা জোগায়।

শয়তান তার সর্বোচ্চ চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে দেয় মানুষের নামাজে : কারণ, নামাজ মোমিনের নিদর্শন। তার সাফল্য ও কল্যাণের নিয়ামক। আর নামাজের সেরা অনুষঙ্গ হলো সিজদা, যা আল্লাহ তায়ালার সামনে সর্বোচ্চ বিনয় ও সমর্পণের প্রকাশ। এ বিনয় দেখাতেই তো ইবলিস অস্বীকার করেছিল সৃষ্টির সূচনায়। যার ফলে আল্লাহ তাকে চূড়ান্ত লাঞ্ছিত করেছেন এবং তার জন্য নিরন্তর লাঞ্ছনা ও পরিতাপ অবধারিত করে দিয়েছেন। তাই রবের সামনে আদম সন্তানের সিজদা এবং তার প্রতি বিনয় প্রকাশকে আল্লাহ বানিয়েছেন শয়তানের হাস্যকর সেই দম্ভ জাহিরের জন্য পরিতাপ ও আফসোস জাগানিয়া।

যেমনটি উল্লেখ হয়েছে আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদিসে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

'বনি আদম যখন সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করে সিজদায় যায়, শয়তান কাঁদতে কাঁদতে দূরে সরে পড়ে এবং বলতে থাকে : হায়রে আমার দুর্ভাগ্য! বনি আদম সিজদার জন্য আদিষ্ট হলো। তারপর সে সিজদা করল এবং এর বিনিময় তার জন্য জান্নাত। আর আমাকে সিজদার জন্য আদেশ করা হলো; কিন্তু আমি তা অস্বীকার করলাম, ফলে আমার জন্য জাহান্নাম।' (বর্ণনায় মুসলিম)।

প্রিয় পাঠক, নামাজ, তাহাজ্জুদ, জামাআতে শরীক হওয়া আল্লাহ প্রদত্ত বারাকাহ, মুখে মুখে চাইলেই পাওয়া যায়না, খাস মনে অনুভব করতে হবে,আল্লাহর কাছে চাইতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে এগুলো অভ্যস্ততার জন্য। ইবাদাত, নামাজ বুড়ো বয়সে করার বিষয় না! এটা শয়তানের বুলি ছাড়া কিছুইনা,কত ভাই বোন যে শিশু বয়সেই মারা যায়,কতজন যৌবনেই পরপারে চলে যায়! সবাই কি বুড়ো হওয়া পর্যন্ত হায়াত পাবে কিনা এটা তো নিশ্চিত না। আপনার বাচ্চাকে ছোট বেলা থেকেই নামাজ ইবাদত শিক্ষা দিন। যেই বাচ্চা পিচ্চি কাল থেকে বাবাকে মাকে নামাজে দেখেনা,ডিসকো গান আর ক্লাবে দেখে অভ্যস্থ সে কি করে বুঝবে তার আসল দ্বীন কি?!

- ফরজের চেয়ে নফলে প্রাধান্য দেয়া

শয়তানের ধোঁকা দেয়ার আরেক পথ হলো ইবাদতে দ্বিধা সৃষ্টি করা। বান্দা সহীহ কুরআান পড়তে জানেনা,কিন্তু ইসলামিক গানে মন জমায়! বান্দা বিশেষ দিন/রাত বলে সারা রাত নফল নামাজের তদবির করে কিন্তু ফজর কাটায় ঘুমিয়ে! গ্রামাঞ্চলে এমন অনেক কুপ্রথা আছে যা বাচ্চাদের সৃজনশীল মনকে বুয়া তথ্য দিয়ে ভরে তুলে। আবার দেখেন,সারাদিন না খেয়ে

অপেক্ষা করেন ১ টা রোজা, ১ ফরজ পালনে কিন্তু দিনে ৫ ওয়াক্ত নামাজ ৫ ফরজে অনেকের খবর নেই!

 কুরআন পড়া, গুরুত্ব ও ফজিলত, শয়তানের ধোঁকা এবং আমাদের করণীয়

মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। এসকল নবী -রাসূলদেরকে গাইডবুক হিসেবে সহীফা ও কিতাব দিয়েছেন। এসব কিতাব সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ কিতাব হচ্ছে আল-কোরআন। পূর্ব পূবর্বর্তী কিতাবসমূহের উপরে ঈমান আনা এবং আল-কোরআনকে মেনে চলা মুসলিমদের উপরে আল্লাহ তায়ালা ফরজ করেছেন। আল-কোরআন এসেছে বিশ্ব মানবতাকে হিদায়াতের সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্য।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ‘রমযান মাস, যাতে কোরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদের্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে।’ (সূরা আল-বাকারা-১৮৫)

আল-কোরআন শিক্ষা করা ফরজ আল-কোরআনের প্রথম বাণী হচ্ছে, ‘পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।’ (সূরা আলাক-১)

এখানে ইক্বরা, অর্থ: পড়ো। এ আয়াতের মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলিমকে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন তোমরা জানার জন্য, বোঝার জন্য এবং সঠিকটা মেনে চলার জন্য পড়া-লেখা করো, অধ্যয়ন করো। অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তায়ালা ফরজ করে দিয়েছেন।

আর এটার বাস্তব নির্দেশ দিয়েছেন রাসূল (সা.)।আল-হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, ‘হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলসূ (সা.) বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপরে ফরজ।’ (সূনান ইবনে মাজা)

জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি আল-কোরআন শিক্ষা করাও প্রত্যেক মুসলমানের উপরে আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন। রাসূল (সা.) এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

রাসূলসূ (সা.) বলেছেন, তোমরা কোরআন ও ফারায়েজ (উত্তরাধিকার আইন) শিক্ষা করো এবং মানুষদেরকে শিক্ষা দাও কেননা আমাকে উঠিয়ে নেয়া হবে।’ (সূনা সূ ন আত-তিরমিযি)

তাই, আমাদের উপরে কর্তব্য আল-কোরআন ও ইলমে ফারায়েজ (উত্তারাধিকার আইন) শিক্ষা করা এবং এর আলোকে জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্র পরিচালনা করা। আল-কোরআন শিক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত আল-কোরআন অধ্যয়ন করা, কোরআন জানা-বোঝার চেষ্টা করা পৃথিবীর সকল কাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাজ। কারণ এ কোরআনের মধ্যে রয়েছে মানুষের জীবন পরিচালনা পদ্ধতি, হিদায়াতের সঠিক পথ। প্রত্যেক কাজ শুরু করার সময় রাসূল (সা.) বিসমিল্লাহ পড়ে

(আল্লাহর নাম নিয়ে) শুরু করার কথা বলেছেন। তবে যেকোনো কাজ শুরু করার আগে 'আউযুবিযু ল্লাহি মিনাশ শাইতারিজ রাজীম' অর্থাৎ শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেননি। তবে একটি কাজ করার আগে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন, সেটা হলো আল-কোরআন তিলাওয়াত বা অধ্যয়নের সময়।

এ সম্পর্কে আল-কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'সুতরাং যখন তুমি কোরআন পড়বে তখন আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান হতে পানাহ চাও।' (সূরা আন-নাহল-৯৮)

হাদিস হতে কিছু কথাঃ-

রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ

'যে কুরআন শরীফ শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয় সে-ই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।' বুখারী

মুসলিম শরীফে আছে :

اَفَلَا يَغْدُوْا اَحَدُكُمْ اِلٰى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمُ مِنْ كِتَابِ اللهِ اٰيَتَيْنِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٌ خَيْرٌلَّهُ مِنْ ثَلَاثٍ وَاَرْبَعٌ خَيْرٌلَّهُ مِنْ اَرْبَعٍ وَمِنْ اَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْاِبِلِ.

"তোমাদের মধ্যে কেহ মসজিদে গিয়ে কুরআনের দুইটি আয়াত কেন শিক্ষা লাভ করে লয় না? কুরআনের দুইটি আয়াত শিক্ষা করা দুইটি উট অপেক্ষা অধিক ভাল। এইরূপে তিনটি আয়াত তিনটি উট অপেক্ষা এবং চারটি আয়াত চারটি উট অপেক্ষা অধিক ভাল। এমনিভাবে যত সংখ্যক আয়াত হবে, তত সংখ্যক উট হতে অধিক ভাল।"

আল কোরআনের এ বক্তব্য থেকে জানা যায়, শয়তান সকল কাজেই বান্দা কে কুমন্ত্রণা দেয়। তবে কোরআন অধ্যয়নের সময় শয়তান সবচেয়ে বেশি কুমন্ত্রণা দিয়ে মনোযোগ নষ্ট করার চেষ্টা করে। কুরআনের ত্বলিব ত্বলিবাদের নানান বিষয়ে ধোঁকায় ফেলার প্রচেষ্টা চালায় শয়তান। পড়াশোনায় মনোযোগ ভ্রষ্ট করা, উদাসীনতা বাড়ানো,নিরুৎসাহিত করে তুলার চেষ্টা করে। কোরআনের কথা যেন মানুষ বুঝতে না পারে, সে জন্য শয়তান শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করতে থাকে। মুসলমানরা কোরআন থেকে দূরে সরে থাকলে শয়তান বেশি খুশি হয়। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা কোরআন অধ্যয়নের সময় শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলেছেন। এজন্য আমাদের উচিত আল কোরআন জানা ও বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করা। হিদায়াতের একমাত্র কিতাব।

ল-কোরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবাতার জন্য হিদায়াতের একমাত্র কিতাব। এই কোরআনই বিশ্বের সক

মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে, হিদায়াতের আলোয় আলোকিত করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

'নিশ্চয় এ কোরআন এমন একটি পথ দেখায় যা সবচেয়ে সরল এবং যে মুমিনগণ নেক আমল করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরপুস্কার। আর যারা আখিরাতে ঈমান রাখে না আমি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।'
(সূরা বনি ইসরাইল ৯,১০)

'অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাঁর অনুমতিতে তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন। আর তাদেরকে সরল পথের দিকে হিদায়াত দেন।' (সূরাঃআল মায়েদা ১৫,১৬

আল কোরআন ছাড়া অন্য কারো কাছে হিদায়াত অন্বেষণ করা যাবে না। কেউ এটা করলে আল্লাহ নিজে তাকে গুমরাহ করে দিবেন ।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'যে ব্যক্তি কোরআন ছাড়া অন্য করো কাছে হিদায়াত চাইবে, আল্লাহ তাকে
পথভ্রষ্ট করে দিবেন।' (সূনান আত তিরমিযি)

অতএব, আমাদের জীবন চলার পথে ইসলামকে সঠিকভাবে জানার জন্য হিদায়াতের একমাত্র কিতাব আল কুরআন অধ্যয়ন রাখতে হবে।

কুরআন শরীফের আয়াত উট অপেক্ষা অধিক ভাল, ইহা বুঝতে বেশী কিছু চিন্তার দরকার হয় না। কারণ, উট তো একমাত্র দুনিয়াতেই কাজে আসে, আর কুরআনের আয়াত দুনিয়া ও আখেরাত দু-জাহানে কাজে আসে। এখানে উটকে উদাহরণ স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, আরব দেশের লোকেরা উটকেই বড় সম্পত্তি মনে করে, নতুবা একটি আয়াতের পরিবর্তে সমগ্র বিশ্বেরও কোন মূল্য হয় না।

এই হাদীস দ্বারা এই উপদেশ লাভ করা যায় যে, সমস্ত কুরআন শরীফ না পড়তে পারলেও যতটুকু পড়না কেন ততটুকুতেই বড় ফযীলত ও অতি বড় নেয়ামত।

হাদীসে আছে-

اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَتَعْتَعُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَّهٗ اَجْرَانِ .بخارى

'যে ব্যক্তি স্পষ্টভাবে অনায়াসে কুরআন শরীফ পড়তে পারে সে ব্যক্তি ঐ সমস্ত ফেরেশতাদের সঙ্গী হবে, যাঁরা বড়ই পবিত্র, বড়ই সম্মানী এবং যারা লোকের আমলনামা লিখেন। আর যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়ে, কিন্তু মুখে বাধবাধ ঠেকে এবং বড়ই কঠিন বোধ করে, সে-ও দ্বিগুণ সওয়াব পাবে।' দ্বিগুণ সওয়াবের কারণ এই যে, শুধু পাঠ করার জন্য এক সওয়াব পাবে, আর পড়ার সময় কষ্টের কারণে যে বিরক্ত হয়ে পড়া ক্ষান্ত না করে পড়তে থাকে, তজ্জন্য আর একটি সওয়াব পাবে। -বুখারী শরীফ

যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ ভালমত পাঠ করতে না পারা সত্তেও বিরক্ত হয়ে পাঠ ছেড়ে দেয় না, তার জন্য এই হাদীস কত বড় খোশখবরী (সুসংবাদ) দেওয়া হয়েছে যে, তাকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হবে।

অন্য হাদীসে আছে-

اِنَّ الَّذِىْ لَيْسَ فِىْ جَوْفِه شَىْءٌ مِّنَ الْقُرْاٰنَ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ .ترمذي

'যাহার সিনার মধ্যে (অন্তরে) একটুও কুরআন নাই, সে যেন একখানা উজাড় ঘর।'

(তিরমিযী)

কোনো মুসলমানের অন্তরই কুরআন শূণ্য থাকা চাই না। হাদীসে আছে,

مَنْ قَرَأَ مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا لَا اَقُوْلُ الٓمٓ حَرْفٌ بَلْ اَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ .ترمذي

'যে ব্যক্তি (আল্লাহর কিতাব) কুরআন শরীফের একটি অক্ষর পড়ে, সে একটি নেকি পায়, আর প্রত্যেক নেকি দশ নেকির সমান (এই হিসাবে প্রত্যেক অক্ষরে দশ নেকি করে পাওয়া যায়)। আমি এ কথা বলি না যে, 'আলিফ লাম মীম' এক অক্ষর; বরং 'আলিফ' এক অক্ষর, 'লাম' এক অক্ষর এবং 'মীম' এক অক্ষর। (তিরমিযী)

এর দৃষ্টান্ত এই যে, যদি কেউ 'আলহামদু' পড়ে, তবে এর পাঁচটি অক্ষরের পঞ্চাশ নেকি পাবে। আল্লাহু আকবার! কত বড় ফযীলত। সুতরাং সামান্য একটু কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করে যে এত বড় ফযীলত হাসিল না করবে, তার উপর বড়ই আক্ষেপ।

রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ اُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ اَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِىْ بُيُوْتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيْكُمْ فَمَاظَنُّكُمْ بِالَّذِىْ عَمِلَ بِهٰذَا.

'যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়েছে এবং উহার হুকুমের উপর আমল করেছে, তার মাতা পিতাকে কিয়ামতের দিন এমন একটি তাজ (মুকুট) পরান হবে, যার আলোক সূর্যের আলোক হতে অধিকতর উজ্জল হবে- যে আলোক দুনিয়াতে যে সূর্য যখন তোমাদের মধ্যে আসে, তখন তোমাদের ঘরের মধ্যে হয় অর্থাৎ, সূর্য যখন কাছে আসে, তখন তোমাদের ঘরের মধ্যে কত আলো হয়, সেই তাজের আলো ইহা অপেক্ষাও অধিক হবে। যখন মাতা-পিতার এত বড় মর্তবা হবে, তখন যে ব্যক্তি স্বয়ং কুরআন শরীফ পড়বে ও তদনুযায়ী আমল করবে, তার সম্বন্ধে তোমাদের কি ধারণা? অর্থাৎ, তার মর্তবা অসীম ও অতুলনীয়।'

ছেলে মেয়েদেরকে যদি সময়াভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ শিক্ষা না ও দেওয়া যায়, তবে (পারা বা সূরা) যতটুকু হউক না কেন, তাই শিক্ষা দেওয়া নেহায়েত দরকার। যদি হিফজ করতে পারে, তবে তো অফুরন্ত ফযীলত।

অনেক মুসলমান নিজের সন্তানকে দ্বীনি শিক্ষার পরিবর্তে জাগতিক শিক্ষা দেওয়াটা অধিক গুরুত্ব ও গৌরবের বিষয় মনে করে। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কুরআন সহীহ-শুদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য করা হয় না, একই সাথে কুরআনের প্রতি আদবের শিক্ষার বিষয়টিও গুরুত্বহীন।

বর্তমানে মুসলমানদের ঘর ও মসজিদ তিলাওয়াত শূন্য হয়ে গেছে। গুনাহের আসবাব দ্বারা ঘর,দোকানপাট ভরে গেছে। হিদায়াতের এই কিতাব আল -কোরআন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপরে ফরজ করা হয়েছে। অথচ সমাজের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় পরিবার বাচ্চার কুরআন শিক্ষায় এতটা তদবির করেননা যতটা জেনারেল পড়াশোনার জন্য করেন। অনেক ছেলেমেয়ে জেনারেল লাইনে উচ্চ শিক্ষিত কিন্তু আফসোসের বিষয় তারা কুরআন পড়তে পারেনা!!

একসময় মুসলমানদের ঘরবাড়ি থেকে কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ আসত। সেখান থেকে এখন আসছে গান বাদ্যের আওয়াজ। ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি ও বরকতের জন্য কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত করা হতো। এখন দোকানপাটে টি.ভি. ও ভি. সি.ডি. এবং বাদ্য বাজনার মাধ্যমে উন্নতি কামনা করা হয়। মসজিদে কুরআন মাজীদ থাকলে তা তালাবদ্ধ আলমারিতে রাখা হয়। অনেক স্থানে শুধু ব্যবস্থাপনার কারণে তিলাওয়াতের সুযোগ হয় না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, মসজিদে বা ঘরে কুরআনকে ধরা ছোঁয়ার কেউ নেই।

অথচ মসজিদে কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত সম্পর্কে হযরত উকবা ইবনে আমের রাযি. থেকে, বর্ণিত, তিনি বলেন-

" আমরা মসজিদে নববীর সুফ্ফায় বসা ছিলাম। এমন সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে কে ইহা পছন্দ কর যে, সকাল বেলা বতহান বা আকীক নামক বাজারে যেয়ে কোন রকম গোনাহ ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না করে দু' টি অতি উত্তম উটনী নিয়ে আসবে? সাহাবায়ে কেরাম রাযি. আরজ করলেন, ইহা তো আমাদের সকলেই পছন্দ করবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মসজিদে গিয়ে দু' টি আয়াত পড়া বা দু' টি আয়াত শিক্ষা দেওয়া দু' টি উটনী হতে এবং তিনটি আয়াত তিনটি উটনী হতে এমনিভাবে চারটি আয়াত চারটি উটনী হতে উত্তম এবং ঐগুলোর সমপরিমাণ উট হতে উত্তম। "(মুসলীম, আবু দাউদ)

রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَظْهَرَهٗ فَاَحَلَّ حَلَالَهٗ وَحَرَّمَ حَرَامَهٗ اَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِىْ عَشَرَةٍ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِهٖ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارَ

'যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়বে এবং তা হিফজ করবে এবং তার হালালকৃতকে হালাল ও হারামকৃতকে হারাম জেনে চলবে, (অর্থাৎ, কুরআনের খেলাফ যেন কোনো আকীদা না হয়। উপরে আমলের কথা বলা হয়েছিল, এখানে আকীদার কথা বলা হলো।) আল্লাহ তাকে বেহেশতে স্থান দিবেন এবং তার আত্মীয়বর্গের মধ্য হতে দশজন লোকের জন্য তার সুপারিশ গ্রহণ করবেন যাদের জন্য দোযখ সাব্যস্ত হয়ে ছিল।' তিরমিযী

এই হাদীসে কুরআন শরীফ হিফজ করার ফযীলত আরো বেশী বর্ণনা করা হয়েছে। আর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী মা-বাবা। অতএব, মা বাবার জন্য যে সুপারিশ ও বখশিশ হবে, তাতে কোনোই সন্দেহ নাই। নিজের ছেলেকে হাফেজ বানাবে যে কত বড় ফযীলত তা এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়।

রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَءُ كَمَا يَصْدَءُ الْحَدِيْدُ اِذَا اَصَابَهُ الْمَاءُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ !وَمَا جِلَاتُهَا؟ قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ .بيهقى

'পানি লাগলে লোহায় যেরূপ মরিচা ধরে, সেই রকম মানুষের দিলেও মরিচা ধরে। (মজলিস হতে) আরজ করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সেই জিনিস কি যাদ্বারা দিলকে সাফ করা যায়? রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, মৃত্যুকে বেশী স্মরণ করলে এবং কুরআন শরীফ পড়তে থাকলে। (দিল সাফ থাকে, মরিচা ধরে না)।' -বায়হাকী

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَفِيْنَا الْعَرَبِىُّ وَالْعَجَمِىُّ فَقَالَ اقْرَؤُوْا فَكُلٌّ حَسَنٌ

'হযরত জাবের রাযি. হতে বর্ণিত আছে যে, একবার রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এমতাবস্থায় তাশরীফ আনলেন, যখন আমরা কুরআন শরীফ পাঠ করছিলাম, তখন আমাদের মধ্যে পাড়াগাঁয়ের লোকও ছিল। (আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আরবী লোক ছিল, তারা কুরআন শরীফ শুদ্ধভাবে পড়তে পারত, আর কয়েকজন পাড়াগাঁয়ের লোকও ছিল, যারা শুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ পড়তে পারত না।) হযরত বললেন, পড়তে থাক, সবই ভাল।'

অর্থাৎ চেষ্টা করতে থাক যদি তা সত্ত্বেও ভালো পড়তে না পার তাতে মন ছোট করো না, আর যারা ভালো পড়তে পারে, তারা যেন তোমাদেরকে ঘৃণা না করে। (আল্লাহ তা 'আলা দিল দেখেন।) একথা দ্বারা বুঝা গেল যে, 'জবান (মুখ) সাফ নয় বা বয়স বেশি হয়ে গিয়েছে, এমতাবস্থায় সহীহ করে (শুদ্ধ করে) পড়তে পারা যাবে না, সুতরাং সওয়াব কি হবে? বরং গোনাহ (পাপ) হওয়ার সম্ভাবনা আছে।' এমন মনে করা উচিত নয়। বরং রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে সান্তনা দিয়ে পড়তে বললেন।

মিশকাত শরীফে আছে-

مَنِ اسْتَمَعَ اِلٰى اٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ كَتَبَتْ لَهٗ حَسَنَةٌ مُّضَاعَفَةٌ وَمَنْ تَلَاهَا كَانَتْ لَهٗ نُوْرًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ

'যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের একটি আয়াত শুনার জন্যও কান লাগাবে অর্থাৎ মনোযোগের সাথে শুনবে, তাকে এমন একটি নেকি (পূণ্য) দেওয়া হবে, যা সর্বদা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। (কতদূর যে বাড়বে তার কোন সীমা নির্দেশ করেন নাই। অতএব, আল্লাহ তা ' আলার রহমতের দরবারে আশা করা যায় যে, ইহা ধারণাতীত বাড়বে।) আর যে ব্যক্তি সে আয়াতটি পাঠ করবে, তার জন্য সেই আয়াতটি কিয়ামতের দিবসে একটি উজ্জল নূর হবে। ' (আহমদ)

কুরআন শরীফ কত বরকতের জিনিস। যদি নিজে পড়তে না পারে, তবে কোনো কুরআন পাঠকের পড়ার দিকে কান লাগিয়ে শুনলেও বিশেষ সওয়াব পাওয়া যায়। হে আল্লাহর বান্দা! ইহা তো কিছুই কঠিন নয়। (এখনও জাগো, আখেরাতের জন্য একটু চিন্তা করো, অলস্য নিদ্রা পরিত্যাগ করো, আর ঘুমে বিভোর থেকো না।)

রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اِقْرَؤُوْا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهٗ يَأْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِّاَصْحَابِه – مسلم

'(হে আমার উম্মতগণ!) তোমরা কুরআন শরীফ সর্বদা তিলাওয়াত করতে থাক; কেননা যারা কুরআন শরীফ সর্বদা তিলাওয়াত করবে, কিয়ামতের দিন কুরআন শরীফ তাদের জন্য সুপারিশ করবে (তাদেরকে দোযখ হতে বাঁচিয়ে দিবে)।'

রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন-

يَجِيْئُ صَاحِبُ الْقُرْاٰنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ يَا رَبِّ حَلِّه فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا رَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسُ حُلَّةُ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ يَارَبِّ اِرْضَ عَنْهُ فَيُرْضٰى عَنْهُ فَيُقَالُ اِقْرَأْ وَارْقَ وَيَزْدَادُ بِكُلِّ اٰيَةٍ حَسَنَةٌ- ترمذى

'কুরআন শরীফ পাঠকারীগণ কিয়ামতের দিবসে যখন আল্লাহর দরবারে আসবে, তখন কুরআন শরীফ বলবে, 'হে আল্লাহ! তাদেরকে সম্মানের লেবাস পরিধান করান। অতঃপর তাদেরকে বড় সম্মানের তাজ পরান হবে। অতঃপর কুরআন শরীফ পুনরায় বলবে, 'হে আল্লাহ! তাদেরকে আরো দিন।' তখন তাদেরকে আরো সম্মানের লেবাস পরান হবে। পুনরায় কুরআন শরীফ বলবে, 'হে আল্লাহ! আপনি তাদের উপর চিরকালের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যান।' অতঃপর আল্লাহ তা 'আলা তাদের উপর চিরকালের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন এবং বলবেন: 'কুরআন শরীফের এক একটি আয়াত পাঠ করো এবং এক একটি উচ্চ দর্জায় আরোহণ করতে থাক।'

অন্য এক হাদীসে এই পড়া এবং উপরের দর্জায় চড়ার বিস্তৃত বর্ণনা এসেছে।

যা এরূপ: 'যে ভাবে দুনিয়াতে তারতীলের সাথে পড়তে সেই রকম পড়তে ও চড়তে থাকো; যে আয়াতে গিয়ে তোমার পড়া শেষ হবে সেখানেই তোমার থাকার স্থান।'

হে মুসলমানগণ!

এই সকল হাদীস খুব চিন্তার সাথে পাঠ করুন। কুরআন শরীফ অমূল্য রত্ন , যত্নের সাথে শিক্ষা লাভ করুন এবং নিজের ছেলে-মেয়েদেরকেও শিক্ষা দিতে চেষ্টা করুন। যদি সহীহ করে পড়তে না পারা যায়, তবে ঘাবরানোর কোনো কারণ নাই। চেষ্টা করতে থাকলেও বহু সওয়াব পাওয়া যাবে। যদি হিফজ (কণ্ঠস্থ) না হয়, তবে দেখে দেখে পড়তে ও পড়াতে থাকবে। তাতে অনেক ফযীলত হাসিল হবে। যদি সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ পাঠ শিক্ষা লাভ করার সময় ও সুযোগ না ঘটে, তবে যারা সম্পূর্ণ কুরআন শিক্ষা লাভ করেছেন তাদের নিকট বসে শুনলেও অনেক সওয়াব পাওয়া যাবে। সকলেরই জানা আছে যে, যে সকল কাজ অত্যন্ত দরকারী তা করাতে সওয়াব পাওয়া যায়, অথচ তা হাসিল করার উপায়গুলি অর্জন করা যেমন জরূরী বা দরকারী, তেমন তাতে অফুরন্ত সওয়াবও নিহিত আছে। অতএব,

কুরআন শরীফ শিক্ষার বন্দোবস্ত করাও নেহায়েত জরুরী এবং তাতে অশেষ সওয়াব আছে। প্রতি গ্রামে মুসলমান ভাইগণ মিলিতভাবে চেষ্টা করবেন, যাতে গ্রামে গ্রামে, মহল্লায় মহল্লায় কুরআন শরীফ শিক্ষার জন্য মক্তব স্থাপিত হয়। সেই মক্তবে ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করা একান্ত দরকার। বয়স্কদেরও কুরআন শরীফ শিক্ষার জন্য কিছু সময় বের করতে হবে। দুনিয়ার সমস্ত কাজ-কর্মের জন্য সময় মিলে, আর আল্লাহর কালাম কুরআন শরীফ শিক্ষার জন্য সময় মিলবে না?

শিক্ষক যদি বিনা বেতনে পাওয়া যায়, তবে ভালই। নতুবা সকলে মিলে চাঁদা করে শিক্ষকের জীবিকা নির্বাহের যোগ্য কিছু সম্বল সংগ্রহ করে দেওয়া দরকার। যে সমস্ত ছেলেরা দারিদ্রতার কারণে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ পড়তে পারে না, তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে দেওয়া আবশ্যক। এই প্রথা বাংলাদেশ ব্যতীত অন্যান্য ইসলামী দেশে এখনও প্রচলিত আছে, যেমন- দেওবন্দ, সাহারানপুর, থানাভবন এবং অন্যান্য মাদরাসায় ছাত্রগণ নিশ্চিন্ত হয়ে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ শিক্ষা করতে পারে। আর ছেলেরা মক্তবে যতটুকু শিক্ষা করবে, ততটুকু তারা বাড়ীর মেয়েদেরকে শিক্ষা দিলে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই কুরআন শরীফ শিক্ষা করতে পারে। যদি কেউ আমপাড়া দেখে পড়তে না পারে, তবে অন্ততপক্ষে কিছু সংখ্যক সূরা মুখস্ত পড়ে নেওয়া আবশ্যক।

কুরআনে কারীমের প্রতি ইমামে আ ‘জমের আযমত আবু হানীফা রহ. ইজতিহাদে সবচেয়ে বড় ও বিজ্ঞ ইমাম ছিলেন। এ কারণে তাকে ‘ইমামে আযম’ বলা হয়। তিনি কুরআন শরীফের বড় আশেক ছিলেন। ছিলেন কুরআনী জ্ঞানের মহাপন্ডিত। কুরআন ও হাদীসের আলোকে ফিক্বের প্রবর্তন করেছেন। তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু ও কোমল হৃদয়ের অধীকারী ছিলেন। ইলম ও আলেমদের তিনি খুবই সম্মান করতেন। কুরআন শরীফের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের প্রতি আন্তরিক অনুভব করতেন। তাদের প্রতি ছিল তাঁর ঐকান্তিক ভালোবাসা। তাঁদেরকে খুশি করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। তাঁদের সেবায় থাকতেন উৎসর্গিত।

একদিনের ঘটনা। তাঁর ছেলে যেদিন শিক্ষকের নিকট পবিত্র কুরআনের সবক শুরু করল, সেদিন তিনি ছেলের শিক্ষকের খেদমতে পাঁচ হাজার দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) উপঢৌকন স্বরূপ পেশ করলেন। এরপর যেদিন তাঁর ছেলে সূরা ফাতিহা শেষ করল, সে দিনও তিনি শিক্ষকের খিদমতে পাঁচ হাজার দেরহাম হাদিয়া স্বরূপ পেশ করলেন এবং অতি নম্রতা ও বিনয়ের সঙ্গে আরয করলেন, “আল্লাহর কসম, যদি আমার নিকট এর চেয়েও বেশি দেরহাম থাকত, তবে অবশ্যই তাও আপনার খেদমতে পেশ করতাম।”

প্রিয় মুসলিম সমাজ! দুঃখজনক হলেও সত্য আমরা যেখানে কুরআন শিক্ষার জন্য সর্বনিম্ন হাদিয়া দিয়ে থাকি শিক্ষকদের! সাধারণ পড়াশোনার শিক্ষকদের প্রাইভেট ফি দিতে সর্বোচ্চ দিয়ে দিলেও, যত কার্পণ্য ইসলামিক শিক্ষার ব্যয় করায়! যে শিক্ষা আপনার আমার জন্য বাধ্যতামূলক,যে শিক্ষা আমাদের জান্নাতের পথে সাহায্য করবে আমরা সেই শিক্ষায় এতটা

অসম্মানজনক অবস্থার জবাবদিহিতা কি বলবো স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার সামনে, উত্তর ভেবে রেখেছেন তো?!
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের উত্তম জ্ঞান আর ইলম দান করুক।(আমিন)

মসজিদ,মাদ্রাসা আর আমাদের সমাজব্যবস্থা

আল্লাহর রসুল বলেছিলেন যে, "আখেরি যুগের মসজিদসমূহ হবে জাঁকজমকপূর্ণ ও লোকে লোকারণ্য। কিন্তু সেখানে হেদায়াত থাকবে না। সে সময় আসমানের নিচে সর্বনিকৃষ্ট জীব হবে আমার উম্মাহর আলেমসমাজ। তারা ফেতনা সৃষ্টি করবে এবং তাদের ফেতনা তাদের দিকেই ধাবিত হবে।" (আলী রা. থেকে বায়হাকী, মেশকাত)
হাদিসটা যতবার পড়ি ততবারই শরীরে শিহরণ আসে ভয়ে,ইয়া আল্লাহ আমাদের সমাজগুলো এখন এমব দৃশ্যে ভরপুর। পাড়া-মহল্লায় মসজিদের সংখ্যা বাড়ছে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে, এটা আল্লাহর ঘর এই সত্য বাক্যটা কতজনের মনে আছে আল্লাহ জানেন! ঝগড়া করে একি এলাকায় আলাদা আলাদা মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে, একসাথে নামাজ পড়বেনা এই জন্য! অথচ জামাতের দিকে তাকান মানুষ নেই মসজিদে! হুগলা,নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ এলাকায় সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইং এর ঘটনা,চাচাতো ভাইয়ের ইমামতিতে নামাজ আদায় করবেনা এমন তর্কে হাতাহাতি হয়,অবশেষে চাচা হার্টএট্যাক এ মারা যান! আমাদের কি চেতনায় নাড়া দেয় না যে আমাদের অবস্থা টা কোনদিকে যাচ্ছে! দুই মাওলানা রেষারেষি করে একি এলাকায় ২ টা মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন,ছাত্রী ভর্তি করা হয় প্রতিযোগিতা দিয়ে! সাধারণ মানুষদের সুদ নিয়ে কিছু বলতে যান,উত্তর দিবে এমন মাওলানা/ হুজুরের কাছে জিজ্ঞেস করেছি,এভাবে এভাবে ঋণ দেয়া যাবে/ নেয়া যাবে,জমি বন্ধক ধানের বিনিময়ে এগুলো সুদ হবে না!!! একটা ছোট্ট প্রশ্ন, মাদ্রাসাটা আপনারা কি উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করছেন?!? শয়তানের মূল লক্ষ্য পূরণের নির্দেশনা আমাদের সামনে, কিন্তু আমরা জেনেও হার মেনে নিচ্ছি! মসজিদ কমিটি গঠিত হয় সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষদের নিয়ে,যাদের বেশির ভাগই থাকে ক্ষমতাবান,সুদখোর,ঘুষখোর! মুয়াজ্জিন নির্বাচিত হয় এসব অযোগ্য ব্যক্তিদের দিয়ে!নিজেদের পছন্দ মতো, তাদের স্বায় দেয়া মানুষদের। প্রত্যেক সালাতের আহ্বান তো মুসল্লীদের কানে আসে কিন্তু তা বেলাল রাদিআল্লাহু আনহু র মত মনে কম্পন সৃষ্টি করেনা! মুয়াজ্জিন নামাজে দাড়ায়,কিন্তু বেশিরভাগ একা একাই নামাজ শেষ করেন, বিশেষ করে ফজর আর এশার নামাজে! শুক্রবার ছাড়া অনেক আদম সন্তান খুব কম মসজিদের পানে যান! সকালে মসজিদ থেকে বাচ্চাদের সুললিত কণ্ঠ খুব কমই শুনা যায়! বার্ষরিক ওয়াজ মাহফিলে বক্তাদের হাতে টপিক ধরিয়ে দেয়া হয়,বক্তা নারী সম্পর্কিত ওয়াজ করেন,আরো অনেক পয়েন্ট নিয়ে বলেন কিন্তু সুদ নিয়ে কিছু বলেননা, জুলুম নিয়ে কিছু বলেননা, খিলাফাহ নিয়ে বলেননা!! অথচ এলাকায় সুদের ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে

এমনভাবে এটা এখন সাধারণ প্রথা এমন ভাবেই ডিসপ্লে করা হয়,নতুন প্রজন্মের কাছে এটা একটা সাধারণ ব্যবসার মাধ্যম মনে হবে,এটা দেখেই বড় হচ্ছে!!

মসজিদগুলো এখন মূর্খ রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে,যেখানে ইলম নাই,সততা নেই,যোগ্য নেতা নেই! অথচ আমাদের প্রাণের রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মসজিদ থেকেই রাজ্যের সব কাজ সম্পন্ন করতেন,রাজ্য পরিচালনা করতেন।

আমি অনেক সাধারণ একজন মানুষ, মসজিদ মাদ্রাসা নিয়ে লিখার মত যোগ্যতা আমার নেই। আল্লাহ আমাকে মাফ করুক। আমাদের সমাজের মাদ্রাসা সংখ্যা অনেক কিন্তু খাস মুসলিম /মুত্তাকী /মুমিন উম্মাহ গড়ে উঠেনা। প্রতি বছর মাদ্রাসা গুলো থেকে কতশত ছেলে মেয়ে ইলম অর্জন করে বার হয় কিন্ত এর প্রভাব পরিবার,সমাজে খুব কম দেখা যায়! সকল মুসলমানদের দায়িত্ব ইসলাম প্রচার করা,শুধু মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের নয়,কিন্তু সমাজের সাধারণ অনেক মানুষ ইসলাম বলতে মাদ্রাসার ছেলে-মেয়েদের, মাওলানাদের কার্যকলাপকেই বুঝে থাকেন। তাদের চাল চলন,কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, জীবন-ব্যবস্থা এসব। দুঃখ জনক হলেও সত্য, আমাদের আলেম সমাজের মাঝে মাদ্রাসা স্থাপনের প্রতিযোগিতা চলে! হাতে গোনা কিছু সংখ্যক মাদ্রাসার ত্বলিব ত্বলিবা ছাড়া বাকিদের মাঝে ইসলাম খুঁজা হতাশার কাজ ছাড়া আর কিছুইনা। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো কাপড়ে আবৃত মেয়েটার পর্দা ঐ মাদ্রাসা যাওয়া আসা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ! বাড়িতে বা অন্য কোথাও অনেকেরই পর্দার বালাই থাকেনা! কথায়,চলায় ত্বলীব ত্বলীবাদের সততা,বিনয়,আল্লাহভীরুতা দেখা মিলেনা! স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের মতই যদি মাদ্রাসার পড়াকে শুধুমাত্র সার্টিফিকেট অর্জনের মাধ্যম করে নেয়া হয়,পড়া যদি শুধুই কিতাবে আবদ্ধ মুখ নিঃসৃত বুলিই হয় তবে তা মনে আলোড়ন তৈরি করবে কীভাবে? জীবনে প্রভাব ফেলবে কীভাবে?

এমন ব্যবস্থা যদি সমাজ সৃষ্টি করে তাহলে এই সমাজে উমার(রা.) মত বীরপুরুষ কল্পনা করা ভুল,সালাউদ্দিন আইয়ুবীর আশা করা ভুল।

মনে প্রশ্ন জাগতে পারে মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষদেরও শয়তান ধোঁকা দিতেই পারে?? আমার অভিমত টা অন্য জায়গায়,,মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষগুলো যদি ধোঁকায় পরে তা শনাক্তকরণ না করে,ভুল রাস্তায় চলতে থাকে তার প্রভাব সাধারণ মানুষের উপর বেশিই পরে। সাধারণ মানুষের কাছে শয়তান তা এমন রোলমডেল হিসাবে উপস্থাপন করে যে উনারটাই ভালোর মানদণ্ড!! একটা টুপি পরিহিত পুরুষ যদি ননমাহরাম/ বেগানা মহিলাদের সাথে রঙ ঢঙে গল্প করে তাহলে সাধারণ মানুষ এক লাইনে বলবে, টুপি পরা মানুষরাই এইরকম!!!

হে আমার দ্বীনি ভাই-বোন! জেগে উঠুন! শয়তান আপনাকে কিসের মোহে আকৃষ্ট করেছে,কিসের আশায় আপনি জান্নাত বিসর্জন দিয়ে দিচ্ছেন। নিজেতো ধ্বংস হচ্ছেন সাথে সাথে এমন ফেতনাগুলোকে নরমালাইজড করে যাচ্ছেন!

মসজিদ মাদ্রাসা আল্লাহর ঘর কোনো দ্বন্দ্ব ফাসাদের জায়গা না। আর প্রতিযোগিতা যদি করতেই হয় তাহলে জান্নাতের পথে কে অগ্রগামী সেই প্রতিযোগিতা করুন।

মসজিদ ঝগড়া ফাসাদ মীমাংসা করার জায়গা,আল্লাহকে পাওয়ার ঘর। মাদ্রাসা টাকা ব্যবসায় টার্গেট না করে, খাস উম্মাহ গড়ে তুলতে শরীয়া মুতাবেক গড়ে তুলুন। খাস উম্মাহর সাথে সাথে জান্নাতুল ফেরদৌসের জমি বায়না দিন।

নিজের দেহ, পোশাক, সাজ, চলাফেরা ও কথাবার্তায় আকর্ষণ ও অ্যাটেনশন লাভের মনোবাসনা কিংবা ছাপ থাকা। এটি তাবাররুজের (বেপর্দা) ভয়াবহ একটি বৈশিষ্ট্য, যেখানে অনেক বাহ্যত বোরকা, হিজাব ও নিকাব পরিধানকারী নারীও আটকে যায়।ইবলিস এই বিষয়ে উম্মাহর নারীদের মাঝে কনফিউশান সৃষ্টি করে,অনীহা সৃষ্টি করে,শীতিলতার সুযোগ বাতিয়ে দেয়! এই বৈশিষ্ট্যটিও কুরআন-সুন্নাহর একাধিক বাণী দ্বারা প্রমাণিত।

যেমন আল্লাহ তাআলা এক আয়াতে বলেছেন,
وَ لَا يَضۡرِبۡنَ بِاَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِيۡنَ مِنۡ زِيۡنَتِهِنَّ
'আর তারা যেন নিজেদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে।'

[সুরা নুর, আয়াত ৩১]

এই আয়াতে পায়ে নূপুর ইত্যাদি পরিহিত নারীকে সজোরে পদচারণা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ সজোরে পদচারণা করলে এর শব্দ পুরুষের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। এই আয়াতের মূল ফলাফল হলো মনোযোগ আকর্ষণ বা অ্যাটেনশনের সুযোগ তৈরি হওয়া। অনুরূপ হাদিসে এসেছে, 'সুগন্ধি মেখে ঘর থেকে বের হওয়া মহিলার জন্য বৈধ নয়। যে এ রকম করে, সে ব্যভিচারিণী।'

এই হাদিসের মর্মের দিকেও যদি আমরা গভীর দৃষ্টিপাত করি, তাহলে দেখা যাবে এর মূল বিষয় হলো আকর্ষণ লাভ। সুগন্ধির রেশ নাকে আসা মাত্রই পুরুষের ভেতর একটা মনোযোগ বা অ্যাটেনশন তৈরি হয়।

প্রসিদ্ধ আরেক হাদিসে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই শ্রেণির জাহান্নামিদের কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে এক শ্রেণির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'যারা (পরপুরুষকে) আকর্ষণকারী ও (পরপুরুষের প্রতি) আকৃষ্ট।'

এই হাদিস থেকে আকর্ষণের মনোবাসনা থাকার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। এজন্য নারীর চলাফেরা, কথাবার্তা, পোশাকআশাক ও কাজকর্মে যদি আকর্ষণ ও মনোযোগ লাভের মনোবাসনা কিংবা সুযোগ বা ছাপ থাকে, তবে সেটাও তাবাররুজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। যেমন রাস্তাঘাটে অট্টহাসি দেয়া, পরস্পর জোরে জোরে কথা বলা, ধাকাধাক্কি-হাসিঠাট্টা করা এসব কাজ অন্যদের এটেনশন সৃষ্টি করে। ফলে এই ধরণের কর্ম তাবাররুজের একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমিনব রহিমাহুলাহ বলেন, " তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে বাজারে ও রাস্তা-ঘাটে তারা পুরুষের মতে দৌড়ে ও বেধড়ক হাঁটতে থাকে। এমনকি অনেক সময় দেখতে পাবে, অনেক পুরুষও তাদের মতো এ ধরনের হাঁটা হাঁটতে পারবে না। কঠিনভাবে হাঁটা, যমীনে কঠিন আঘাত করা এবং কাউকে পরোয়া না করার কারণে তাকে মনে হবে একজন সৈনিক। অনুরূপভাবে তার সাথী সঙ্গীদের সাথে এমন বড় আওয়াজে হাঁসি ঠাট্টা ও কথা-বার্তা বলে যা কেবল ফিতনাকেই উসকিয়ে দেয়। এ ছাড়াও তারা দোকানে গিয়ে দোকানদারদের সাথে দ্বিধাহীন কেনা-বেচা করা, তাদের সাথে হাসাহাসি করা এবং নানা ধরনের অন্যায়-অনাচারে জড়িয়ে পড়ে। এ ধরনের মহিলারা নিঃসন্দেহে সত্য বিমুখ। আমরা আল্লাহর কাছে সুরক্ষা চাচ্ছি।

অনেকেই বলাবলি করে থাকে- মেয়েরা নাকি নিজের ঘর, তারপর স্বামীর ঘর, তারপর কবরে নিরাপদ!

মেয়েরা এই পৃথিবীতে স্বামীর ঘরেই বেশী নিরাপদ! বাবার ঘরেও মেয়েরা নিরাপদ না এই জমানায়!

মেয়েরা তো এখন স্বামীর ঘরেও নিরাপদ না, স্বামীরা তো নিজের ফ্রেন্ডদের সাথে বউকে ভাগাভাগি করে এখন, মোটা অঙ্কের বিনিময়ে বউকে বিক্রিও করে দেয়,পত্রিকার পাতায় এমন সংবাদও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। বুঝছেন মেয়েরা কোথাও নিরাপদ না, কবরেও না, মৃত লাশকেও ধর্ষণ করেছে এমন নিউজও আমরা আগে পড়েছি! ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ দৈনিক ইনকিলাবের একটা সংবাদ, চট্রগ্রাম মেডিকেলের মর্গে আগত লাশের সাথে বিকৃত যৌনাচারে আটক ডোম!!!

একজন মেয়ে হলো- উম্মাহর ইজ্জত!

যার জন্য আমাদের প্রাণের রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কায়নুকা র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ভারত অভিযান পরিচালনা করেছিলেন! যার জন্য মু'তাসিম বিল্লাহ স্বশরীরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন!

যারা জালেম ছিলেন তারাও , নারীর ইজ্জতের প্রশ্নে পুরো দুনিয়া উল্টাপাল্টা করে দিতেন!

উম্মাহর পুরুষরা যখন থেকে কাপুরুষ হয়ে গেছে তখন বাবার ঘর কি আর স্বামীর ঘরই বা কি, অথবা রাস্তা-ঘাটই বা কি…… নারী কোথাও নিরাপদ না!

নারীর পর্দা নিয়ে কথা উঠলেই একদল তেড়ে উঠে মতামত দেয়া শুরু করে, এটা পর্দা, ঐটা পর্দা,এভাবে থাকলেও ধর্ষন হয় কেন তাহলে এটা সেটা যুক্তি! এক বাক্যে এসব শয়তানী কাজকর্ম। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার দুনিয়ায় থেকে,রিজিক ভক্ষণ করে তাঁর নিয়ম নিয়ে কথা বলার মত দুঃসাহস তাদের হয়,বুক কাঁপেনা!?!?

-- হিজাবী কুইন/পর্দা করে সব করা যায়!

বর্তমান সময়ের কিছু ট্রেন্ডিং লাইনের একটি পর্দা করেও সব করা যায়! নিকাব পরিহিত বোন চোখ মুখের ম্যাকাপ সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়! নামে মাত্র মুখ ডাকার কাপড়ের বেশির ভাগ বিভিন্ন নকশায় মাথার উপরে নকশা করে পিনআপ করা! আজব ব্যাপার হলো এগুলো নারীবাদী আর পাশ্চাত্যের পোষা মন মানসিকতার বস্তাপঁচা বুলি ছাড়া আর কিছুই না। আমাদের বুঝতে হবে পর্দা করা মানেই বোরকা পরিহিত না,নিকাব পরিধান করা না।

আল্লাহ তাআলা নারীকে একথা বলেননি :
‘তুমি হিজাব করো’ !
‘তুমি বোরকা পরো’ !
‘তুমি স্কার্ফ পরো’ !

আল্লাহ তাআলা বলেছেন :
১. মুমিন নারীগণ যেন বেগানা পুরুষের কাছে সৌন্দর্য প্রকাশ না করে!
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
(সূরা নুর : ৩১)

২. তোমরা আদি জাহেলি যুগের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না!
وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ
(সূরা আহযাব : ৩৩)

৩. মূল নিষেধাজ্ঞা সৌন্দর্য প্রকাশ করার বিষয়ে। যে বোরকা-হিজাবের মাধ্যমে সৌন্দর্য প্রকাশ পায়, বলাবাহুল্য সেটাও নিষিদ্ধ। বোরকা-হিজাব এমন হওয়া জরুরী, যাতে সৌন্দর্য প্রকাশ না পায়।

বলাবাহুল্য চেহারাতেই সমস্ত সৌন্দর্য কেন্দ্রীভূত থাকে। কখনো চোখেও। এজন্য দৃষ্টিও অবনত রাখতে বলা হয়েছে। তারমানে বোরকা পরা, নিকাব পরা কোনো বোন যদি টকশোর প্রদর্শনীতে যায়, প্রমোট ভিডিও করে, প্রকাশ্য জিমে যায়, বিভিন্ন রেইস ও খেলায় অংশগ্রহন করে,, অবচেতন না কোনো মনেও তাকে/তাদেরকে দ্বীনি, পর্দা করেন এসব বলার কোনো অবকাশই নেই,যারা সহানুভূতি দেখিয়ে বলার চেষ্টা করে এসব সোজা কথায় ভণ্ডামি, শয়তানের মনোবাসনা প্রতিষ্ঠা করায় তাদের কাজ। অনেক বোনেরা নিকাব পিন ব্যবহার করেন অনেক নকশা করা, এর উদ্দেশ্য কি? অনেক নিকাবের কাপড়ের কপালের উপরের দিকে,মাথার পাশে নকশা করা ফুল, বিভিন্ন আরবি ক্যালিওগ্রাফি করা থাকে, এর উদ্দেশ্য কি?! বর্তমান সময়ে

বোরকা ব্যবসায়ীরাও জমজমাট। হরেকরকমের নকশা করা বোরকা বোনদের শরীরে,যেগুলো পরিধান করা আর না করার কোনো তফাত নেই।

কোনো উত্তর আছে! সব কিছুর পিছনে একটা উদ্দেশ্য থাকেই, এর পিছনের উদ্দেশ্য কি বোন? আপনি/আপনারা ভালো জানবেন অবশ্যই। যদি কোনো কারণে মনে কিঞ্চিৎ চিন্তা হয় এটা সুন্দর লাগার জন্য, তাহলে কি কোনোভাবে এটা পর্দা ধরা যাবে!? অনেক বোনেরা আছেন,বাহিরে যেতে ঝামেলা এড়ানোর জন্য বোরকা পরেন। সর্বোপরি কার নিয়ত কেমন আল্লাহ তাআলা সেটাই দেখবেন।

এখন সিদ্ধান্ত আপনার হাতে আপনি যা চান।

-আচ্ছা ধরেন কেউ একজন নিকাব করে বোরকা পরে, স্কুল বা কলেজের ছেলেমেয়ে একসাথে ভ্রমণে গেল। এটাকি পর্দা বলবেন?! যদিও হাতেও মোজা পরিহিত ! পিকনিক শেষে সেই বড় একটা গ্রুপ ছবি ফেইসবুকে দিয়ে স্ট্যাটাস! আচ্ছা ধরেন নিকাব বোরকা হাত মোজা পরিহিত কেউ অনেক গুলো ছেলে মেয়ের সাথে যুক্ত হয়ে কোনো সংস্থার মানবতার কাজ করে বেড়ায়! কি বলবেন? এটা পর্দা??

--টুপি, পাঞ্জাবি পরিহিত ছেলে,সুন্নতি দাড়িও বাহ্যত আছে,কিন্তু সমানতালে মেয়ে বান্ধবীদের সাথে মেলামেশা করে,কথা বলে! এমন অনেকে আছে প্রেম করে বেড়ায়!আস্তাগফিরুল্লা!
কি বলবেন? শরীয়া সম্মত ভালবাসা!?! চোখ বুলান এমন অনেক দৃশ্য আপনার আমার আশেপাশে ভাইরাসের মত ছেয়ে আছে। আমাদের সমাজ এগুলোকে অভ্যস্ততায় পরিণত করছে প্রতিনিয়ত। এমন একটা অবস্থা এখন যেন এগুলোই স্বাভাবিক! শয়তানের কাজ সব সূক্ষ্ম। ভালো /নেক কিছুর আড়ালে তার সব কারসাজি।
অথচ কুরআনে পুরুষকেও তাদের দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।
--অনেকে মুরুব্বির আসনটা নিয়ে বলতে আসবে বড়দের কথা মানতে হয়! আমাদের সমাজের অনেকে তো আবার বলে থাকেন শিক্ষক বাবার মত, উনার সামনে পর্দা কেন লাগবে!

-- নতুন নতুন যে মা বোন পর্দা করবেন মন স্থীর করেন,তাদেরকে শয়তান দুনিয়ার শতটা অজুহাত দেখাতে থাকে। কি করে সহীহ পর্দা করবো লজ্জা লাগে, অস্বস্তি কাজ করে ইত্যাদি ইত্যাদি। পরিচিত জনরা কি বলবেন,বান্ধবীরা মসকরা করবেন,কীভাবে নিকাব করে স্কুল/কলেজে যাবো,বাহিরে যাবো প্রভৃতি শত অজুহাত নিয়ে দাড় হয় শয়তান। ভালবাসার মা বোন আপনার আমার পর্দা আল্লাহর জন্য, লোকসমাজে কি বলবে তার উপর পর্দা নির্ভর করতে পারেনা,শুধু পর্দা কেনো আল্লহার আদেশের কোনো কিছুই মানুষের মন্তব্যের উপর

নির্ভর করেনা। পর্দা করা ফরজ-বাধ্যতামূলক, এটা চুজ বাই কোনো অপশন নয় যে আমাদের সুবিধা হলে করবো/মনে হলে করবো না হয় না।

হে প্রিয় বোন-ভাই আপনার ইসলামিক লেবাসে সমাজের অনেক সাধারণ মানুষ আপনাকেই ইসলামের কাঠামোতে ধরে নেয়। আপনার নেক সুরতে এমন ত্রুটিপূর্ণ কাজ তাদের মনে ইসলাম নিয়ে নেতিবাচক চিন্তার জন্ম দিতে পারে, এগুলোর দ্বায় নিতে পারবেন তো?
ইসলাম নারীকে লজ্জাশীল হিসাবে দেখিয়েছেন। আমরা মুসা (আ.) জীবনী থেকেও নারীর শালীনতার চমৎকার উদাহরণ পেয়েছি।

--হে বোন আপনার বোরকা পরিহিত ছবিতে যে দ্বীনি ভাই কমেন্ট করেছেন মাশআল্লাহ! জেনে রাখুন সেও আপনার মতই লেবাসধারী!
--হে দ্বীনি বোন কুরআনে আল্লাহ তাআলা মানুষের সুবিধার্থে অনেক বিষয়ে ছাড় দিয়েছেন,কিন্তু তা অবস্থা বেদে। পর্দা করা কষ্টের, এতো গরমে কিভাবে করবে,আল্লাহ বান্দার জন্য এতো কষ্টের কোনো নিয়ম দেয়নি এসব সহাভূতি নেয়ার জন্য, ফালতু যুক্তি। আল্লাহ আসলেই বান্দার জন্য কষ্টের কিছু রাখেনি তবে তা আমরা পেতাম যদি আমার আপনার সমাজটা শরীয়া মোতাবেক হতো, দ্বীনি বোন রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় যদি পরপুরুষের দৃষ্টি অবনত থাকতো, পথ ছেড়ে দিতো!
--হে বোন,ফুল হাতা ব্লাউজ,শাড়ি আর মাথায় সুন্দর হিজাব পড়ে যদি আপনি আপনাকে/পাশের কাউকে শালিন,ধার্মিক ভাবেন তাহলে বুঝতে হবে আমাদের ইসলামকে জানা এখনো হয়নি,চিন্তার মেরামত করতে হবে। শাড়িতে পর্দা হয়না বরং শাড়ি নারীর সৌন্দর্য আরো স্ফুটিত করে।
-হে সমাজ! বোরকা পরিহিত নারীর,চোখে হাইলাইট মাশকারা, কাজল- এটা ফ্যাশন পর্দা না। পাথরের কারুকাজ করা বোরকা পরে বিয়ে / অনুষ্ঠানে যাওয়া যাবে, মাহরাম-নন মাহরাম সমস্যা হবেনা কিন্তু তখন তা আর পর্দা বলা যাবেনা,অন্যকিছু!!!

আল্লাহর জিকির থেকে বিরত রাখায় শয়তানের চেষ্টা,বর্তমান সমাজের কুচিন্তা এবং জিকিরের গুরুত্ব

জিকির হলো কলব এবং রুহের খোরাক। মানুষের শরীরের খোরাক বন্ধ করে দিলে তার যে অবস্থা হয়, জিকির না করলে অন্তরের অবস্থাও তেমন বিপন্ন হয়। আর শয়তান অত্যন্ত সূক্ষ শত্রুতা করে আদম সন্তানকে জিকির থেকে দূরে রাখার,আল্লাহকে ভুলিয়ে রাখতে।
মুমিনের মন জিকিরের সাথে জোড়া মালার মত হবে। সমাজের প্রেক্ষাপটে আমাদের নজরে আসে একদল মানুষ মুসলিমের কথায় জিকিরের ধ্বনি ব্যবহার করাটা নেতিবাচক দৃষ্টিতে

দেখে! সালাম দেয়ার থেকে হাই/হ্যালো তাদের পছন্দের, জবাবে আলহামদুলিল্লাহ বলার থেকে সোজা ভাল আছি বলাটা তাদের কাছে স্মার্টন্যাস!! আশ্চর্যের বিষয় হলো এগুলো আমাদের প্রেক্ষাপট। পাশ্চাত্যের নোংরা সিস্টেম যাদের কাছে ভাল লাগার,তাদের কানে এমন মন প্রশান্তির বাণী শান্তি দিতে পারবেনা এটাই স্বাভাবিক। মুসলিম সন্তানের মুখেও আলহামদুলিল্লাহ শব্দ ব্যবহার করা সংকোচের! ইনশাআল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবর ধ্বনি ব্যবহার করায় জড়তা থাকে পাহাড় সমান! শয়তান যুগের পর যুগ মুসলিম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মরীচিকা র প্রলেপন এমন ভাবে প্রতিষ্ঠা করে,মুসলিম সন্তানের আর নন মুসলিমদের তফাত করা দায় এখন! আল্লাহ মাফ করুক, অনেকে জানেই না কোন জিকির কোন অবস্থায় বলা হয়!

নামাজ শেষে একটু সময় নিয়ে জিকিরে মশগুল হওয়ার সময় আমাদের হয়না,কোনোমতে নামাজ শেষ করেই জায়নামাজ গুছানো হয়ে যায়, সকাল সন্ধ্যায় আমাদের একটু সময় হয়না জিকির করার, দুনিয়ার সব ব্যস্ততা আমাদের, আমরা সব ব্যস্ততার সমাধান খুঁজে হতভম্ব কিন্তু নিজের সৃষ্টিকর্তার সামনে বসার সময় কমে যায়,কোন মতে নামাজ শেষ করলেই দ্বায় শেষ,বিষয়টা অনেকটা এমন ! জায়নামাজের শীতলতা আমাদের মনে কীভাবে যাবে যদি জায়নামাজেই আমাদের তারাহুরো সবচেয়ে বেশি থাকে!!

অথচ জিকির শয়তানকে বিতাড়িত করে, দমন করে, বশীভূত করে। আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করে। অন্তর থেকে পেরেশানি ও দুশ্চিন্তা দূর করে এবং খুশি আনন্দ ও প্রশান্তি যোগান দেয়। অন্তর ও চেহারাকে আলোকিত করে। জিকিরকারীর মাঝে গাম্ভীর্য, সজীবতা ও মিষ্টতা তৈরি হয়। অন্তরে আল্লাহর ভালবাসা, ভয় এবং তাঁর প্রতি বিনয় জন্ম নেয়। অনুরূপ বান্দা আল্লাহ্ তাআলার জিকির করলে আল্লাহ্ তাআলা বান্দাকে স্মরণ করেন।
আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো,আমি তোমাদের স্মরন করব।'(সূরা: বাকারা,১৫২)

"শুনে রাখো, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।" (সূরা: রাদ,২৮)

জাবির রদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, 'যে ব্যক্তি বলবে সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি -তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপণ করা হবে।'
(জামে তিরমিজি ৩৪৬৫)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ কলবের জন্য জিকিরের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'অন্তরের জন্য জিকির তেমন, মাছের জন্য পানি যেমন।'

মুসলিম উম্মাহর মুখনিঃসৃত প্রত্যেকটা শব্দে প্রকাশ পাবে সে মুসলিম, এক আল্লাহর গোলাম। মুমিনের চাল-চলন,কথা-বার্তা, জীবন ব্যবস্থা সবকিছুতেই ইসলাম প্রতিসারিত হবে। এর অর্থই মুমিন। কথায় কাজে এবং মনের স্বীকারোক্তি সব ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মেনে নিবেন। মুসলিম সাক্ষাৎকারে সালাম দিবেন, সালাম-মুসাফাহা (হ্যান্ডশেক) করে তখন একে অপর থেকে পৃথক হওয়ার আগেই তাদের সব গুণাহ মাফ করে দেওয়া হয়। এছাড়া সালামের মাধ্যমে পরস্পরের হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়। অহঙ্কার থেকেও বেঁচে থাকা যায়। সর্বত্র সালামের মাধ্যমে সৃষ্টি হবে একে অপরের মধ্যে ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য।

মুমিন শুকরিয়া জ্ঞাপনে আল্লহার শুকর আদায় করে,আবার বিপদেও আল্লাহর শুকর আদায় করে ধৈর্য ধরে।

ভাল কিছুতে 'আলহামদুলিল্লাহ', ভবিষ্যতে কিছু বুঝাতে 'ইনশাআল্লাহ ', আল্লহর সুন্দর/বিস্ময়ের কিছুতে 'সুবহানাল্লাহ ' বলে।

প্রিয় হাজীরিন! বংশগত ভাবে মুসলিম ঘরে জন্ম নিয়েই মুমিন হওয়া যায় না! ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, জীবনের প্রত্যেক পরতে পরতে ইসলাম দ্বারা সাজানোই হলো একজন মুমিনের লক্ষ্য, আল্লাহ কে রাজি খুশি করা। আমরা জীবনের ফাঁকে ফাঁকে সলাত,জিকির,দোয়া,তেলাওয়াত এসব না নিয়ে এসব আমলের বিরতিতে জীবনের জরুরত সাজাতে পারবো যখন, সেদিন মুমিন হতে পারবো, প্রিয় নবীর (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মত বলে নিজেকে দাবী করতে পারবো। মুমিনের প্রত্যেকটা মূহুর্তের দাম অনেক, জান্নাতগামী ছুটে চলা একদল মুসাফির! ফজর আর ইশার সলাতের পর নির্দিষ্ট সময় আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্যে কাটিয়ে দিন, ভুলে যান দুনিয়ার সব কারণ আপনি স্বয়ং দুজাহানের বাদশাহর সান্নিধ্যে মগ্ন! সুবহানাল্লাহু! কত প্রশান্তিময় কাজ। প্রত্যেক সলাতের পর কিছুটা সময় বেছে নেন জায়নামাজে।

এ বন্ধুর পথে অগ্রগামীদের সাথে শামিল হতে হলে প্রত্যেকটা সময় কাজে লাগাতে হবে। নাহয় যেইদিন হিসাব নিয়ে আল্লাহর তাআলার সামনে দাড়ালে কি জবাব থাকবে সেদিন?

ফেইসবুক সহ বিভিন্ন স্যোসাল সাইট গুলো শয়তানের নেক সুরতে অনেক বড় ফাঁদ

ইসলামিক পোস্ট পড়বো আর লিখবো তাতে তো আর সমস্যা নেই,ফেইসবুকিং তো আধুনিকতা এতে আবার পাপ হবে নাকি! এমন হাজারো নেক সুরতে হালাল পয়েন্ট বান্দার মনে দিবে শয়তান। উদ্দেশ্য ঐ একটাই হারামকে হালাল খোলসে মোড়ানো। কিন্তু এই ফেইসবুকিং কখন আপনার আমার মূল্যবান সময় আত্মসাৎ করে নিচ্ছে, যে সময়গুলো আল্লাহর যিকিরে থাকলে কতটুকু লাভবান হতেন তা কি ভেবেছেন কখনো! ইয়া আল্লাহ। শয়তান বান্দাকে সরাসরি বলবেনা যিকির না করার কথা,ইবাদত না করার কথা। তার কৌশল অত্যন্ত সূক্ষ্ণ ও পরিকল্পনা মাপিক হয়। সে আপনার ইবাদের সময় কেড়ে নিবে,ধীরে ধীরে ইবাদের প্রতি ভালবাসা কমিয়ে আনবে,কোন এক সময় সেই ইবাদত আপনার কাছে অসাধ্য মনে হবে (আস্তাগফিরুল্লাহ)। ইবাদতের প্রতি জড়তা আসবে। এতটাই কি ইসলামিক কাজে ফেইসবুক ব্যবহার করার কথা ভাবছেন, আপনি যখন ফেইসবুকে থাকেন তখন আপানার কথা,কমেন্ট, পোস্টে ইসলাম,নামাজ,হালাল,হক সহীহ বিষয়ক দ্বীনি লেবাস ঘুরতে থাকে,কিন্তু আপনি যখন নামাজে থাকেন তখন,আপনার মন ও মগজে ফেইসবুক ঘুরবে!!

শয়তান অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মানুষকে আস্তে আস্তে পাপের দিকে নিয়ে যায়। আস্তে আস্তে গুনাহর কাজে অভস্ত্য করে। নন মাহরাম তো কি হয়েছে, পোস্টে তো কমেন্ট করায় যায়,ম্যাসেজে কথা বললে তো আর কিছু হবেনা,ডিরেক্ট তো আর কথা হচ্ছে না ইত্যাদি ইত্যাদি নানা সুরতে মনের শীতিলতা বুঝে শয়তান কাজ করে।

- ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস :

অনলাইন সহ বিভিন্ন মাধ্যম,মিডিয়া,সাইডগুলো পরিচালনার জন্য যে ডিভাইস গুলো আজ আপনার আমার জন্য সহজলভ্য : মোবাইল, ট্যাব,ল্যাপটপ,কম্পিউটার প্রভৃতি। একনজরে দেখলে আপনার মনে আসতেই পারে, এইসব ডিভাইস ছাড়াতো আধুনিক বিশ্ব,বর্তমান বিশ্ব কল্পনাই করা যাবেনা! জ্বি, আপনি সঠিক,এতে কোনো সন্দেহ থাকতেই পারেনা। কিন্তু এই চিন্তার মাঝে, প্রাধান্য দেয়ার মাঝে শয়তান আপনার আমার চিন্তায় নেতিবাচক বীজ বপন করে দিচ্ছে তা নিয়ে আমরা কতোজন সচেতন! প্রত্যেকটা ডিভাইসের উপকারী দিক আছে,কিন্তু তা নির্দিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ নিয়মের মধ্যে। মোবাইল ফোন আপনার যোগাযোগ রক্ষার জন্য অদ্বিতীয়। কিন্তু তা কতক্ষণ! যে মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য, সেই ভালবাসার মানুষগুলোকে পাশে রেখে আপনি ফোনে ডুবে থাকতে পারেন। সারাদিন চাকরি জীবনের ব্যস্থতা শেষে বাসায় এসে আপনি মোবাইল, ল্যাপটপ নিয়ে বাকিটা সময় কাটিয়ে দেন! নিষ্পাপ শিশুগুলোকে একটা একটা ডিভাইস দিয়ে ব্যস্ত রাখেন যাতে বিরক্ত না করে! এই ডিভাইসের উপকারিতার সীমা আর কতদূর!!

পাঁচ মিনিটের জন্য ফেইজবুকে লগিন করে কত ঘন্টা কেটে যায় তার হিসাব থাকেনা। মানুষের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস সময়, ফেইজবুক-ম্যাসেঞ্জার,ইউটিউব নির্বিঘ্নে চুরি করে নিচ্ছে, আমরা বেখেয়াল! শয়তান ভাল সুরতের পয়েন্ট দিয়ে যে গাছ রোপণ করছে তার ফল কে ভোগ করছে,করবে! কয়েকজনের লাইক,কমেন্ড, শেয়ার - পারতপক্ষে কি ফায়দা এগুলোর,বরং সময় অপচয় ছাড়া আর কিছুইনা।

যুগান্তর প্রতিবেদনের ১১ জুন ২০২৩, একটা রিপোর্ট প্রকাশ করেন,ইন্টারনেটে আসক্ত ৯১ শতাংশ শিক্ষার্থী শিরোনামে!

ইন্টারনেটের কারণে ৯১ শতাংশের বেশি শিক্ষার্থী মানসিক সমস্যায় ভুগছে। এদের মধ্যে ২৬ দশমিক ১ শতাংশ শিক্ষার্থী মনে করে, তাদের সমস্যার 'পুরোপুরি দায়' ইন্টারনেটের। আর 'মোটামুটি দায়ী' করতে চায় ৫৯ দশমিক ৮ শতাংশ শিক্ষার্থী। বাকিরাও তাদের মানসিক সমস্যার জন্য ইন্টারনেটকে কমবেশি দায়ী মনে করছে। কিন্তু এক্ষেত্রে দায়ী করছে না মাত্র ৮.৩ শতাংশ শিক্ষার্থী। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আঁচল ফাউন্ডেশনের এক সমীক্ষায় এসব তথ্য বেরিয়ে এসেছে। সমীক্ষায় ইন্টারনেটসহ মোবাইল-কম্পিউটারের মতো বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস (যন্ত্র) ব্যবহারের কারণে শিক্ষার্থীদের সবমিলে ১৬ ধরনের সমস্যা মোকাবিলার তথ্য বের হয়ে এসেছে। মূলত করোনাকালে অনলাইন ক্লাসের নামে শিক্ষার্থীরা ব্যাপকভাবে ইন্টারনেটের সঙ্গে পরিচিত হয়। এ সময় তারা অবাধে ডিভাইস ব্যবহারের সুযোগ পায়। সেটিই তাদের মধ্যে আসক্তি তৈরি করে। ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে ৯১ শতাংশ শিক্ষার্থীই এখন আসক্তি অনুভব করে। সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষ্যে ভার্চুয়াল মাধ্যমে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির অধ্যাপক কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রোগ্রামার বিপ্লব চন্দ্র সরকার, টাঙ্গাইলের ডেপুটি সিভিল সার্জন ড. মারুফ আহমেদ খান এবং আঁচল ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট তানসেন রোজ।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ইন্টারনেট বর্তমানে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডে ইন্টারনেট কোনো না কোনোভাবে যুক্ত থাকেই। কিন্তু ইন্টারনেট তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য অনেকাংশেই নেতিবাচক ফল নিয়ে আসছে। সমীক্ষায় অংশ নেওয়া ১৭৭৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৭২.২ শতাংশ জানিয়েছে, তারা তাদের জীবনে কখনো না কখনো মানসিক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে।

এতে বলা হয়, ৩৮.২ শতাংশ শিক্ষার্থী পড়াশোনাবিষয়ক কাজে ইন্টারনেট ব্যবহার করে। বাকিদের কেউ অবসর সময় কাটাতে, আবার গেম খেলতে বা ভিডিও দেখাসহ অফলপ্রসূ কাজে ইন্টারনেটে বেশি সময় ব্যয় করে। মাত্র ৪২.৯ শতাংশ যোগাযোগের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। অপরিমিত ইন্টারনেট ব্যবহার করছে ৬২.৩ শতাংশ শিক্ষার্থী। এদের মাঝে সর্বোচ্চ

দিনে ১১ ঘণ্টার ওপরে অনলাইনে থাকা শিক্ষার্থী ৬.২ শতাংশ। আর সর্বনিম্ন ৩২.৩ শতাংশ ব্যবহার করে ২ থেকে ৪ ঘণ্টা।

সমীক্ষায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের ৮১.৫ শতাংশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে ইন্টারনেট। তাদের মধ্যে ৩৪.৩ শতাংশ জানায়, ইন্টারনেটে সময় ব্যয় তাদের স্বাভাবিক জীবনে 'প্রচণ্ড নেতিবাচক' প্রভাব ফেলছে। ৫৭.২ শতাংশের স্বাভাবিক জীবনে 'কিছুটা নেতিবাচক' প্রভাব ফেলছে। নেতিবাচক প্রভাব বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৫৯.৬ শতাংশ মনে করে, ইন্টারনেটে সময় ব্যয় তাদের পড়াশোনায় মনোযোগ বিঘ্নতার জন্য দায়ী। ১৭.৮ শতাংশ ইন্টারনেটে পর্ন দেখা, সাইবার ক্রাইম, বাজি ধরা, বুলিং করা প্রভৃতি অপ্রীতিকর কাজের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়েছে। ২৩ শতাংশ ধীরে ধীরে অন্তর্মুখী হয়ে পড়েছে। ৩৫.৬ শতাংশ ডিপ্রেশনসহ বিভিন্ন ধরনের মানসিক চাপ অনুভব করছে এবং ২০.৩ শতাংশ সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এছাড়া পড়াশোনায় মনোযোগ হারাচ্ছে তারা।

সমীক্ষা অনুসারে, পড়াশোনার কাজে ৯৪.১ শতাংশ শিক্ষার্থী ইন্টারনেট ব্যবহার করে। কিন্তু পড়াশোনার ফাঁকে অনলাইনে প্রবেশ করলে ৫২.৬ শতাংশের পড়াশোনার মনোযোগ হারিয়ে যায়। এছাড়াও ২৫.২ শতাংশের পড়া মনে রাখতে অসুবিধা হয়, ৫৭ শতাংশ মনে করে অযথা সময় নষ্ট হয় এবং ৩১.২ শতাংশের পড়াশোনায় অনীহা জন্ম নেয়।

ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে ৯১ শতাংশ শিক্ষার্থী আসক্তি অনুভব করে। এ কারণে ৩.৫ শতাংশ শিক্ষার্থী 'কখনোই' পরিবারের সঙ্গে মন খুলে গল্প করে না। ১৯.২ শতাংশ শিক্ষার্থী জানায়, তারা 'খুব একটা' পরিবারের সঙ্গে মন খুলে গল্প করে না। মাঝেমধ্যে পরিবারের সঙ্গে আড্ডা দেয় ৪৪.৬ শতাংশ শিক্ষার্থী। পরিবারের সঙ্গে আড্ডা না দেওয়া শিক্ষার্থী এবং পরিবারের মাঝে একধরনের দূরত্ব তৈরিতে ভূমিকা রাখে। তাদের আত্মকেন্দ্রিক করে তুলেছে। ৬.৫ শতাংশের নৈতিক অবক্ষয় ঘটেছে। ২৪ শতাংশ ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবনে লক্ষ্যচ্যুত হচ্ছে এবং ২৫.৭ শতাংশের অফলপ্রসূ কাজে সময় নষ্ট হচ্ছে বলে জানান।

ইন্টারনেট আসক্তিতে ঘুম ও শারীরিক সমস্যাও তৈরি করছে। কখনো কখনো অতিরিক্ত সময় ধরে ডিজিটাল ডিভাইসের ব্যবহার এই সমস্যা সৃষ্টি করে। ৫৮.৭ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রতিদিন পরিমিত ঘুমায় না। ৩০.৪ শতাংশ এর পেছনে তাদের ইন্টারনেট ব্যবহারকে পুরোপুরিভাবে দায়ী করেছে। ইন্টারনেট ব্যবহার পর্নোগ্রাফিতেও আসক্তি বাড়িয়েছে। ভিডিওর পাশাপাশি যৌন উত্তেজক গল্প শোনা কিংবা পড়া ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের এক অন্যতম আকর্ষণ। ৩২.৯ শতাংশ শিক্ষার্থীই ওয়েবসাইটে এসব দেখে বা পড়ে। আর এ কারণে ৩৫.১ শতাংশ শিক্ষার্থীর মাথায় বিভিন্ন সময় এবিষয়ক চিন্তা আসে। এছাড়া ১৩.৬ শতাংশ শিক্ষার্থী সব সময় এই ধরনের কাজের প্রতি আগ্রহ অনুভব করে, ২৫.৫ শতাংশের মনে নিজেকে নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগে, ১৫.৩ শতাংশ বিপরীত লিঙ্গের মানুষকে অসম্মানের দৃষ্টিতে দেখে, ১০.৫ শতাংশ

অনৈতিকভাবে যৌনতৃপ্তি উপভোগ করে। তথ্য বিশ্লেষণে জানা যায়, ২৮.৮ শতাংশ শিক্ষার্থী যৌনতা সম্পর্কিত কৌতূহল মেটাতে এই ধরনের কাজ করে থাকে। ২৪ শতাংশ জানায়, তারা যৌনতৃপ্তি পেতে এবং ১৪.১ শতাংশ অবসরের খোরাক হিসাবে এই প্রকার কাজকর্ম করে। এছাড়াও, যৌনজীবন নিয়ে বিষণ্নতা থেকে ৯.৬ শতাংশ এবং একাকিত্ব ঘোচাতে ২৩.৫ শতাংশ এমন কাজ করে।

ইলেকট্রনিক ডিভাইস শিক্ষার্থীদের আচরণেও পরিবর্তন এনেছে। বিশেষ করে ২৭ শতাংশ শিক্ষার্থীর ধৈর্যশক্তির হ্রাস ঘটেছে। ২৬ শতাংশ হঠাৎ রেগে যায়, ২৭.৭ শতাংশ চুপচাপ হয়ে যায়, ২২.৫ শতাংশের ভেতর জড়তা তৈরি হয়, ২৪.৫ শতাংশের মধ্যে অবাস্তব প্রত্যাশা তৈরি হয় এবং ২৩.৬ শতাংশ ঘরকুনো হয়ে যায়। অন্যদিকে ৩০.২ শতাংশ শিক্ষার্থী মনে করে, তারা যখন অফলাইনে থাকে, তখন একাকিত্বে ভোগে। ২২.২ শতাংশের মাঝেমধ্যে একাকিত্ব অনুভূত হলেও ১৭.৩ শতাংশ বিষয়টি নিয়ে কখনো ভেবে দেখেনি বলে জানিয়েছে। আঁচল ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট তানসেন রোজ বলেন, বিশ্বায়নের যুগে ইন্টারনেট ব্যবহার না করলে আমাদের তরুণ প্রজন্মই পিছিয়ে পড়বে। কিন্তু সমীক্ষা অনুযায়ী তারা ইন্টারনেটকে বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে চায়। কারণ, আমাদের দেশে বিনোদনের ক্ষেত্রগুলো প্রায়ই সংকীর্ণ হয়ে গেছে।

অধ্যাপক কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বলেন, সমীক্ষায় কিছু ক্ষেত্রে আশঙ্কার চিত্র ফুটে উঠেছে, যা আমাদের ভাবতে সহায়তা করবে। সেটি হচ্ছে-আসলেই ইন্টারনেটের ব্যবহার এ বয়সি মানুষের উপকার করছে নাকি অপকারটাই বয়ে নিয়ে আসছে। সমস্যা সমাধানে সংস্থাটি ১০টি সুপারিশ তুলে ধরেছে। এর মধ্যে আছে-ইন্টারনেটের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতে স্কুল, কলেজগুলোয় ‘ডিজিটাল লিটারেসি প্রোগ্রাম’ চালু করা। ইন্টারনেট রেসকিউ ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আসক্তি কাটিয়ে উঠতে কাউন্সেলিং, থেরাপি এবং শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম প্রদান করা। সামাজিক ও পারিবারিক যোগাযোগে ইন্টারনেট নির্ভরতার পরিবর্তে সরাসরি যোগাযোগকে উৎসাহিত করতে প্রচারণা চালানো। বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে নিয়ে ডিজিটাল লিটারেসির প্রশিক্ষণ দেওয়া। একাডেমিক পর্যায়ে আত্মসচেতনতামূলক (সেলফ কেয়ার অ্যাক্টিভিটিস) কার্যক্রম পরিচালনা করা। খেলাধুলা ও ব্যায়ামাগারের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা। সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধিতে সোশ্যাল স্কিল ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা।

হাজারটা নিউজ পাওয়া যাবে ডিভাইসের কুফল নিয়ে। এর ভুক্তভোগী আপনি আমি, আমাদের আগামী প্রজন্ম। বাচ্চাদের ডিভাইস আসক্তির জন্য যে পরিবার দায়ী তাও কিন্তু এড়িয়ে যাওয়া

যাবেনা। ফোন দেখতে দেয়ার বিনিময়ে বাচ্চাদের খাওয়ানোর প্রথাটা আমাদের মায়েদের মাঝে অনেক! এমন ক্ষতি থেকে রক্ষার রাস্তাটাও আমাদেরকে বার করতে হবে। নিজে ডিভাইস আসক্তি থেকে মুক্ত থাকুন,তেমন পরিবার গঠন করুন।

-নিজেকেও ফোন থেকে দূরে রাখুন আপনার স্মার্টফোনগুলোকে দূরে রাখুন, বিশেষ করে যখন পরিবারে কোয়ালিটি টাইম কাটাবেন। ...

- নির্দিষ্ট সময়ে নো ডিভাইস নিয়ম অনুসরণ করুন ...

-স্ক্রিন টাইম কমানো, অফিসিয়াল -বাধ্যতামূলক যতটুকু তা নির্দিষ্ট করে রুটিন করুন।

-জরুরত ব্যতীত ডিভাইস হাতের কাছ থেকে দূরে রাখা

-ডিভাইস ব্যবহারের জায়গা নির্দিষ্ট করুন এবং উক্ত জায়গা ব্যতীত আর কোথাও ডিভাইস ব্যবহার না করা-এমন নিয়ম করে নেন পরিবারে। বিশেষ করে, খেতে বসে, বিছানায়, পড়ার টেবিলে।

-বাচ্চাদের বাধ্যতামূলক অনলাইন ক্লাস থাকলে সময় নির্দিষ্ট করে ডিভাইস দেন। শিশুদের ফোন/কম্পিউটারে গেইমিং থেকে দূরে রাখুন।

- ছোট বাচ্চারা মা-বাবা পরিবার-পরিজন থেকে অনুকরণ করে থাকে,তাই ডিভাইস মাধ্যম গুলো ওদের সামনে কম আনার চেষ্টা করাই উত্তম।

-বিভিন্ন বই পড়ার অভ্যাস করুন নিজে এবং পরিবারকেও।

-বাচ্চাদের সাথে প্রচুর সময় দেয়া,খেলা করা,গল্প করা(বাচ্চাদের সৃষ্টিকর্তা নিয়ে জানান গল্পে গল্পে,তারবিয়্যাহ করুন, নবীদের সিরাহ শুনান, সাহাবীদের বীরদীপ্ত জীবন ও সংগ্রাম, ত্যাগ তিতিক্ষার গল্প শুনানো যায়)

-শারীরিক পরিশ্রমের খেলাধুলার ব্যবস্থা করে দিন।

-অবসর পেলে ঘুরতে নিয়ে যান।

আপনি কেমন সন্তান চান,নিজে আগে তেমন মা-বাবা হয়ে উঠুন,,কেমন সন্তানের মা-বাবা হতে চান,কেমন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম চান নিজেকে তার উপযুক্ত করে গড়ে তুলুন। না হয় সময় শেষে আপনি কখনো আম পাবেননা, যদি সারাদিন আগাছা রোপণে সময় ব্যয় করে থাকেন।

- টেলিভিশন

শয়তান মানুষের ঘরে টেলিভিশন প্রবেশ করায় সংবাদ জানা এবং দেশ-বিদেশের খবর জানার জন্য। এরপর ধীরে ধীরে তাকে অশ্লীল ও নোংরা জিনিসে অভ্যস্ত করে তোলে। প্রথমে খবর, তারপর সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য, এরপর কিছুটা শালীন নাটক-সিনেমা,ইসলামিক টপিক নিয়ে লেবাসধারী নাটক, তারপর নাচ,গান এরপর অশ্লীল মুভি,তারপর....! ঘর ও পরিবারের লোকদের পরস্পরের প্রতি যে সাধারণ একটা শ্রদ্ধা ও লজ্জাবোধ ছিল সেটা শেষ হয়ে যায়। নাউজুবিল্লাহ! এই টিভির কারণে তো কোনো কোনো ঘরে জিনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে। এই

টেলিভিশনের কারণে কত পরিবারে মাহরামের মধ্যেও জিনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ছে,এমনকি ধর্ষনের শিকার হচ্ছে। প্রাইমারি স্কুলের বাচ্চা সগৌরবে বলে প্রেমিকা আছে, প্রেমিক আছে! প্রেমপত্র লিখা, আদান-প্রদান করা,এমনকি ছেলে মেয়ে পালিয়ে বিয়ে করার কৌশলটাও স্টারজলসা,জিটিবি সহ আপনার খবর জানা টিভি থেকেই আমদানি! সব সেই শয়তানের বক্স, টিভির বদৌলতে!

 ইসলামিক গান আর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ :»الدُّفُّ حَرَامٌ، وَالْكُوبَةُ حَرَامٌ، وَالْمِزْمَارُ حَرَامٌ

হযরত আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,
'দফ হারাম। বাদ্যযন্ত্র হারাম। মদের পেয়ালা হারাম। বাঁশী হারাম।' [সুনানে সুগরা লিলবায়হাকী, হাদীস নং-৩৩৫৯, সুনানে কুরবা লিলবায়হাকী, হাদীস নং-২১০০০]

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :»يُمْسَخُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قِرَدَةً :وَخَنَازِيرَ«، قِيلَ :يَا رَسُولَ اللهِ، وَيَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وَيَصُومُونَ؟ قَالَ نَعَمْ«، قِيلَ :فَمَا بَالُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ :»يَتَّخِذُونَ الْمَعَازِفَ وَالْقَيْنَاتِ وَالدُّفُوفَ، وَيَشْرَبُونَ« الْأَشْرِبَةَ، فَبَاتُوا عَلَى شُرْبِهِمْ وَلَهْوِهِمْ، فَأَصْبَحُوا قَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ

হযরত আবূ হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, শেষ জমানায় আমার উম্মত বানর ও শুকরে রূপান্তরিত হবে। জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! তারা সাক্ষি দিবে যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল এবং রোযা রাখার পরও?

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাদের অপরাধ কি? বললেন, তারা বাদ্য, গায়িকা এবং দফের বাজনা গ্রহণ করবে। মদ খাবে, রাতে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ঘুমাবে। আর সকালে দেখবে তারা বানর ও শুকরে পরিণত হয়ে গেছে। [হিলয়াতুল আওলিয়া-৩/১১৯]

আমরা স্বভাবতই জানি গানবাজনা ইসলামে মানুষের জন্য হারাম করেছেন। বর্তমান সময়ে শয়তান নেক সুরতে এই বাজনা কে হালাল রুপে সাজানোর একটা বড় হাতিয়ার ইসলামিক গান আর এর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। স্যোসাল মিডিয়ার বদৌলতে একদল লেবাসধারী ইসলামিক গান,নাশেদ এর নাম করে ভিউ ব্যবসায় নেমেছে। সমসাময়িক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে তাদের এমন মঞ্চস্ত্য নাটক সাধারণ মানুষের খুশির খোরাক জোগায়। অনেক ক্ষেত্রে এখন কুরআন তেলাওয়াত এর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দেয়া হয়! নাউজুবিল্লাহ।

গানের প্রভাবে মানুষের অন্তর উদাসীন হয়ে যায়। গান আর কুরআন মানুষের অন্তরে একসাথে থাকতে পারেনা। গান হলো শয়তানের বাঁশি। শয়তান যে অন্তরে বাঁশি বাজায় সেই অন্তরে কুরআন প্রবেশ করেনা। তুলার স্তুপে আগুন যেমন ছড়িয়ে পড়ে আমাদের ঘর, সমাজে গানবাজনাও ঠিক তেমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। গান মানুষের অন্তরকে কঠুর করে, আর কুআন মানুষের অন্তরকে নরম করে। গানের মুহাব্বত আর কুরআনের মুহাব্বত কোনো হৃদয়ে একসাথে থাকতে পারেনা। হায় আমার সমাজ, ইসলামের লেবাসে ইসলামিক গান আর নাশেদ নিয়ে তারা যতটা তৎপর ততটা তৎপর অন্য কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়না! তাদের এসব লেবাসের আড়ালে কতটুকু আল্লাহ প্রেম আছে সেটা তারা এবং তাদের সৃষ্টিকর্তা ভাল জানবেন। কিন্তু তাদের এসব তৎপরতাগুলো মিডিয়া মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে ভুল ধারণা দেয়। শয়তানের নেক সুরতের পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে থাকে। ইসলামিক কথাই তো, নবী (সা.) কে নিয়ে, আল্লাহকে নিয়ে, মদিনা নিয়ে গজল সেটা তো ভালই, নেতিবাচক কিছু তো না!! বাজনা সম্বলিত ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হারাম ও নাজায়েয।

আবু ওমামা (রাঃ) বলেন,

عَنْ اَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَبِيْعُوا الْقَيْنَاتِ وَلاَ تَشْتَرُوْهُنَّ وَلاَ تُعَلِّمُوْهُنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ.

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা গায়িকা নর্তকীদের বিক্রয় কর না, তাদের ক্রয় কর না, তাদের গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র শিখিয়ে দিয়ো না, তাদের উপার্জন হারাম (ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/২৭৮০)

বাদ্য-বাজনা, মিউজিক শোনা নাজায়েয। তাই হামদ-নাত,নাশিদের সাথে বাদ্য-বাজনা, মিউজিক থাকলে ঐ হামদ-নাত,নাশিদও শোনাও জায়েয হবে না। তাই এ থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। তবে হামদ-নাত, গজল, যদি সম্পূর্ণ বাজনা ও মিউজিক মুক্ত হয়, শরীয়ত পরিপন্থী যদি কোনো কিছু না হয় তাহলে তা দেখা জায়েয হবে।

উল্লেখ্য যে, কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করার মাধ্যমে যদি ঐ হালকা মিউজিক এর আওয়াজ কান পর্যন্ত না আসে এবং বুঝা না যায়, তাহলে এমন নাশিদ শোনাতে কোনো সমস্যা নেই।

তবে মনে রাখতে হবে যে, মিউজিক কোনটাতে আছে? আর কোনটাতে নাই, এগুলো নির্ধারণ করা সাউন্ড এনালিষ্টের কাজ। এই বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে।
(https://ifatwa.info/29629/?show=29629#q29629)

 কাওয়ালী, দফ আর ইসলাম

পশ্চিমা হারাম কনসার্টের কোন ইসলামিক হালাল কাওয়ালী ভার্সন নেই। বাদ্যযন্ত্র কানে যাওয়া মাত্রই আমাদের প্রিয় নাবী সল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কানে আংগুল ঢুকিয়ে দিতেন। হালাল নাশিদ হলে সেগুলোর হুকুম ভিন্ন। তরুণ মুসলিম ভাইবোন দের উপর ওয়াজিব হল সুন্নাতে রাসুল (স) অনুসরণ করা, সকল প্রকার জাহেলিয়াত থেকে দূরে থাকা।
কারণ কিয়ামাতের মাঠে আমাদের প্রতিটি ইন্দ্রিয় পর্যন্ত তার কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে! আল্লাহ তায়ালা আমাদের দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন। আমিন।

হাদীস শরীফে এসেছেঃ
সা ‘ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (রহ.) হতে বর্ণিত।

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ :مَرَّ عُمَرُ فِي الْمَسْجِدِ وَحَسَّانُ يُنْشِدُ فَقَالَ :كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ :أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :»أَجِبْ عَنِّي، اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ؟« قَالَ :نَعَمْ

তিনি বলেন, একদা ‘উমার (রাঃ) মসজিদে নববীতে আগমন করেন, তখন হাস্সান ইবনু সাবিত (রাঃ) কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। তখন তিনি বললেন, এখানে আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির উপস্থিতিতেও আমি কবিতা আবৃত্তি করতাম। অতঃপর তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ)-এর দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি; আপনি কি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন যে, ‘‘তুমি আমার পক্ষ হতে জবাব দাও। হে আল্লাহ! আপনি তাকে রুহুল কুদুস [জিব্রাঈল (আঃ)] দ্বারা সাহায্য করুন। ’ ’ তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ।(সহীহ বোখারী-৩২১২, সহীহ মুসলিম-২৪৮৫,আবু-দাউদ-৫০১৩)

যখন রাসূলুল্লাহ সাঃ সাহাবায়ে কেরামদের ক্ষিদামন্দা দেখলেন,এবং ক্লান্তিকে অনুভব করলেন,তখন তিনি নিম্নোক্ত শে'র আবৃত্তি করলেন,

" اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة *فاغفر للأنصار والمهاجرة "

অর্থ-হে আল্লাহ! আখেরাতের জীবন ব্যতীত অন্য সকল জীবন তুচ্ছ। সুতরাং আনসার এবং মুহাজিরদের তুমি ক্ষমা করে দাও।

সাহাবায়ে কেরাম জবাবে বললেন,

نحن الذين بايعوا محمدا *على الجهاد ما بقينا أبدا

আমরা তারাই, যারা মুহাম্মদ সাঃ এর হাতে আমৃত্যু জীহাদের জন্য বায়আত গ্রহণে করেছি। (সহীহ বোখারী-৩/১০৪৩)

সুতরাং নাশিদ গাওয়া,শোনা জায়েজ।
তবে কয়েকটি মূলনীতিকে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।
(১)মিউজিক থাকতে পারবে না।
(২)অত্যাধিক মনযোগ প্রদান করা যাবে না।যার দরুণ ফরয ওয়াজিব পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।
(৩)মহিলাদের কণ্ঠে হতে পারবে না,এবং অশ্লীল বা হারাম কথাবার্থা তাতে থাকতে পারবে না।
(৪)ফাসিক,এবং উদ্ভ্রান্তদের কণ্ঠে হতে পারবে না।
(৫)এমন কোনো আয়োজন হতে পারবে না, যা মিউজিকের মত মনে হয়।
(৬)গান যেভাবে মানুষকে আকৃষ্ট করে,ফিতনায় পতিত করে, সে রকম কোনো কণ্ঠ হতে পারবে না।
অথচ বর্তমানে প্রচলিত অনেক শে'র, গজলে এমনটাই লক্ষ্য করা যায়। আজকালের শ্রুতাগণ অর্থের দিকে খেয়াল না করে, তারা কণ্ঠ এবং ভাবভঙ্গীর দিকেই বেশী খেয়াল করে গজল বাছাইরকরে।এথেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে। শরীয়তের বিধান হলো মিউজিক,বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার হারাম। মিউজিক চায় কোনো যন্ত্রের মাধ্যমে হোক বা মুখের মাধ্যমে হোক বা অন্য কোনো মাধ্যমে হোক সর্বাবস্থায়ই হারাম।মিউজিক সম্ভলিত নাশিদ,গজল,সবকিছুই হারাম বলে প্রমাণিত হবে।
সুতরাং যেসব কাওয়ালিতে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয়,তাহলে সেগুলো শোনা জায়েজ নেই। বর্তমানে অধিকাংশ উলামায়ে কেরামদের মতে দফ বাজানো কোনোক্রমেই জায়েজ নেই। নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দফ নিষিদ্ধ হওয়া পরিস্কার প্রমাণিত হয়!

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ :»الدُّفُّ حَرَامٌ، وَالْكُوبَةُ حَرَامٌ، وَالْمِزْمَارُ حَرَامٌ

হযরত আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দফ হারাম। বাদ্যযন্ত্র হারাম। মদের পেয়ালা হারাম। বাঁশী হারাম। [সুনানে সুগরা লিলবায়হাকী, হাদীস নং-৩৩৫৯, সুনানে কুরবা লিলবায়হাকী, হাদীস নং-২১০০০]

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ قَالَ :ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ :ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ :ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي سِنَانٍ قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :»يُمْسَخُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ«، قِيلَ :يَا رَسُولَ اللهِ، وَيَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وَيَصُومُونَ؟ قَالَ :»نَعَمْ«، قِيلَ :فَمَا بَالُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ :»يَتَّخِذُونَ الْمَعَازِفَ وَالْقَيْنَاتِ وَالدُّفُوفَ، وَيَشْرَبُونَ الْأَشْرِبَةَ، فَبَاتُوا عَلَى شُرْبِهِمْ وَلَهْوِهِمْ، فَأَصْبَحُوا قَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ

হযরত আবূ হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, শেষ জমানায় আমার উম্মত বানর ও শুকরে রূপান্তরিত হবে। জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! তারা সাক্ষি দিবে যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল এবং রোযা রাখার পরও?

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, হ্যাঁ।

বলা হল, তাদের অপরাধ কি?

বললেন, তারা বাদ্য, গায়িকা এবং দফের বাজনা গ্রহণ করবে। মদ খাবে, রাতে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ঘুমাবে। আর সকালে দেখবে তারা বানর ও শুকরে পরিণত হয়ে গেছে। [হিলয়াতুল আওলিয়া-৩/১১৯]

,

তবে কিছু উলামায়ে কেরামগন বিবাহের ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে দফ বাজানো জায়েজ বলেছেন।

উল্লেখিত তাফসীর ,হাদিস ও ফুকাহাদের বক্তব্য থেকে একথা নির্ধিদ্বায় বলা যায়, হানাফীদের মতে দফ বাজানো পুরুষের জন্য জায়েজ নেই। সুস্পষ্ট হারাম। নিম্ন লিখিত কয়েকটি সঙ্গত কারণে বর্তমানে মহিলা ও পুরুষদের জন্য দফ বাজানো সম্পুর্ণ হারাম।

(১)অনেকেই দফ বাজানো জায়েজ একথা প্রমাণ করতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী তথা 'বিয়েকে প্রকাশ করো যদিও দফের দ্বারা হয়' এই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে اعلنو النكاح ولو باالدف বলে থাকেন যে, বিয়েতে দফ বাজানো জায়েজ কোন শর্ত ছাড়াই এবং এটা সুন্নত।কিন্তু ঠান্ডা মাথায় একবার চিন্তা করলেই একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্দেশ্য এর দ্বারা কেবল প্রচারণার গুরুত্ব বুঝানো। কেননা তৎকালে কোন কিছু 'ইলান' করার জন্য দফে বাড়ি মারলে লোকজন একত্র হতো, তারপর

ঘোষক তার বক্তব্য বলে সবাইকে শোনাতো। দেখুন হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ. এর "বিয়ে শাদিতে বাজনা বাজনোর একটি বিরল তাহকীক" নামে লিখিত প্রবন্ধে (যা মুফতী শফী রহ. এর ফতোয়া সংকলন জাওয়াহিরুল ফিক্কহ এর চতুর্থ খন্ডের ২০৮ নং পৃষ্ঠায় সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে) বুস্তানুল আরেফীন ও নিসাবুল ইহতিসাব এবং শরহে নুকায়া গ্রন্থের উদ্বৃতি দেন,

وفی شرح نقایه – قال التور بشتی انه حرام علی قول اکثرالمشاءخ وما ورد من ضرب الدف فی العرس کنایة من الاعلان

অর্থাৎ আল্লামা তুরে পেশতী রহ. বলেন, অধিকাংশ মাশায়েখে কেরামের মতে দফ বাজানো হারাম,তবে বিয়েতে দফ বাজানোর ক্ষেত্রে যেসব বর্ণনা এসেছে এর দ্বারা উদ্যেশ্য হচ্ছে প্রচারণা করা।

সুতরাং বুঝা গেলো বিয়েতে দফ বাজানোর কথা বলার দ্বারা মুরাদ হলো প্রচারণা করা, আসলেই দফ বাজানো নয়,যদি সত্যিই দফ বাজানোই উদ্দেশ্য থাকতো তবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চার মেয়ের বিয়ের সময় কেন দফ বাজালেন না? এ ব্যাপারে একটি জাল রেওয়ায়েত ও কী আছে?যেই সাহাবারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন তাদের কারও বিয়েতে দফ বাজিয়েছেন বলেছেন বলে কোন বর্ণনা কী আছে?তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথাটির অর্থ কী এই দাঁড়াচ্ছেনা যে, এর দ্বারা কেবল প্রচারণা উদ্দেশ্য দফ বাজানো নয়।

(২) দফের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার উপর হাদিস সুস্পষ্ট যা উপরে বর্ণিত।

(৩) হানাফী ফুকাহায়ে কেরামের রায় ও সুস্পষ্ট প্রমাণ করছে দফ বাজানো জায়েজ নেই। দেখুন উপরে বর্ণিত ফুক্কাহায়ে কেরামের বক্তব্য।

(৪) হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ. এর তাহকীক ও ফতোয়া প্রণিদান যোগ্য যা জাওয়াহিরুল ফিক্কহ এর চতুর্থ খন্ডে বিধৃত হয়েছে , যেখানে তিনি প্রমাণ করেছেন দফ বাজানো জায়েজ নেই। আর এক্ষেত্রে বিভিন্ন হানাফী ফিক্কহী কিতাবে ভুল বর্ণনা(যে দফ বাজানো হানাফীদের কাছে বিয়ে বা আনন্দ অনুষ্ঠানে জায়েজ) একজন থেকে আরেকজন করে গেছেন

তাহকীক ছাড়াই, এমনটা বলেছেন পরিস্কার হাকিমুল উম্মত রহ.। (জাওয়াহিরুল ফিক্বহ ৪/২১২)

(৫) সুবিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ তাফসীরে ইবনে কাসীর ও আদ দুররুল মানসুরের বর্ণনা প্রমাণ করে দফ বাজানো কিছুতেই জায়েজ হতে পারেনা।

(৬) কতিপয় মুফতীর ফতোয়া দ্বারা কেবল এতটুকু প্রমাণিত হয় যে মহিলাদের জন্য দফ বাজানোর সুযোগ আছে, পুরুষের কোন সুযোগ নেই, কিন্তু একথাও উপরে বর্ণিত তাফসীর ও হাদিস এবং ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য দ্বারা বাতিল বলে সাব্যস্ত হয়।

সু-প্রিয় দ্বীনী ভাই/বোন!

সাধারণত বিয়ে ব্যতীত প্রচলিত দফ বাজানো জায়েয নয়,এবং গিটার বাজানোও জায়েয নয়।

 ইউটিউব ও ফেইজবুক থেকে আয় করা

আমাদের জানতে হবে, ইউটিউব এর মাধ্যমে যে টাকা আয় করা হয় তার সোর্স কী, কেন আমাকে গুগল টাকা দিচ্ছে!

মূলতঃ গুগলের একটি বিশেষ সার্ভিস-গুগল এডসেন্স। এর মাধ্যমে তারা বিভিন্ন কোম্পানির বিজ্ঞাপন অর্থের বিনিময়ে ইউটিউবসহ বিভিন্ন ওয়েবসাইটে সম্প্রচার করে। আর ওখান থেকে একটা নির্ধারিত একটা অংশ তারা ইউটিউবারদের দিয়ে থাকে।

সুতরাং বিজ্ঞাপনগুলো যদি অশ্লীল ও হারাম পণ্যের হয় তাহলে তা থেকে প্রাপ্ত অর্থ হালাল হবে না। বরং, হারাম অর্থ হওয়ার পাশাপাশি হারামের প্রচার ও সহযোগিতা করার গোনাহ হবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

-إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

'যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য ইহকালে ও পরকালে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' । (নূর ১৯)

নু'মান ইবনে বশির রাযি থেকে বর্ণিত,

নিশ্চয়ই হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট, আর এ উভয়ের মাঝে রয়েছে সন্দেহজনক বিষয়, অনেক লোকই সেগুলো জানে না। যে ব্যক্তি এসব সন্দেহজনক বিষয় থেকে দূরে থাকে সে তার দ্বীন ও মর্যাদাকে নিরাপদে রাখে, আর যে লোক সন্দেহজনক বিষয়ে পতিত হবে সে হারামের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়বে। যেমন কোন রাখাল সংরক্ষিত চারণভূমির পাশে পশু চরায়, আশংকা রয়েছে সে পশু তার ভেতরে গিয়ে ঘাস খাবে। সাবধান! প্রত্যেক রাজারই সংরক্ষিত এলাকা থাকে, সাবধান আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হলো তার হারামকৃত বিষয়গুলো। জেনে, রেখো, দেহের মধ্যে এক টুকরা গোশত আছে। যখন তা সুস্থ থাকে তখন সমস্ত দেহই সুস্থ থাকে। আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন সমস্ত দেহই নষ্ট হয়ে যায়। স্মরণ রেখো, তা হলো 'কালব' হৃদয়।(সহীহ মুসলিম-১৫৯৯)
স্পন্সরকৃত কোম্পানির পণ্যের ভিডিও যদি শরয়ী সীমারেখার আওতায় থাকে, জায়েজ হয়, তাহলে প্রশ্নে উল্লেখিত স্পন্সরশীপের মাধ্যমে টাকা আয় করা জায়েজ হবে।
অন্যথায় জায়েজ হবেনা।

ছবি-ভিডিও সম্পর্কে উলামায়ে কেরামদের মধ্যে বিরোধপূর্ণ মতামত পাওয়া যায়।
আরব বিশ্বের উল্লেখসংখ্যক কিছু উলামায়ে কেরাম এবং দেওবন্দ মতাদর্শের কিছু বিজ্ঞজনের মতে ছবি-ভিডিও প্রায় জায়েয।তারা মনে করেন, সেটা হাদীসে নিষিদ্ধ তাসবীরের অন্তর্ভুক্ত নয়।
অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ উলামায়ে কেরামসহ আরব বিশ্বের কিছু উলামায়ে কেরাম ছবি-ভিডিও- এর হুকুম-কে এখনও হাদীসে নিষিদ্ধ তাসবীবের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন।এবং বর্তমান সময়েও ছবি-ভিডিও কে জরুরত ব্যতীত হারাম ফাতাওয়া প্রদাণ করেন।

এদের মধ্যে আবার কিছুসংখ্যক উলামায়ে কেরাম জরুরতের ভিত্তিতে ছবি-ভিডিওর বৈধতার ক্ষেত্রকে সীমিত করে শুধুমাত্র পাসপোর্ট, চাকুরী, ইত্যাদির জন্য সীমাবদ্ধ করে দেন। অন্যদিকে

কিছু সংখ্যক উলামায়ে কেরাম জরুরতের ভিত্তিতে বৈধতার ক্ষেত্রকে পাসপোর্ট, চাকুরী ব্যতীতও ওয়াজ মাহফিল, সহ যাবতীয় বৈধ ও নেক কাজের ক্ষেত্রে বৈধ বলে মনে করেন।

বর্তমানে ইউটিউব, ফেইসবুক, টিকটক সাইটগুলো স্বামী স্ত্রীর ভিডিও ব্লগে ভরপুর। সকালের ব্রাশ করা থেকে রাতের বিছানা গুছানো, এর মধ্যবর্তী যা করা হয় সব এখন অনলাইন সাইডগুলোতে আপলোড হয়! স্বামী স্ত্রীর লোক দেখানো ভালবাসা, ভাল মন্দ সব তথ্য সব কিছু এখন 'open secret'

ক্যারিয়ার হিসাবে অনলাইন, আর এসব আজীব কাজকর্ম গুলো আমাদের পরিবার ধ্বংসের জন্য

'সুপ্ত বিষ', পরিবারের, ব্যক্তিগত বলে কিছু নেই সব এখন ভাইরাল!! আর এই বিষ আস্তে আস্তে নেক ভাবে আমাদের মন মগজে স্লো ডোজে কাজ করছে,আমাদের কাছে এমন লাগছে আরে এগুলো তো কিছুইনা,বিনোদন!! আমাদের সন্তানরা এগুলো দেখে বড় হবে আর তাদের মানসিক উন্নতিতে এই জগণ্য বিষয় নিজস্ব সংস্কৃতি হিসাবে জায়গা করে নিচ্ছে।

- নারী ভয়েজ কাভারেজ করে ভিডিও করা প্রসঙ্গে

নারীকণ্ঠ যদিও সতরের অন্তর্ভূক্ত নয়, তবে ফিতনার আশংকার দরুণ পর-পুরুষের সামনে নারীদের কণ্ঠও পর্দার অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং বিনা প্রয়োজনে নারীরা পর-পুরুষের সামনে তাদের কণ্ঠকে প্রকাশ করতে পারবে না। ভয়েস চেঞ্জার দ্বারা নারী কণ্ঠকে পুরুষ কণ্ঠে রূপান্তরিত করা বিষয়টা ব্যখ্যা সাপেক্ষ্য। ভালো নিয়তে হলে হয়তো রুখসত দেয়া যেতে পারে। তবে ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে হলে এভাবে ভয়েস চেঞ্জ করা কখনো জায়েয হবে না।

- ইসলামিক সিরিজ দেখা বিষয়ে

ইউসুফ জুলেখা, বাদশাহ সোলায়মান সহ অনেকের জীবন কাহীনি নাম করে সোস্যাল মিডিয়ায় অনেক সিরিজ দেখা যায়। এখন কেউ যদি ভাবে ইসলাম জানার জন্য দেখছি! শয়তান ধোঁকা দেয়,ইসলামিক বিষয়ই তো,জানার জন্য দেখছি। সমস্যা হবেনা কোন। কিন্তু এসব সিরিজে ইসলামিক বিষয় তুলে ধরা থেকে ফেতনাময় বিষয়গুলোই যদি বেশি প্রদর্শনী করে তবে তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

লাইভ সম্প্রচার জায়েয, এটা নিয়ে কোনো মতবিরোধ নেই।রেকর্ড ভিডিও নিয়ে উলামাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।মুফতী তাক্বী উসমানী রেকর্ড ভিডিওকে তাসবীর (যা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম) এর আওতাধীন করতে ইতস্ততাবোধ করেছেন।

উনি উনার অমরগ্রন্থ তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিমে লিখেন,
واما الصورة التى ليس لها ثبات واستقرار، وليست منقوشة على شيئ يصفة دائمة فإنها بالظل اشبه)الى قوله (فان الصورة لا تستقو على الكيسرا الى الشاشة وتظهر عليها بترتيبها الأصلى ثم تفتى وتزول،

ভাবার্থ-ঐ ছবি যার কোনো স্থায়িত্ব বা দীর্ঘতা নেই, এবং যা কোনো জিনিষের উপর স্থায়ী অঙ্কিত ও নয়।সেটা ছায়ার অধিকতম নিকটবর্তী। কেননা ছবি স্কীনে অবশিষ্ট থাকে না বরং তা মেমোরি বা রিলে সংরক্ষিত ধারাবাহিকার সাথে স্কীনে আসে আবার তা দূতই চলে যায়। (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম-৪/১৬৪)

দ্বীনী প্রচার প্রসার এর উদ্দেশ্যে কোনো ফিল্ম তৈরী হলে এবং তাতে কোনো প্রকার হারাম জিনিস যেমন গান-বাদ্য, নারী দৃশ্য ইত্যাদি না থাকলে, অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।(জাদীদ ফেকহী মাসাঈল;১/২৩৬)

- ইসলামিক কার্টুন দেখা

তাসবীর বা ফটো নাজায়েজ, তাই ইসলামিক কার্টুন ভিত্তিতে ভিডিও, কার্টুন দেখাও নাজায়েজ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর(রা.) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন,

:عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ :أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ "

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যারা ফটো বানায়, কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদের উদ্দেশ্যে বলা হবে, যা তোমরা বানিয়েছ তাতে জীবন দাও। [সহীহ বুখারী-৫৯৫১]

নারী-পুরুষের ফ্রি মিক্সিং পরিবেশ ব্যতীত এবং অন্যন্য হারাম জিনিস থেকে মুক্ত ইসলামিক ইতিহাস নিয়ে রচিত কোনো কার্টুন থাকলে শিক্ষার প্রয়োজনে শিশুদের জন্য অনুমোদন কিছুসংখ্যক ফুকাহায়ে কেরাম দিয়ে থাকেন।এমন কার্টুন প্রয়োজনে বড়রাও মাঝেমধ্যে দেখতে পারবে।তবে সব সময় আবার দেখতে পারবে না।কেননা এতে সময়ের অপচয় হবে।

হাদীসে এসেছে,ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে,

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (:لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ :عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামাত দিবসে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হওয়ার আগপর্যন্ত আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে সরতে পারবে না। তার জীবনকাল সম্পর্কে, কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কি কাজে তা বিনাশ করেছে; তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা হতে তা উপার্জন করেছে এবং তা কি কি খাতে খরচ করেছে এবং সে যত টুকু জ্ঞান অর্জন করেছিল সে মুতাবিক কি কি আমল করেছে।
(সুনানু তিরমিযি-২৪১৬))

দ্বীনি লেবাস/ দ্বীনিগোষ্ঠী

বর্তমান সময়ে দ্বীনি লেবাস শয়তানের অনেক বড় এক হাতিয়ার। বান্দার বাহ্যিক দ্বীনি লেবাসে বর্তমানে অনেকই নিশ্চিত ধরে নেন ইনি দ্বীনি। শয়তানের প্ররোচনার অংশীদার গোষ্ঠী, বিভিন্ন হারাম,অনৈতিক কাজ সম্পন্ন করার জন্য এই দ্বীনি লেবাস সহজেই বেছে নেয়। দ্বীনি লেবাসে প্রতারণা র স্বীকার হয় অনেকে নানা বিষয়ে। বর্তমানে স্যোসাল মিডিয়ায় এমন উদাহরণের অভাব নেই। মানবতার স্পর্শকাতর কিছু বিষয়ে ভিডিও ধারণ করে ইউটিউব, ফেইজবুকে ভিউ বাড়াচ্ছে কিছু লোক। মাদ্রাসার ছাত্রদের খাবার,কুরআন দিচ্ছে, ছোট বাচ্চা মাদ্রাসায় যাচ্ছে -পায়ের জুতা ছেঁড়া ; এগুলো ফেলে নতুন জুতা কিনে দিচ্ছে, বয়স্ক মহিলা পরিবারে কেউ নেই তাকে অর্থ -জিনিস দিয়ে সাহায্য করছে ইত্যাদি ইত্যাদি! এগুলো আবার ভিডিও রাখা হচ্ছে পরবর্তীতে আপলোড করার জন্য! ভাল কাজের উৎসাহের জন্য লোকজন দেখানো একটা নির্দিষ্ট সীমার মাঝে উত্তম, কিন্তু বর্তমানের বেশিরভাগই সেলিব্রিটি হওয়ার ধোকায় এসবে মগ্ন থাকে। আর সাধারণ সমাজ এসবে নেক সুরতের পয়েন্টে ভাবে কত ভালো

কাজ করছে,কি ভাল মানুষ! বোনেরা হিজাব নিকাব পরে ফেইজবুকে লাইভ করে বোরকা-হিজাব বিক্রির!

কুরআন পড়বে তাও ভিডিও করে আপলোড দেয়! চ্যানেলে ভিউ বাড়ে, মনিটারাইজ করা চ্যানেলে ভালো টাকা আয় হয়- তাও সেটা হারাম!

হাত মোজা, পা মোজা, বোরকা নিকাব সহ, পথশিশুদের জন্য খাবার নিয়ে গিয়েছেন,ভিডিও ফেইজবুকে!! বিসমিল্লাহ বলে চুরি করলে তা কি হালাল হয়ে যায়! বর্তমানের প্রেক্ষাপট গুলো অনেকটা ঐরকম হয়ে গিয়েছে।

লেবাসে প্র্যাকটিসিং কাপল-বউয়ের জন্য গজল করেন সেটাও ক্যাপশন থাকে বউয়ের জন্য গজল করা সওয়াবের,ভিডিও আপলোড অনলাইনে!

একটা ঘটনা

হাফেজ থেকে টিকটকার, আমাদের ভাইরাল রোগ

—-----------

এর অনেক জ্বলন্ত উদাহরণ আমাদের ত্বলিব ত্বলিবাদের মাঝেও দেখা যায়। নিয়মিত মাদ্রাসা পড়ুয়া ছাত্র, ইলমের দুনিয়ায় যাতায়াত। হঠাৎ করেই মিডিয়ার ছড়ালো হাফেজ থেকে টিকটকারের গল্প! অনেক টিকটকার / ইউটিউবার ভিড় জমালো ভাইরাল সংবাদের জন্য, মূলত তাদের উদ্দেশ্য ভিউ বাড়ানো। ভাইরাল ছেলে ও তার পরিবার সহ আশেপাশের মানুষ জানালো প্রেম করে প্রেমিকাকে না পেয়ে চুলে রং করিয়ে টিকটকার হয়ে গিয়েছে! কিছুদিন পর আবার একি সংবাদ,আবার মাদ্রাসায় ফিরতে চায় সেই হাফেজ থেকে টিকটকার হওয়া ছেলে! রহস্য উন্মোচনে কি আসলো, ছেলে ইচ্ছে করেই ভাইরাল হওয়ার জন্য এমন নাটক করেছে!! ইতিমধ্যে তিনি আমাদের সমাজের ভাইরাল ব্যক্তি!!!

- আমাদের দ্বীনি সমাজ! শয়তান ইমানদার / প্র্যাকটিসিং মানুষগুলোর দিকে তো আরো বেশি নজরদারি রাখবে এটাই স্বাভাবিক। কোন উপায়ে তাকে একটু সরানো যায়,একটু আমল কমানো যায়,দুর্বলতার সুযোগ নেয়া যায় কিভাবে, দ্বীনে শীতিলতা কীভাবে আনা যায়। সব দিক থেকে যে শয়তানের হামলা,তৎপরতা। ছেলেদের থেকে মেয়েদের গল্পবাজ বেশি,আর যেখানে বেশি কথা হয় সেখানে গীবত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আমরা এই বিষয়ে সতর্ক কিনা,আমাদের দ্বীনি বোনদের আড্ডাগুলো গীবত মুক্ত! শেয়ার করতে করতে আমরা গীবতের সীমায় চলে যাই কিনা! শয়তানের মন মাতানো সুরে আমরা কি হারিয়ে যাই কিনা! আমাদের দ্বীনি মজলিস গুলোতে আমার পরিবার-পরিজনের গল্প জমে কিনা! আমাদের আসরগুলো, দ্বীনি সম্পর্কগুলোও ইসলামের রীতির কঠোরতার মাঝে বেঁচে থাকুক।

বিয়ে নিয়ে শয়তানের ধোঁকা, ইসলাম, সামাজিক ব্যবস্থা এবং আমাদের যুব সমাজ

- প্রতিষ্ঠিত/স্যাটল হতে হবে

সময় এবং ব্যক্তি চাহিদার আলোকে শয়তান তার ধোকা এবং প্ররোচনায় বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব আনয়নে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ কারিগর। নেক সূরতে ধোকাবাজিতে যার জুড়ি নেই।

যার সামনে বিয়ের মোক্ষম সুযোগ রয়েছে, পরিবার ও অভিভাবক ছেলেকে বিয়ে করাতে প্রস্তুত; এমতাবস্থায় শয়তান ছেলেকে ধোকায় ফেলবে। বলবে, তোর বিয়ের বয়স এখনো হয় নি। বাবা-মা তোর পায়ে শৃঙ্খল পরাতে চাচ্ছে। আগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নে। কিছুদিন জীবনটাকে এনজয় কর। তারপর বিয়ের চিন্তা করিস। মেয়েদের ক্ষেত্রেও ধোঁকার ফাঁদ অনেক,
--বিয়ে অতিরিক্ত দায়িত্ব,জীবনে উপভোগ্য কিছু থাকবেনা,সংসারকে বোঝা বলে কুমন্ত্রণা দিবে মনে।
-- ভোগ বিলাসিতার লোভে আকৃষ্ট করবে,উচ্চ শিক্ষা -চাকরি জীবনের মূল পাওয়া এমন চিন্তার বীজ বপন করে থাকে।

ইসলামী সমাজব্যবস্থার প্রতিটি ইলিমেন্ট কানেক্টেড। একটার সমাধান আরেকটা দিয়ে করা। একটা বুনটের মতো। পুরোটা মিলে একটা সমাধান। সমাধান দিয়েই আল্লাহ পাঠিয়েছেন। সমাধান সেখান থেকে না খুঁজে রোকেয়াবাজি, ফেমিনিস্ট পপুলিস্টবাজি করলে শুনতে মধুর শোনাবে, আদতে কোনো সমাধানে নেবে না। সর্বাবস্থায় সমাধান ইসলাম। এনিওয়ে শিক্ষার টপিকেই থাকতে চাচ্ছি। তবু একটু না বলে পারছিনা। ১ম রাজ্য জয়ে সফল রাজার দ্বিতীয় রাজ্য জয় করা উচিত। সমাজের বহু সমস্যার সমাধান আছে এর মাঝে। প্রচুর সফল ও শান্তিময় উদাহরণ তৈরি করতে হবে আমাদের। যদিও বিষয়টা উভয়ের জন্যই চ্যালেঞ্জিং। এটাও একদিন আমরা পারবো ইনশাআল্লাহ।যাদের রোজ কলিকাতা হারবাল লাগে, তাদের এটা কল্পনাতেও আসবে না,এখানেও কিন্তু পাশ্চাত্যের লাভ,মোটা অঙ্কের মোনাফা পায়।

অনেকেই একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু সামনে টানে। মেয়েরা উচ্চ শিক্ষিত না হলে, হঠাৎ করে স্বামী মারা গেলে তারা তো নিরুপায় হয়ে পড়বে। এটা একটা ভ্যালিড পয়েন্ট, কিন্তু সমাধান ইসলাম দিয়ে দিয়েছেন, ইসলামেই সমাধান খুঁজতে হবে,শয়তানের কাছে আছে শুধুই ধোঁকা।

তাহলে, সলুশন কী? বিপদে পড়তে পারে বলে কী সিকিউরিটি হিসাবে সবাই চাকরি করবে? সেটাই কী সলুশন? কেননা, ৩৫/৪০ বছর পর্যন্ত বসে থাকার পর সার্টিফিকেট থাকলেও সেটাকে কাজে লাগানোর যোগ্যতা অনেকেই হারিয়ে ফেলেন।

প্রবলেমটা খুবই বাস্তবিক, কিন্তু ইসলামের মতে, সলুশন যেটা সেটা অনেকের পছন্দ হবে না। সোনালী প্রজন্মের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে এ সমস্যার একটা সলুশন আছে। বহুবিবাহকে নরমালাইজ না করতে পারলে নারীদের এই অসহায়েত্বের শেষ হবে না। আমরা দেখতে পাই, একজন সাহাবী মারা গেলে তার বিধবা স্ত্রীকে আরেক জন বিয়ে করে নিচ্ছেন। আমরা দেখছি, ওমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আম্মাজান হাফসা (রাদিআল্লাহু আনহা) বিধবা হবার পর ওসমান এবং আবু বকর (রাদিআল্লাহু আনহুমা) কে এপ্রোচ করছেন।
তারা কী এমন চিন্তা করতেন যে আমার মেয়েকে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট করা দরকার, নাহলে স্বামী মরলে সে অসহায় হয়ে পড়বে? আমাদেরকে এই সামাজিক ট্যাবু ভাঙতে হবে।
সেকুলারিজমের সলুশন সমস্যা আরো প্রকট করবে, ইসলাম যে সমাধান দিয়ে গেছে, সেখানেই মুক্তি।

 সংসার অতিরিক্ত বোঝা অতিরিক্ত প্যারা

বর্তমান সমাজ পরিস্থিতির দিকে তাকান আপনার দৃষ্টি ক্লান্ত হবে,আপনি হতাশ হবেন যদি আপনার মনে ইসলাম থাকে। সিংহের মত বীরপুরুষদের উত্তরসূরী এই উম্মাহর পুরুষ সমাজের কি হাল! ছেলেরা আজ দায়িত্ব নিতে ভয় পায়! বিয়ে, সন্তান দায়িত্ব বোঝা মনে হয়!নারীরাও কোনো অংশে পিছিয়ে নেই,এখানেও সমানাধিকরণ সূত্রের মতই। বিয়ে বহির্ভূত বাকি সব সম্পর্ককে সহজ করে দেয়া এই উম্মাহকে ধ্বংস করার মূল হাতিয়ার। এর দায়ভার শুধু যুবসমাজের না, আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার। রাজধানীর হোটেলগুলোর কিঞ্চিৎ চিত্র মাঝে মাঝেই পত্রিকায়, সংবাদে ওঠে আসে। কি বেহাল এই সমাজের যুবসমাজের! টাকার বিনিময়ে শারীরিক চাহিদা মিটাতে ঐ অন্ধকার গলি বেছে নেয়, দিনের আলোতে তাদের বিয়ে বোঝা বলে মনে হয়। আস্তাগফিরুল্লাহ!
অল্প বয়স বলে যে সমাজ বিয়েতে বাঁধা দেয়, সেই সমাজেই প্রাইমারি স্কুলের বাচ্চাদের স্পেশাল ছেলেবন্ধু /মেয়েবন্ধু থাকাকে বাহবা দেয়! কিছু কিছু জায়গায় শয়তানের আর নতুন করে কষ্ট করতে হয়না,তার উত্তরসূরীরাই এই কাজে পটু হয়ে যায়, এমন দৃশ্য আমরা অহরহ দেখে থাকি। এখন তো আবার নতুন ট্র্যান্ড-সমকামিতা,দুঃখিত নতুন বললে ভুল হবে- নতুন নতুন যুক্তিতে আবির্ভূত। অথচ আল্লাহ তাআলা লুত আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্প্রদায় ধ্বংস করে দিয়েছিলেন এই অপরাধের কারণে।

আল্লাহ বলেন, ‘আর লুতকে আমি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম। আমি তাকে এমন এক জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, যার অধিবাসীরা অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিল। তারা ছিল এক মন্দ ও পাপাচারী কওম। আর আমি তাকে আমার রহমতের মধ্যে শামিল করে নিয়েছিলাম। সে ছিল সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।’ (সূরা আম্বিয়া: আয়াত ৭৪-৭৫)।

ভোগবিলাসিতায় ঘুরা ফেরা যুবসমাজের কাছে জীবন উপভোগের! আসলে তারা কত বড় ধোঁকায় পরে নিজের কত ক্ষতি করছে এটা বুঝাবে কে?! আর যখন বুঝতে পায় তখন অনেকটা সময় চলে যায়। শয়তানের ঘোরে কখন যে জীবনের মহা মূল্যবান সময়টুকু হারিয়ে যায় তা চেতনায় আসে না।

 ভুল সিদ্ধান্ত নেয়ার প্ররোচনা::

সন্তান যখন বাবা-মাকে বিয়েতে রাজি করাতে পারবে না, তখন শয়তান বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা, অযথা পরিকল্পনা ও নানা ওয়াসওয়াসা ছেলের মাথায় ঢুকিয়ে দেবে। সারাক্ষণ শুধু বিয়ে, বিয়ে, আর বিয়েই তার মাথায় গিজগিজ করবে। অথচ সে জানে এসব চিন্তা-ভাবনায় তার বিয়ের একটুও অগ্রগতি হবে না। কোনো সুরাহা হবে না। তবুও সারাক্ষণ বিয়ের চিন্তা তার অধ্যাবসায় ও কাজকর্মে উদাসীন করে তুলবে। স্পিরিট নষ্ট করে দেবে। মোটকথা সব ভালো সূরতেই শয়তান তাদের ধোকায় ফেলতে সক্ষম হবে। হয়ত ছেলেকে, নতুবা বাবা-মাকে।

 বিয়ে ফ্যান্টাসিঃ

বিয়ে কি ফ্যান্টাসি! বিয়ে যুবক যুবতির জন্য এক নেক চিন্তা। কিন্তু এই নেক চিন্তাটা ততক্ষণ কল্যাণকর যদি তা ভুল পথে মোড় না নেয়। বিয়ে চিন্তা ফ্যান্টাসিতে রুপ নেয়,এটা একটা বড় সমস্যা। অলীক চিন্তা, দৃশ্য কাজ করতে থাকে যার বাস্তবিকতার সাথে কোন মিল নেই। এই ফ্যান্টাসি নতুন দ্বীনে ফেরা ভাইবোনদের মাঝেও প্রখর। বিয়ে এমন একটা সামাজিক - পারিবারিক বন্ধন, মানসিক,শারীরিক, আর্থিক প্রস্তুতির একটা বিষয় থাকে। ঈমান আমলের পাকাপোক্ত প্রস্তুতি নেয়ার প্রয়োজন হয়,নাহলে অনেক ঝড় আসতে পারে যা সামলানো মুশকিল হয়ে যাবে। বিয়ের ফ্যান্টাসিতে থাকা ভাই বোনরা ভুলে যায় বাস্তবিকতা, কুফুর দিকে নজর দেয়া যার ধরুন হিতে বিপরীত হয়ে পরিবারে কালো অন্ধকার আসার সম্ভাবনা খুব থাকে।

---বিয়েই তো ছেলে মেয়ে দেখা করা যাবে/এমনকি দরকার। হ্যা তবে তাও শরীয়াসম্মত মাধ্যমে, সঠিক সময়ে। বিয়ে হবেইতো ভেবে ঘন্টার পর ঘন্টা ফোনে কথা বলাটা শরীয়ায় নেই, পর্দাহীনতার কাজ। বিয়ের কথা হচ্ছে বলেই মাহরাম হয়ে যায়না। বিয়ের জন্য মেয়ে দেখা নিয়ে শয়তানের অনেক নেক ফাঁদ থাকে। অনেক মুরুব্বীরা নীতিকথার ঝুঁড়ি নিয়ে হাজির হবে, উডবি শ্বশুর বাবাইতো সামনে যেতে সমস্যা নেই! আশ্চর্যজনক সেই পুরুষটা তখনো নন-মাহরাম!

 মা-বাবাকে প্ররোচনা

ছেলে হয়ত বিয়ের প্রয়োজন অনুভব করছে। এই ফিতনার যুগে নিজের ঈমান-আমল বাঁচাতে সে বিয়েকেই নিজের জন্যে প্রধান সুরক্ষা মনে করছে। হাদীসেও বিয়ের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। স্ত্রীর ভরণ-পোষণের সামর্থ্যও তার রয়েছে। তাই সে বিয়ে করতে চায়। এখানে শয়তান এসে বাবা-মাকে প্ররোচনা দেবে। ছেলের বিয়ের বিরুদ্ধে বাবা-মাকে একপায়ে দাঁড় করাবে। বিয়ে না করার জন্যে ছেলেকে রাজি করাতে বাবা-মা তার পকেটখরচ বাড়িয়ে দেবে। যে পকেটখরচ দিয়ে ছেলে তার বউকে নিয়ে হেসে-খেলে চলতে পারত, সেই পকেটখরচ গার্লফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরতে বরাদ্দ দেবে; তবুও বাবা-মা ছেলে বউকে ঘরে তুলতে রাজি হবেন না। শয়তান এখানে লেখাপড়া, বয়স, ইস্ট্যাবলিশমেন্ট প্রভৃতি অজুহাত সামনে এনে দিয়ে বাবা-মা'র বিয়ে-বিরোধী অবস্থানকে পাকাপোক্ত করে দেবে।

এখানে শয়তানকে পরাজিত করবার জন্যে একটিমাত্র কৌশল প্রয়োগ করতে হবে।
ছেলে বিয়ের প্রয়োজন অনুভব করলে অন্য চিন্তা না করে বাবা-মা অভিভাবক তাকে দ্রুত বিয়ে করিয়ে দেবে। এখানে শয়তান মধ্যখানে এসে সুযোগ নিতে
পারবে না।

আর বাবা-মা তথা অভিভাবক যদি এই মুহূর্তে ছেলেকে বিয়ে করাতে মোটেও প্রস্তুত না থাকেন, তাহলে ছেলের জন্যে কর্তব্য হলো, বাবা-মাকে ডিঙিয়ে একা একা বিয়ের সিদ্ধান্তে না যাওয়া। সারাক্ষণ বিয়ের চিন্তা করে নিজেকে পেরেশান করে না তোলা। মাথা থেকে এই চিন্তা ঝেড়ে ফেলে ফ্রেশ হয়ে লেখাপড়ায়, কাজকর্মে মনোযোগী হওয়া। আল্লাহর যখন ফয়সালা হবে, তখন আপনার বিয়ে কেউ আটকাতে পারবে না।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শয়তানের বিভিন্ন ধরনের কিছু ওয়াসওয়াসা,কুরআন,শরীয়া ও আমাদের করণীয়

ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ককে সুন্দর ও মজবুত ভিত্তির উপর স্থাপন করা হয়েছে। এটি কেবল দুটি মানুষের মিলন নয়, বরং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী গড়ে তোলা একটি পবিত্র বন্ধন। এই বন্ধন পারস্পরিক ভালোবাসা, সম্মান, বিশ্বাস ও দায়িত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। একটা সমাজের মূল গঠন হলো পরিবার, পরিবারের মূলে রয়েছে স্বামী স্ত্রী। ইবলিস সেই মূল কাঠামোতেই তার প্ররোচনার ফাঁদ বেশি রাখে। উম্মাহ গঠনের এই মূল ভিত্তিতে ইবলিসের ধোঁকা পদে পদে।

- নবদম্পতিদের জন্মদান সম্পর্কে ধোঁকা

বিয়ের পর পর শয়তান এই জুটির মাঝে বাচ্চা জন্মদান নিয়ে ধোঁকা দেয়। শুভাকাঙ্ক্ষী সেঁজে তাদের কে বলে বাচ্চা নেয়ার অনেক সময় আছে, নতুন নতুন বিয়ে হয়েছে মাত্র, আগে জীবনটা উপভোগ করে নেয়া উচিত! বাচ্চা কাচ্চা পালন অতিরিক্ত ঝামেলা, কয়েকটা বছর পরে নেয়া যাবে। এমনকি অনেকে এই প্ররোচনায় পরে গর্ভের বাচ্চা নষ্ট করে নয়। আস্তাগফিরুল্লাহ। অথচ মায়ের গর্ভে সন্তান আসা অনেক বড় নিয়ামত, আল্লাহ তাআলার বিশেষ দানও বটে। শরীয়ত-সমর্থিত কোনো কারণ (অসুস্থতা, কোনো ওজর -দ্বীনি ডাক্তার দ্বারা পরামর্শ) ছাড়া সন্তান আগমনে বাধা সৃষ্টি করা আল্লাহ তাআলার স্বাভাবিক সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় বাধা দেয়ারই নামান্তর। অবশেষে দেখা যায় কত কত দম্পতি বাচ্চার জন্য আহাজারি করেন,বাচ্চা হয়না। এমন অনেক পরিবার আছে বাচ্চা না হওয়ার কারণে ভেঙে যায়। এর উদাহরণও আমাদের আশেপাশে কম নয়।

- দারিদ্র্যতার ভয় দেখায়

অধিক সন্তান হলে খরচ বেশি হবে, দারিদ্রতা আসবে। ভরনপোষণ করাতে পারবেনা। ভবিষ্যৎ বলতে কিছুই হবেনা। ভালো জায়গায় পড়াশোনা করাতে পারবেনা ইত্যাদি ইত্যাদি। এর দরুন মায়েরা জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে জন্মদান থেকে বিরত থাকেন। অনেকে গর্ভের বাচ্চা নষ্টও করে নেন এই উদ্দেশ্যে! আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি রহ. বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ উমরাতুল কারীতে(২০/৭২) উল্লেখ করেন,জন্মনিয়ন্ত্রণের স্থায়ী পদ্ধতিকে সর্বাবস্থায় হারাম।"

জন্মনিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতি বৈধ হবে নিম্নোক্ত ওজর বিদ্যমান থাকলে,,

--দুই বাচ্চার জন্মের মধ্যবিরতি এমন রাখা যাতে প্রথম সন্তানের লালন পালনে কোনো অসুবিধা না হয়।
--কোনো কারণে মহিলার বাচ্চা লালনপালনে সামর্থ্য না থাকলে।
--মহিলার গর্ভধারণ বিপজ্জনক হলে। (আর তা দ্বীনে বুঝসম্পন্ন ডাক্তারের পরামর্শ সম্পন্ন হতে হবে)

সাধারণ অবস্থায় ইসলাম মানুষকে অধিক সন্তান লাভের প্রতি উৎসাহ দিয়েছে এবং যেসব নারী অধিক সন্তানের প্রসবী হয়ে থাকে, তাদের বিবাহ করতে নির্দেশ দিয়েছে। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَدُودَ ،فَإِنِّيْ مُكَا ثِرٌ بِكُمُ الامَمَ
يَومَ الْقِيَامَةِ

' তোমরা অধিক সন্তান-প্রসবী এবং স্বামীদের অধিক ভালবাসে --এ ধরনের মেয়েদের বিবাহ করো।কারণ, কিয়ামতের দিন আমি আমার উম্মত বেশি হওয়ার কারণে আল্লাহর দরবারে গর্ব করব।" -মুসনাদু বাযযার, হাদীস নং ৬৪৫৬; মুসনাদু আহমাদ, হাদূস নং ১২৬১৩,১৩৫৬৯; সুনানু আবি দাউদ,২০৫০, সহীহ

আল্লাহ তাআলা বলেন, "দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তেমাদের সন্তানদের হত্যা কোরো না। তাদের এবং তেমাদের আমিই খাদ্য প্রদান করে থাকি। নিশ্চয় তাদের হত্যা করা মহাপাপ। " (সূরা: ইসরা,৩১)

'শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার আদেশ করে, আর আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় মাগফিরাত ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ অতি প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।'
(জামে তিরমিযী,হাদীস নং ৩৬০,হাসান)

- বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো

পরিবার প্রত্যেকটা মানুষের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা,ভালবাসার নীড়। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমাদের পরিবারগুলো ভঙ্গুর হয়ে যাচ্ছে। মিনিটে মিনিটে ভেঙে যাচ্ছে স্বামী স্ত্রী র সম্পর্ক। বাচ্চারা বিচ্ছিন্ন হচ্ছে মা বাবা থেকে। সিঙ্গেল মা বলে সমাজে যে ট্রেন্ড চলছে তা পশ্চিমাদের ফসল। আমাদের মাঝে তা আধুনিকতা বলে আমদানি হয়েছে। শয়তান স্বামী স্ত্রীর মাঝে কলহ সৃষ্টি করে বিভিন্ন বিষয়ে। বিচ্ছেদ ঘটায়, আর এটা শয়তানের সবথেকে আনন্দের বিষয়,পরিবার ধ্বংস করে দেয়া। বিচ্ছিন্ন পরিবারে বাচ্চাগুলোর জীবনের দিকে একবার থাকান!! যে পরিবার গুলো থেকে মুসলিম উম্মাহর সিংহ জন্ম নেয়া কথা, সুমাইয়া (রা.) মতও তেজস্রি মহিলা জন্মানোর কথা, রাবেয়া বসরির মতও আল্লাহপ্রেমি জন্ম হওয়ার কথা --- হায় আফসোস শয়তান সেই মূল ভিত্তিকে চতুর্দিকে এমনভাবে আক্রান্ত করেছে সেই পরিবারের ছেলে মেয়ে গুলোর জীবন খাটে ডিপ্রেশনে, ভালোবাসাহীনতায়, একাকিত্বে- অবশেষে উচ্ছৃঙ্খল, রাতের বারে আড্ডা , অসৎ বন্ধু বান্ধবের সঙ্গ, নেশায় আসক্তি, অবাধ ও অনৈতিক মেলামেশায় অস্থির একটা সমাজের দৃশ্যপট আমাদের চোখে ভাসে।

The Dhaka Tribune Bangla- ডেইলি নিউজপেপারে র তথ্য(১৩ জুন,২০২৩) মতে, দেশে বর্তমানে তালাকের হার ১.৪%। ২০২১ সালে এ হার ছিল ০.৭%। এ তালাকের হার পল্লী এলাকায় ০.৮% থেকে বেড়ে ১.৪% হয়েছে। অন্যদিকে, শহর এলাকায় তালাকের হার ০.৫% থেকে বেড়ে হয়েছে ১%।

ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন এবং জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে মোট ১৩,২৮৮টি তালাকের আবেদন এসেছিল। এর মধ্যে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে তালাকের আবেদন সংখ্যা ৭,৬৯৮টি। পক্ষান্তরে, উত্তর সিটি কর্পোরেশনে ৫,৫৯০টি তালাকের আবেদন পড়েছে। ফলে প্রতিদিন ঢাকায় ৩৭টি সংসার ভেঙে যাচ্ছে।

প্রতি ৪ মিনিটে একটা করে বিবাহ বিচ্ছেদ হচ্ছে বাংলাদেশে!! আর সর্বশেষ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের রিপোর্ট অনুযায়ী মেয়েদের থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ করার হার ছেলেদের থেকে বশি!!

মেয়েদের উল্লেখিত কারণগুলোর মাঝে,

* স্বামীর পরক্রিয়ায় লিপ্ততা
* সন্দেহপ্রবনতা
* সাংসারিক দায়িত্বে অনিহা
*শারীরিক নির্যাতন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ছিল।

অপরদিকে পুরুষের দিক থেকে ডিভোর্স চাওয়ার কারণগুলোর মধ্যে,

* স্ত্রী র সন্দেহপ্রবণতা
*উচ্চ ভোগবিলাস
* পরক্রিয়ায় জড়ানো
* সাংসারিক বিষয়ে যত্নশীল না হওয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ছিল!!

 মেয়েদের উচ্চ ভোগবিলাস মনোভাব::

ভোগবিলাসের ব্যয়বহুলতার প্রভাব সাধারণ থেকে প্র্যাকটিসিং সব পরিবারের উপরেই পরে থাকে। নারীদের ধোঁকা দিতে শয়তান খুব সিদ্ধহস্ত। পরিবারের অন্য নারীর জীবন ব্যবস্থা, বান্ধবিদের জীবন ব্যবস্থা, এমনকি দ্বীনি বোনদের জীবন ব্যবস্থার ধরণে বোনরা আকৃষ্ট হয়ে যাওয়া শয়তানের প্ররোচনার এক বড় খাদ।আর এগুলোতে নারীদের স্বভাবজাত রুচি কাজ করে। এই বোন কোন ক্রিম ব্যবহার করেন,কোন জামাটা অর্ডার দিয়েছেন,কোন ব্যাগটা নতুন নিয়েছেন, ঘরের জিনিসপত্র সামগ্রী প্রভৃতি নিয়েছেন, আমিও নেই/নিবো/লাগবে।। আমাদের মাঝে এই চিন্তাটা কম অনুভব হয়ে যায় আমার ক্ষেত্রে ঐ ব্যয় বহন যথেষ্ট হবে কিনা / অতিরিক্ত হয়ে যাবে কিনা। জাওযের জন্য কষ্টকর হয়ে যাবে কিনা।

উস্তাযা থেকে শিক্ষা

একজন উস্তাযা একদিন মাসোয়ারা দিতে গিয়ে বলছিলেন,উনার বিয়ের আগে কিছু ব্যয়বহুল ড্রেস ছিল যা তিনি হাদিয়া দিয়ে দিয়েছিলেন! কারণটা খুব সূক্ষ্ণ, বিয়ের পর জাওযের যদি ব্যয়বহুল জিনিসপত্র সরবরাহ করে দিতে কষ্টকর হয়ে যায়, যদি আল্লাহর বান্দার প্রতি জুলুম হয়ে যায় উনার ভরণপোষণের ব্যয় বহন করা! সুবহান আল্লাহ! আল্লাহ উনার সুন্দর ফিকিরে বারাকাহ দিক।(আমীন)
কি সুন্দর ফিকির, দ্বীনি ছেলে যে কিনা হালাল উপার্জনে নির্ভরশীল, তাঁর ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অবস্থা চাকচিক্যময় নাও হতে পারে। অর্থনৈতিক অবস্থা সবার এক থাকবেনা,আর এটা রবের এক পরীক্ষা। আর এই অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করতে সাধারণ কত ছেলে অসাধু পথ অবলম্বন করেন শুধু পরিবারের শান্তি বজায় রাখতে। এর রেশ ধরে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়, অপ্রাপ্তির খাতা বাড়তে বাড়তে বিচ্ছেদেও রূপ নেয় অনেক ক্ষেত্রে!! আমাদের বোনদের দৃষ্টি চিন্তা এমন দরদী হওয়া দরকার। উম্মাহর সুদিন ফিরাতে প্রত্যেকটা মুসলিম ঘরে এমন সুচিন্তা ফিকির সম্পন্ন ললনা গড়ে উঠুক।

চাকরির ক্ষেত্রে নারী, জরুরত, কুরআন, শরীয়া আর আমাদের সমাজ

মাহরাম কেউ কর্মক্ষম থাকলে নারীর জন্য চাকরি করার জরুরত নেই। সেখানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীরা বাধ্য হয় কোনো না কোনো চাকরি বেঁচে নিতে। এর বিশেষ কারণ মাহরাম যারা থাকেন তাদের দায়িত্বে অবহেলা,অজ্ঞতা, দুনিয়াবি প্রাধাণ্য দেয়া । আমার মুসলিম বাবা-ভাইয়েরা গাইরত সম্পর্কে অবগত নয়! বংশগত মুসলিম পরিবারগুলোতে ইসলামের সোনার পরশ নেই, ফলে ঘরের ছেলে জানেনা বাবা মার দায়িত্ব কতটুকু তার উপর বর্তায়, অবিবাহিত বোনের দায়িত্ব তার উপর কতটুকু বর্তায়, নিজের ঘরণীর দায়িত্ব সম্পর্কে!! বাবা জানেনা মেয়েকে কোন পরিবেশে কোন তরিকায় লালন পালন করবেন! পুরুষের পৌর সত্ব ভুলে,গাইরত বিকিয়ে, দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা বর্তমানের নারী সমাজকে চাকরীর সন্ধান করতে বাধ্য করার জন্য অনেকটা দায়ী, বাকি কিছুটা যায় বোনদের পাশ্চাত্যের মনোভাব, বিলাসিকতার কারণে। অনেক পরিবারে কোনো অর্থনৈতিক কারণ নেই, তবে শয়তান মোহে আকৃষ্ট করে,উচ্চ পরিবারের চাহিদা মেয়ে উচ্চ পড়াশোনা করবে, ভালো চাকরি করবে, এটাই তাদের সুনাম বাড়াবে, মর্যাদা বাড়াবে!!

-- অনেক আহলাল ও তার পরিবারো চায় আহলিয়া চাকরি করুক! জরুরত থাকতেই পারে ভাল,,,তবে যাদের আধো কোনো জরুরত নেই তারা হারাম কাজের অনেক গুলো রাস্তার একটা হালাল রাস্তা খুজে বার করেন! শয়তান তো আর ডিরেক্ট এসে আমাদের ধোঁকা দিতে আসবেনা,অন্যকারো মাধ্যমে নেক সুরতের রাস্তা দেখায় মাঝে মাঝে।

পাশ্চাত্যের পচা দূর্গন্ধময় রীতি শয়তান আমাদের মাঝে এমন ভাবে প্রদর্শনী করে আমরা সুরে তাল মিলিয়ে নারীবাদী হয়ে উঠি। নারীদের সমান তালে, কাধে কাঁধ মিলিয়ে জব সেক্টরে অবস্থানের কথা বলি!! অথচ এই নারী একটা রাজত্বের মালকিন, একটা পরিবারের মূলসুখের চাবিকাঠি তার হাতে! কি নেই একটা পরিবারে? অর্থের সুষ্ঠু বন্টণ, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য এমনকি কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হয় এই পরিবারগুলোর মাঝে সুসম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে। সুসন্তান গড়ে তুলতে হাজারো প্রচেষ্টা, শ্রম, ত্যাগ তিতিক্ষা সব।

শরীয়ত সাধারণ অবস্থায় নারীদেরকে ঘরে অবস্থান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শরীয়ত তাদের ওপর এমন দায়িত্ব আরোপ করে নি, যার কারণে তাদের ঘরের বাইরে যেতে হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

‘আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং জাহিলিয়াতযুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না।’ (সূরা আহযাব ৩৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَإِنَّهَا لا تَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا

‘নারী গোপন জিনিস, যখন সে ঘর থেকে বের হয় শয়তান তাকে তাড়া করে। আর সে আল্লাহ তাআলার সবচে’ নিকটতম তখন হয় যখন সে নিজের ঘরের মাঝে লুকিয়ে থাকে।’ (তাবরানী ২৯৭৪)

নারী মসজিদে যাওয়ার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ ‘তাদের জন্য তাদের ঘর উত্তম।’ (আবু দাউদ ৫৬৭)

মহিলাদের জন্য পর্দা রক্ষা করে ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকুরী করা জায়েজ আছে। তবে এক্ষেত্রে যেন পর্দা লঙ্ঘণ না হয়, সেই সাথে শরয়ী অন্য কোন বিধান লঙ্ঘিত না হয়, সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

হ্যাঁ, যদি উপার্জনক্ষম কোন মাহরাম আত্মীয় থাকে, বা অভিভাবক থাকে, তাহলে মহিলাদের জন্য ব্যবসা ও চাকরীর জন্য বাহিরে যাওয়া উচিত নয়।

শরয়ী পর্দা ও বিধান অনুসরণ করে মহিলাদের ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকুরী করাতে কোন নিষেধাজ্ঞা আসেনি। তা’ই শরয়ী কোন কারণ ছাড়া মহিলাদের ব্যবসা করা ও চাকুরী করাকে হারাম বলার সুযোগ নেই।
(তাবয়ীনুল হাকায়েক ৬/১১৭; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৫৫; আলবাহরুর রায়েক ১/২০০; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৮, ফিকহুন নাওয়াযিল ৩/৩৫৯)

নারী চাকরির খাতিরে ঘর থেকে বের হতে পারবে। তবে এর জন্য কিছু নিয়ম ও শর্ত রয়েছে। নিয়ম ও শর্তগুলো মেনে চললে নারীর জন্য ঘর থেকে বের হওয়া জায়েয হবে; অন্যথায় নয়।

যেমন,

- যদি সত্যিকারে তার চাকরি করার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তার জন্য চাকরি করা জায়েয হবে।

- চাকরিটা তার দৈহিক, মানসিক স্বভাব ও রুচির সঙ্গে সামনজস্যশীল হতে হবে। যেমন, ডাক্তারি, নার্সিং, শিক্ষা, সেলাই কিংবা এ জাতীয় পেশা হতে হবে।

- কর্মক্ষেত্রে পর্দার পরিপূর্ণ পরিবেশ থাকতে হবে। অন্যথায় জায়েয হবে না।

- চাকরির কারণে যাতে পরপুরুষের সঙ্গে সফর করতে না হয়।

- কর্মক্ষেত্রে আসা-যাওয়ার পথে যাতে কোন হারাম কাজ করতে না হয়। যেমন, ড্রাইভারের সঙ্গে একাকী যাওয়া, পারফিউম ব্যবহার করা ইত্যাদি।

- নারীর প্রধান কাজ ও দায়িত্ব হচ্ছে স্বামীর খেদমত করা, তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা ও মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন করা। যদি চাকরি করতে গিয়ে এসব দায়িত্ব পালনে ব্যাপক অসুবিধা হয় তাহলে তার জন্য চাকরি করা জায়েয হবে না। (ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমাহ ২/৯৮১ ফিকহুন নাওয়াযিল ৩/৩৫৯)

বর্তমান প্রেক্ষাপটে উপরোক্ত সম্পূর্ণ শর্তগুলো মেনে চাকরি করা আধৈ সম্ভব হবে! এমন পরিবেশ গড়ে দেয়ার দায়িত্ব সমাজের, রাষ্ট্রের, রাষ্ট্র প্রধানের! এমন পদ্ধতি আর শালীন পরিবেশ একমাত্র খেলাফতে রাষ্ট্র দিতে পারেন নারীকে।

 নারী ডাক্তার/ নারী নার্স এর ক্ষেত্রে -

অসুস্থ্য মানুষদের সেবা করাও সওয়াবের কাজ। যেহেতু মহিলাদের জন্য মহিলা ডাক্তারের প্রয়োজন। তাই মহিলাদের জন্য পর্দার বিধান পুরোপুরি ভাবে পালনের শর্তে ডাক্তারী শিক্ষা অর্জন করা জায়েজ আছে। (কিতাবুন নাওয়াজেল ১৪/২৫৬)

ফাতাওয়া লাজনাতিদ্দায়িমা (আরব বিশ্বের সর্বোচ্চ ফতোয়া কমিটি)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে,

قد تجد الطبيبة حرجا وصعوبات في تغطية وجهها عن غير المحارم أثناء عملها، فهل هذا يعتبر من الضرورة لكشفه؟

মহিলা ডাক্তার তার কর্মস্থলে ডিউটি করার সময় পরপুরুষের সামনে চেহারা ঢেকে রাখতে সমস্যা ও কষ্ট হয়। সুতরাং চেহারা খোলা রাখার জন্য এটাকে জরুরত হিসেবে গণ্য করা যাবে কিনা?

তাঁরা উত্তর দিয়েছেন,

يحرم على المرأة كشف وجهها لغير محارمها، وليس هناك ضرورة لكشف الوجه في العمل

নারীর জন্য পরপুরুষের সামনে চেহারা খোলা রাখা হারাম। আর ডিউটি করার সময় প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে চেহারা খুলে রাখার জরুরত বিদ্যমান নেই। (ফাতাওয়া লাজনাতিদ্দায়িমা ১৭/২৭৭)

মহিলা ডাক্তারি/নার্সিং পড়তে গেলে তাকে অনেক কিছু ফেইস করতে হয়। যেমন পুরুষ রোগীর রিভিলিং বডি পার্ট দেখা, বা কোনো পুরুষ পেশেন্ট কে বিনা অনুমতিতে বিবস্ত্র দেখা, মর্গে পোস্ট মর্টাম এর সময় ছেলে মেয়ে উভয় কে দেখা ও প্রত্যেকটা বডি পার্ট চেক করা, কখনো বা পুরুষ স্যার বা ক্লাসমেট দের সো কোল্ড কুল (অশ্লীল, হারাম জোকস সহ্য করা), কখনো আবার শিখার জন্যে নন মাহরাম এর সামনে হাল্কা হলেও চেহারা দেখানো! এগুলো সবই হারাম। এসব করলে মেয়েটির অবশ্যই গুনাহ হবে। এসব ক্ষেত্রে করণীয় হলো ইহা থেকে বাঁচতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া,আল্লাহর কাছে প্রতিনিয়ত ইস্তেগফার করা। তওবা চালিয়ে যাওয়া।

★মহিলা ডাক্তার এবং মহিলা নার্স এর মাধ্যমেই মহিলাদের সিজার বা সন্তান ডেলিভারি করা প্রয়োজন। এটি তাদের ইজ্জত-আব্রুর হেফজত এবং পর্দা রক্ষার জন্য সবচেয়ে উপযোগী একথায় কোনো সন্দেহ নাই।

তবে যদি এ বিষয়ে অভিজ্ঞ মহিলা ডাক্তার ও নার্স না পাওয়া যায় তাহলে অনন্যোপায় হয়ে পুরুষ ডাক্তার বা নার্সের সাহায্য নেয়া জায়েয রয়েছে। এতে গুনাহ হবে না। কারণ এ ছাড়া আর বিকল্প নাই।

আর এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্যই কিছু ইসলামি স্কলারগন মুসলিম মহিলাদের মেডিকেল পড়াকে ফরযে কিফায়া বলেছেন। অর্থাৎ মুসলিমদের মধ্যে অবশ্যই কিছু মহিলার এ পেশায় আসা আবশ্যক যেন মহিলা সংক্রান্ত অসুখ-বিসুখ, সিজার, সন্তান ডেলিভারি ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুসলিম নারীদেরকে পর পুরুষ বা অমুসলিমদের শরণাপন্ন না হতে হয়। নার্সিং একটি

গুরুত্বপূর্ণ পেশা। এর মাধ্যমে মানব সেবা করার উত্তম সুযোগ পাওয়া যায়। তবে অবশ্যেই পর্দার বিধান রক্ষা করা ফরজ। সাধারণত পুরুষ নার্স পুরুষ পেশেন্টের সেবা করবে এবং নারী নার্স মহিলা পেশেন্টের সেবা করবে। তবে বাধ্যগত অবস্থাতে রোগীর জীবন বাঁচানোর তাগীদে বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে পুরুষ নারীকে বা নারী পুরুষকে শরঈ বিধান মেনে সেবা দিতে পারে। সুতরাং মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে শরিয়তের বিধান মেনে নার্সিং পেশায় পড়াশুনা করা জায়েয আছে।

সুতরাং সমাজের অর্থশালী ও উদ্যোগী ব্যক্তিদের জন্য মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র মেডিকেল কলেজ/ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা ফরজ- যেন আমাদের দ্বীনদার বোনেরা পর পুরুষ থেকে আলাদা থেকে নির্বিঘ্নে এ বিষয়ে উচ্চতর পড়াশোনা করতে পারে।

তবে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা না থাকলেও দীনী কিছু বোনেরা পূর্ণ পর্দা ও শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে থেকে প্রচলিত সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মেডিকেল বা নার্সিং বিষয়ে পড়াশোনা করবেন এবং ভবিষ্যতে মহিলাদের জন্য আলাদা মেডিক্যাল কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় খোলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।

উম্মাহ এর খিদমাহ এর স্বার্থে,পর্দানশীন নারী রোগী দের পর্দা রক্ষার্থে সার্জারিতে দ্বীনদার মহিলা ডাক্তার/নার্সদের ক্যারিয়ার করা জায়েজই শুধু নয়,বরং এটি
বর্তমান সময়ে অতিব প্রয়োজন।

 বর্তমানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নার্সিং ইন মিডওয়াইফারি পড়াশোনা করছেন বোনেরা। যারা নরমাল ভেজাইনাল ডেলিভারি বিষয়ক প্র্যাকটিক্যাল পড়াশোনা করে থাকেন। এই সেক্টরটা আমাদের মা-বোনদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়, নরমাল বাচ্চাদানের ক্ষেত্রে পুরুষের দারস্থ হতে হয়না স্বাভাবিক ভাবে। এই পজিসনে শুধু মেয়েদের জন্য, ছেলেরা নয়। বর্তমান উম্মাহর জরুরতে গাইনেকোলজি সেক্টরে দ্বীনি ডাক্তার,নার্স ও মিডওয়াইফারি বোন অনেক প্রয়োজন।

মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করা

শয়তান ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ও আল্লাহ সম্পর্কে মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’ তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلُوهُ إِنَّا نَجِدُ فِى أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ .قَالَ وَقَدْ وَجَدْتُمُوْهُ، قَالُوا نَعَمْ .قَالَ ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ-

'ছাহাবাদের একদল লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল যে, আমরা আমাদের অন্তরে কখনো এমন বিষয় অনুভব করি, যা মুখে উচ্চারণ করা আমাদের কাছে খুব কঠিন ঠেকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সত্যিই কি তোমরা এ রকম পেয়ে থাক? তারা বললেন, হ্যাঁ, আমরা এ রকম অনুভব করে থাকি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এটি ঈমানের প্রকাশ্য প্রমাণ' ।[মুসলিম, 'ঈমান ' অধ্যায়, 'অন্তরের ওয়াসওয়াসা ' অনুচ্ছেদ।]
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন,

يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ-

'তোমাদের একজনের কাছে শয়তান এসে বলে, কে এটি সৃষ্টি করেছে? কে ঐটি সৃষ্টি করেছে? এক পর্যায়ে সে বলে, কে তোমার প্রতিপালককে সৃষ্টি করেছে? তোমাদের কারও অবস্থা এ রকম হ' লে সে যেন শয়তানের কুমন্ত্রণা হ' তে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় এবং এ রকম চিন্তা-ভাবনা করা হ' তে বিরত থাকে' ।[বুখারী, 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়, 'ইবলীস ও তার সৈন্যদের আলোচনা ' অনুচ্ছেদ হা/৩২৭৬; মুসলিম হা/১৩৪; মিশকাত হা/৬৫।]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'শয়তান আদম সন্তানের রক্তনালীতেও চলাচল করতে পারে। আমার আশংকা হ' ল, হয়তো শয়তান চলাচল করে তোমাদের মনে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করে দেবে' ।[বুখারী হা/২০৩৫ 'ই 'তিকাদ' অধ্যায়; মুসলিম হা/২১৭৫; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৮৪৯।]

আবার মানুষ যখন ছালাতের জন্য ওযূ করে অথবা ছালাত আদায় করতে আরম্ভ করে তখন শয়তান মানুষের মনে এমন সন্দেহ সৃষ্টি করে যেন তার ওযূ নষ্ট হয়ে গেছে। এ অবস্থায় শব্দ শুনা বা গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত ওযূ করতে হবে না। একদা আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হ' ল যে, তার মনে হয়েছিল যেন ছালাতের মধ্যে কিছু বের হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন, 'সে যেন ফিরে না যায়, যতক্ষণ না শব্দ শুনে বা দুর্গন্ধ পায়' ।[বুখারী হা/১৭৭ 'ওযূ' অধ্যায়; মুসলিম হা/৩৬১।]

এভাবে শয়তান মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে। মানুষ এভাবে যতই খারাপ চিন্তা করুক না কেন এজন্য তাকে পাকড়াও করা হবে না বা কোন গুনাহ লিখা হবে না যতক্ষণ না সে এগুলি বাস্তবায়ন করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

-إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُوْرُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ

'আমলে পরিণত করা অথবা এটা মুখে উচ্চারণ না করা পর্যন্ত আল্লাহ তা 'আলা আমার উম্মতের মনের ওয়াসওয়াসাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন' ।[বুখারী হা/২৫২৮ 'ইতক ' অধ্যায়, 'তালাক ও আযাদ করার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি' অনুচ্ছেদ; মুসলিম 'ঈমান ' অধ্যায়; মিশকাত হা/৬৩।]

ভাল্লাগেনা রোগের সৃষ্টি

আজকালকার দুনিয়ায় 'ভাল্লাগেনা' একটা রোগের নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। চারপাশে তাকালে আমরা এমন হাজার হাজার লোকের সন্ধান পাবো, যারা জীবন নিয়ে চরম পর্যায়ের হতাশ। এমন নয় যে–তাদের অর্থকড়ি, প্রভাব-প্রতিপত্তি কিংবা নাম-যশ-খ্যাতির অভাব। তাদের কোনোকিছুরই অভাব নেই। তাদের সবকিছু আছে, তবু সবকিছু থেকেও যেন কোথাও কিছু নেই। তাদের জীবনে যেন এক বিশাল শূন্যতা বিরাজ করে আছে! প্রাপ্তিতে ভরে ওঠা তাদের জীবনপাতাটা জুড়ে যেন এক অদৃশ্য অপ্রাপ্তির আনাগোনা।
আচ্ছা, কেন এমন হয়?

আরিফ আজাদ সাহেবের রচিত 'এবার ভিন্ন কিছু হোক' বইয়ের একটা গল্প পড়ি চলেন,

কখনো কখনো কি জীবন থেকে পালাতে মন চায় আপনার? মাঝে মাঝে হাহাকার করে ওঠে মন? ভীষণ মর্মপীড়ায় মাঝে মাঝে হৃদয় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়? দুনিয়াকে বিষাক্ত লাগে? কবির মতন করে বলতে মন চায়, 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ?'

কখনো কি ভেবেছেন, কেন জীবনে আপনি তৃপ্তি পাচ্ছেন না? সবকিছু থেকেও কেন আপনার কিছু নেই? কেন আপনার কাজে মন বসে না? একজীবনে পরিতৃপ্তির জন্য যা কিছু উপকরণ দরকার, তার সবটাই তো আপনার কাছে আছে, তবু কেন আপনি ভীষণরকম একা?

আপনি হয়তো জানেন না আপনার এই দুর্বিষহ জীবনের নেপথ্য কারণ। ঠিক কোন কারণে আপনার ভরা বাসন্তী-জীবনে যাতনার প্লাবন, তা আপনার কাছে অজানা। তবে আপনার এই

অজ্ঞাত, অনির্ণেয় দুঃখ-ভারাক্রান্ত জীবনের একটা কারণ সম্ভবত আমি জানি। আপনাকে উদ্দেশ্য করেই সম্ভবত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন–

‘আর যে আমার স্মরণ থেকে বিস্মৃত হবে, তার জীবন হয়ে পড়বে সংকুচিত।’
(সূরা ত্ব-হা, আয়াত–১২৪)

আয়াতটির সাথে আপনার জীবনের কি কোনো মিল পাচ্ছেন? এই যে আপনার জীবনজুড়ে হাহাকার, অপ্রাপ্তি, অতৃপ্তি এবং গভীর শূন্যতাবোধ–এর কারণ সম্ভবত আপনি আল্লাহর স্মরণ থেকে বিস্মৃত হয়েছেন।

আল্লাহর স্মরণ মানে হলো–জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে আল্লাহর অনুশাসন অনুসরণ করে চলা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যা যা আপনার জন্য হালাল করেছেন, তা গ্রহণ করা এবং যা-কিছু তিনি হারাম করেছেন, তা এড়িয়ে চলা। প্রকৃতভাবে আল্লাহকে ভয় করা, আল্লাহকে ভালোবাসার নামই হলো আল্লাহর স্মরণ।

উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝতে আরো সহজ হবে। ধরা যাক, আপনি কোনো অফিসের বড় কর্মকর্তা এবং আপনার অধীনে ব্যাপক আকারে কর্মী নিয়োগ হয়ে থাকে। যেহেতু কর্মী নিয়োগের সকল ব্যাপার-স্যাপার আপনার হাত দিয়েই সম্পন্ন হয়, সুতরাং আপনি চাইলে এখানে স্বচ্ছভাবেও নিয়োগ দিতে পারেন অথবা রাখতে পারেন কোনো জালিয়াতির সুযোগ।

নিয়োগ সাধারণত মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই হয়। আপনার অফিসেও সেটাই হওয়ার কথা। কিন্তু একজন চৌধুরি সাহেব, যার আবার পকেটভর্তি টাকা, তিনি আপনার হাতে লাখ দুয়েক টাকার একটা বান্ডিল গছিয়ে দিয়ে বললেন, ‘অমুক আর অমুক আমার লোক। তাদেরকে অমুক অমুক পোস্টে বসিয়ে দেবেন।’

যে দুটো পোস্টে চৌধুরি সাহেবের লোক বসিয়ে দেওয়ার জন্য আপনার কাছে বায়না এবং লোভনীয় সুযোগ এসেছে, সে পোস্টের জন্য আবেদন জমা পড়েছে হাজার হাজার, কিন্তু কোনোকিছুর তোয়াক্কা না করে, একটা লোক দেখানো পরীক্ষা কিংবা ইন্টারভিউ নিয়ে আপনি সকলকে একে একে বাদ করে দিলেন নানান ছুতোয়। আপনার পকেটে যেহেতু নগদ দুই লাখ টাকা ঢুকে পড়েছে, সেহেতু আর কোনোদিকে তাকানোর সময় কি আপনার আছে? চুলোয় যাক ওসব সততা আর স্বচ্ছতা!

আরো ধরা যাক, সেই দুই লাখ টাকা দিয়ে আপনি কুরবানির ঈদের জন্য একটা ই-য়া-য়া সাইজের গরু কিনলেন। আপনার কেনা গরুর সাইজ দেখে পাড়া-মহল্লায় তো হৈহৈ-রৈরৈ অবস্থা! এত বড় গরু দিয়ে এই তল্লাটে আগে কেউ আর কুরবানি দিতে পারেনি। আপনিই প্রথম!

চারদিক যখন আপনার সক্ষমতা আর সম্পদ ত্যাগ করে এত বড় নজির স্থাপনের ভূয়সী প্রশংসায় মাতোয়ারা, আপনার অন্তরে তখন কিন্তু আনন্দের ছিটেফোঁটাও নেই। কারণ আপনি জানেন আপনার অর্জিত টাকা কোনোভাবেই হালাল নয়। আপনি জালিয়াতি ও প্রতারণা করে এই টাকা লাভ করেছেন। আপনি অনেকগুলো মানুষের হক নষ্ট করেছেন আর ধূলিসাৎ করেছেন অনেকগুলো মানুষের স্বপ্ন।

আপনি একজন ঠগ, প্রতারক আর জালিয়াত। আর কেউ না জানুক, আর কেউ না দেখুক, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তো জানেন আপনার এই অসততার ব্যাপারে। বাইরের দুনিয়া আপনাকে যতই মুত্তাকি, যতই পরহেযগার, যত হৃদয়বানই ভাবুক না কেন, আল্লাহর চোখে আপনি অসৎ ও জালিম ছাড়া আর কিছুই নন।

সুতরাং, হালাল টাকায় একটা বকরি কুরবানি দিয়ে একজন প্রকৃত মুমিন যে প্রশান্তি আর পুলক অনুভব করে, দুই লাখ টাকায় গরু কিনে আপনি তার ধূলিকণা পরিমাণ তৃপ্তিও পাবেন না। সেই পুলক আল্লাহ আপনাকে দেবেন না। আপনার হৃদয়ে নেই কোনো স্থিরতা, নেই কোনো প্রশান্তি।

এই যে–আপনার তো সবই আছে। একটা বড় কোম্পানির হর্তাকর্তা আপনি, কত লোক আপনার অধীনস্থ, বড় অঙ্কের টাকা মাস শেষে বেতন পান আপনি, কী বিশাল সাইজের গরু দিয়ে কুরবানি করেন, বছরের উমরাটাও হয়তো বাদ যায় না। এতসব করেও অন্তরে কেন শান্তির লেশমাত্র পান না জানেন? কারণ আপনি প্রকৃতার্থে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিচ্যুত। আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তাতেই আপনি ডুবে আছেন আগাগোড়া।

আপনার সব থাকবে–উন্নতি, পদোন্নতি, বাড়ি আর গাড়ি। কিন্তু যা থাকবে না, তা হলো অন্তরের প্রশান্তি। এইটার জন্য বিস্বাদ হয়ে উঠবে আপনার জীবন। বিষিয়ে উঠবে আপনার দেহমন। এক অদৃশ্য যাতনার সাগরে ডুবে থাকবেন আপনি। আপনার দালানকোঠা হয়তো আকাশ ছোঁবে, আপনার ক্ষমতার বলয় হয়তো বহুগুণ বিস্তৃত হবে, আপনার নাম-যশ-খ্যাতি হয়তো সীমানা ছাড়িয়ে যাবে, কিন্তু অন্তরের অন্তর্দহনে পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হতে থাকবেন আপনি।

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা থেকে বিরত রাখা

শয়তান আল্লাহ পথের পথিকদের কল্যাণকামী রুপে তার বন্ধু দোসরদের ভয় দেখায়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ' সে তো শয়তান। সে তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়। তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় করো,যদি তোমরা মুমিন হও।' (সূরা: আলে-ইমরান, ১৭৫)

কেউ সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে চাইলে শয়তান তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে। শয়তাব তাকে বিভিন্নভাবে ভয় দেখায়,হুমকি দেয় এবং বলে,মানুষের যা ইচ্ছে তারা তাই করুক, তাদেরকে বাঁধা দেয়ার তুমি কে? তাদের মত তারা থাক, তোমার মত তুমি থাকো। খামোকা ঝামেলা করার কি দরকার। এরা তোমার কথা শুনবে না। এমনটা করতে গেলে তারা তোমার বিরোধী হয়ে যাবে। শুধু শুধু শত্রু বাড়িয়ে কি লাভ!

পবিত্রতা বিষয়ক সন্দেহপ্রবণ/শুচিবায়ু

পরিষ্কার পরিছন্নতা বিষয়ে খুত খুঁতে স্বভাব। একটা জিনিস বার বার পরিষ্কার করেও মনে সন্দেহ থাকা। গোসলে অনেক সময় ব্যয় হয়,অযু করার পর বারবার মনে আসতে থাকে তিন বার ধৌত হয়েছে কিনা/কোনো স্থান শুকনো রয়ে গিয়েছে মনে হয়! অনেকের ক্ষেত্রে ৩ বারের জায়গায় অসংখ্য বার দোয়ার পরও মনে সন্দেহ হয় অযু ঠিকমত হয়েছে কিনা! মূলত শয়তান এমন অসওয়াসা দিয়ে থাকে মনে। যার ফলে অনেকের জামাতও তরক হয়ে যায়,সময় বেশি অপচয় করায়, বেশি পানির অপচয় করায়।

হাদিসে এসেছে, হজরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) একদিন বসে অজু করছিলেন। এমন সময় রাসুল (সা.) তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার পানির ব্যবহার দেখে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এত অপচয় কেন? সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, অজুতেও কী অপচয় হয়? রাসুল (সা.) বললেন, হ্যাঁ, এমনকি নদীর পাশে বসেও অজু করার সময় (পানি অযথা খরচ করলে অপচয় হিসেবে গোনাহ হবে)। সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪২৫

মহান আল্লাহ পানির অপচয় করা থেকে নিষেধ করেছেন। পানির অপচয় ইসলামের দৃষ্টিতে এক মারাত্মক গর্হিত কাজ। ইরশাদ হয়েছে, ‘হে বনি আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাজের সময় সাজসজ্জা গ্রহণ করে নাও, তোমরা আহার করো ও পান করো; কিন্তু ‘অপচয় করো না। তিনি অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না।’ (সুরা আরাফ : ৩১)

পাপকে সামান্য মনে করানো

শয়তান মানুষকে বোঝায় যে ছোটখাটো পাপ করার কোনো ক্ষতি নেই। যেমন, সামান্য মিথ্যা বললে বা একটু গীবত করলে ক্ষতি হবে না। এভাবে ছোট ছোট পাপকে তুচ্ছ মনে করিয়ে শয়তান আমাদের পাপের দিকে ধাবিত করে।

ধর্মীয় কাজে আত্মতুষ্টি

শয়তান কখনো কখনো নেক আমলের পর মানুষের অন্তরে অহংকার সৃষ্টি করে, যেন সে নিজেকে অন্যদের চেয়ে ধার্মিক মনে করে। এ ধরনের আত্মতৃপ্তি বা অহংকার ধীরে ধীরে মানুষকে আল্লাহর আদেশে অবহেলা করতে প্ররোচিত করে।

আল্লাহর রহমতের অপব্যাখ্যা

: শয়তান অনেক সময় মানুষকে আল্লাহর দয়ার কথা বলে আশ্বস্ত করে, যেন তারা ভাবতে শুরু করে যে আল্লাহ তাদের সব পাপ ক্ষমা করে দেবেন। এতে মানুষ পাপের গুরুত্ব ভুলে যায় এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করাকে সহজ মনে করতে শুরু করে।

ভালো কাজ করতে গাফিল করানো

শয়তান নেক সুরতে মানুষের সামনে নানা ধরনের কাজ বা অজুহাত তুলে ধরে, যেন তারা আল্লাহর ইবাদত বা অন্যান্য ভালো কাজ করতে গাফিল থাকে। সে মানুষকে আলসেমি করে তাওবা বিলম্বিত করতে উৎসাহিত করে।

আপনি যদি ৭৫ বছরের হায়াত পান, তাহলে সাকুল্যে আপনি বেঁচে থাকবেন– ৩৬০০ টি সপ্তাহ।

আবারও পড়ুন– ৩৬০০ টি সপ্তাহ মাত্র!!

এখন ভাবুন তো, আমাদের প্রতিটা সপ্তাহ কতো অবলীলায়, অবহেলা আর অযত্নে কেটে যায়।

একটা সপ্তাহ পার হয় মানে, ৩৬০০ সপ্তাহ থেকে একটা সপ্তাহ বিয়োগ হয়।

আপনার বয়স যদি এখন ৩০ বছর হয়, আর যদি ধরে নিই যে আপনি ৭৫ বছরের হায়াত পাবেন, তাহলে দুনিয়ায় আপনি আর বেঁচে থাকবেন কেবল ২১৬০ সপ্তাহ।

গত জুমুয়াহ পড়েছি মনে হয় দুই দিনও পার হয়নি। অথচ আরেকটা জুমুয়াহ দরোজায় এসে উপস্থিত। কতো দ্রুত ফুরোচ্ছে হায়াতের দিন। এটাও কিয়ামতের আলামত, যে–শেষ সময়ে সময়গুলো দ্রুত ফুরোবে। চোখের পলকে।

গত এক সপ্তাহে আমাদের আমলের পাল্লায়, কাজের পাল্লায়, শেখার পাল্লায়, আমাদের রবের সাথে আর মানুষের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের পাল্লায় কী কী যোগ হলো, নাকি আগেও যা ছিল তাতেই স্থির হয়ে আছি আমরা, চলুন ভাবতে বসি।(লেখক আরিফ আজাদ)

বিশ্বাসী মানুষকে নিরুৎসাহিত করা

শয়তান আমাদের মাঝে এই ধারণা দেয় যে ধার্মিক বা ভালো মানুষ হওয়া মানে জীবনে আনন্দ উপভোগ করা সম্ভব নয়। সে ইসলামকে কঠোর বা সীমাবদ্ধ হিসেবে উপস্থাপন করে, যেন মানুষ ধর্মীয় জীবনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

√ ধর্ম যার যার, উৎসব সবার

"ধর্ম যার যার, উৎসব সবার" একটা সামাজিক ধারণা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা শয়তানের অনেক বড় খাঁচা। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সহাবস্থান বুঝানোর জন্য এটা সিমপ্যাথেটিক জঘন্য একটা বাক্য। সাধারণ সমাজ এই লাইনের প্যাচে তলিয়ে যায় কিন্তু সূক্ষ্ম এতো বড় একটা ধোঁকা মানবতা, সৌহার্দপূর্ণতা র নামে আড়ালে রাখার প্রচেষ্টা চলে শয়তান দ্বারা, শয়তানের রাজ্য কায়েম করার পাপিষ্ঠদের দ্বারা।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন কা'বা ঘরে তাওয়াফ করছিলেন। তখন কাফের নেতৃবৃন্দ এসে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে 'অসাম্প্রদায়িক ' হওয়ার প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবটি ছিল এই রকম, একবছর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূর্তি পূজা করবেন এবং পরের বছর আল্লাহর ইবাদত করবেন। এর বিনিময়ে কাফেররা একবছর আল্লাহর ইবাদত

করবেন এবং পরের বছর মূর্তি পূজা করবেন। ঐ প্রস্তাবে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো সাড়া দেননি।
আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূরা কাফিরুনে জানিয়ে দিয়েছেন,

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আর আমার জন্য আমার দ্বীন।

যেখানে ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন,
" আমাকে আর আমার সন্তানকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন।"(সূরা ইবরাহীম, ১৪:৩৫)
সেখানে একজন মুসলিম কীভাবে মূর্তিপূজায় শুভকামনা জানাবে!? কীভাবে পূজা দেখতে যাবে!? নিজেদের পরিশুদ্ধ প্রকাশ করার জন্য আবার বুলি আওড়াবে, ধর্ম যার যার উৎসব সবার!!!

ইসলাম সর্বোচ্চভাবে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করে। ইসলামের কোনো বিধান ভিন্ন ধর্মের বিশ্বাস বা আচারকে সমর্থন করে না, বিশেষত যেগুলো আল্লাহর সাথে শিরক (অংশীদারিত্ব) বা ইসলামের মৌলিক শিক্ষার বিপরীত।

ইসলামে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় উৎসবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা অনুমোদিত নয়, যদি সেগুলো ইসলামের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক হয়।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।" (আবু দাউদ, হাদিস: ৪০৩১)
এটি বোঝায়, মুসলমানদের এমন কোনো কাজে জড়ানো উচিত নয় যা ভিন্ন ধর্মের বিশ্বাসকে সমর্থন করে।

ইসলাম ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখতে উৎসাহ দেয়।
আল্লাহ বলেন:
"তোমরা সেসব লোকদের সাথে সদাচরণ কর যারা তোমাদের সাথে ধর্ম নিয়ে লড়াই করেনি এবং তোমাদের ভূমি থেকে বহিষ্কার করেনি।" (সূরা মুমতাহিনা: ৮)
তবে এর মানে এই নয় যে, মুসলিমরা তাদের ধর্মীয় আচার বা উৎসব গ্রহণ করবে।

শয়তান চায় মানুষকে আল্লাহর পথে থেকে দূরে রাখতে। আল্লাহ বলেন:
"শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তোমরা তাকে শত্রু মনে করো।" (সূরা ফাতির: ৬)

মুসলিমদের উচিত নিজেদের ধর্মীয় পরিচয় ও বিশ্বাস বজায় রাখা এবং অন্যদের ধর্মীয় উৎসবে এমনভাবে অংশগ্রহণ না করা, যা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তবে মানবিক ও সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভদ্রতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন ইসলামে অনুমোদিত। মুসলিমদের উচিত প্রতিটি কাজ ইসলামি শরীয়াহ অনুযায়ী যাচাই করে গ্রহণ বা বর্জন করা।

পাপকে সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য করে তোলা

শয়তান সমাজের বিভিন্নভাবে পাপকে এমনভাবে সাজায় যেন তা সহজ ও আকর্ষণীয় মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ, অনৈতিক সম্পর্ক বা হারাম বিনোদনকে "প্রকৃত আনন্দ" বা "প্রাকৃতিক চাহিদা" বলে প্রচার করে।

 সাধারণ লোক যাদের শরীয়তের বিধি সম্পর্কে জানা নেই তাদের অবস্থা হলো,সে যখন কোরআন হাদীসে দুনিয়ার নিন্দা শ্রবণ করে তখন ধারণা করে যে,পরকালের মুক্তির একমাত্র উপায় হলো দুনিয়া বর্জন করা.অথচ দুনিয়া কোন বিবেচনায় নিন্দিত সে হাক্বীকত তার সামনে উন্মোচিত নয়.ফলে শয়তান নেক সুরতে ধোঁকা দিয়ে তাকে বলে,দুনিয়া বর্জন ব্যতীত পরকালের মুক্তিলাভ কোনভাবেই সম্ভব নয়.শয়তানের নেক সুরতে উৎসাহিত হয়ে এ ব্যক্তি সোজা পাহাড়ে চলে যায়। ফলে জুমআর নামাজ, জামাআতে শরীক হওয়া ও ইলম অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়ে সে বন্য পশু-পাখির ন্যায় জীবন যাপন শুরু করে। আর ইবলিস তার দীলে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করে যে,প্রকৃতপক্ষে এটাই দুনিয়াবিমুখতা! অথচ আমাদের প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সংসার,একাধিক বিবি, নাতনী, আত্মীয় স্বজন সবার সাথেই বসবাস করেও রাতের পর রাত আল্লহর ভালবাসায় নামাজে দাড়িয়ে নামাজ পড়তেন,যুদ্ধে যেতেন,রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন।

 লোকদের শয়তানের নেক সুরতে ধোঁকাদানের আরেক মারাত্মক পদ্ধতি হলো,সে তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে যে, নিম্নমানের খাবার ও পোষাক-পরিচ্ছদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার নামই দুনিয়া বিমুখতা। ফলে তারা এসব নিয়েই সন্তুষ্টি প্রকাশ করে অথচ তাদের দিল খ্যাতিলাভের প্রতি আকৃষ্ট। নিজ অজান্তেই তারা ধনী ক্ষমতাবানদের আর গরীবদের মাঝে পার্থক্য করে নেয়,বিনয়টা নেতৃত্ব ব্যক্তিদের প্রতি হয়ে যায়।

- এমনো অনেকে আছেন তার কাপড় যদি ছিঁড়ে যায় সে তা সিলাই করেনা, দাড়ি আচড়ায় না, পাগড়ি যদি নষ্ট হয় সে তা সংশোধন করে না, অথচ মানুষ চলে গেলে তা আচার-আচরণ মনে হবে সে যেন এক হিংস্র সিংহ।এমন আচরণে সে বুঝাতে চায় দুনিয়ার কোনোকিছুই তার কাছে উত্তম নয়।কিন্তু সে যা করছে তা এক প্রকার রিয়া। আখেরাতের চিন্তায় দুনিয়া বিমুখতা দেখাবেন!

বরং স্বয়ং রসুলল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুল আঁচড়াতেন, আয়নায় চেহারা দেখতেন, মাথায় তেল ব্যবহার করতেন এবং সুগন্ধি আতর লাগাতেন; অথচ আখিরাতের বিষয়ে তিনি ছিলেন সর্বাধিক ব্যস্ত

সরাসরি ভালো কাজ করেও শয়তান বান্দাকে ঠকানোর চেষ্টা করে

লোকমুখে একটা ঘটনা প্রচলিত আছে, এক লোক একটি পুরাতন জীর্ণ দেয়ালের পাশে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল। হঠাৎ দেয়ালটিতে ফাটল দেয়া দেয় এবং তা লোকটির উপর ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। কিন্তু লোকটির সেদিকে কোনো খবরই ছিল না,সে নিশ্চিন্তে সেখানে বিশ্রাম করছিল। তখন কোত্থেকে এক লোক এসে হাত ধরে টান দিয়ে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়।এর কিছুক্ষণ পরই ঐ দেয়ালটি ভেঙে পড়ে। লোকটি তখন অন্তর থেকে তাকে বাঁচানো লোকটির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলল, জাজাকাল্লাহ! আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুক। তুমি তো আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালে। তা কে তুমি ভাই? " তখন সে বলল,' আমি শয়তান।' লোকটি আশ্চর্য হয়ে বলল,শয়তান! শয়তান হয়ে তুমি আমার সাথে এমন ভাল কাজ করলে!? শয়তান মানুষের ভালো চায়, মানুষের উপকার করে এমন তো কখনো শুনিনি। আচ্ছা কি এমন মহৎ উদ্দেশ্য আমাকে বাঁচালে বলো দেখি। তখন শয়তান বলল,' শুনতে যখন চাচ্ছই তাহলে বলছি কেন বাঁচালাম তোমাকে,। আমি এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন দেখলাম তুমি নিচে বসে বিশ্রাম করছ আর দেয়ালটা তোমার ওপর ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। দেয়ালটা যদি তোমার উপর ভেঙে পড়ে তাহলে তুমি নিশ্চিত মারা যাবে আর এতে তোমার শহিদি মৃত্যু লাভের সম্ভাবনা বেশি। কারণ যে ব্যক্তি প্রাচীর বা দেয়ালে চাপা পড়ে মরে যায়, সে শহিদের মর্যাদা পায়। তাই তোমাকে বাঁচিয়ে শহিদি মৃত্যুর সৌভাগ্য থেকে তোমাকে বঞ্চিত করলাম।'

আল্লাহ আমাদের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন

"আসমান এবং জমিন তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি এবং তাদেরকে দেওয়া হয়নি একটু অবসরও।" (সূরা আদ-দুখান, আয়াত-২৯)

ফিরআউন বাহিনী যখন ডুবে মরলো, তখন তাদের জন্য আসমান আর জমিন একটুও কাঁদেনি–এটাই হচ্ছে এই আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু কেনই বা এখানে আসমান আর জমিনের কাঁদবার কথা বলা হলো? কারও মৃত্যুতে কি আসমান আর জমিন আসলেই কাঁদে?

তাফসীর ইবনু কাসীরে এসেছে, সাঈদ ইবনু যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন–একবার একলোক ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার কাছে এসে জিগ্যেশ করলেন, 'ওহে আল-আব্বাসের পিতা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে বলেছেন– 'আসমান এবং জমিন তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি এবং তাদেরকে দেওয়া হয়নি একটু অবসরও।' কিন্তু আসমান আর জমিন কি সত্যই কারও জন্য কাঁদে?'

জবাবে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বললেন– 'হ্যাঁ, দুনিয়াতে এমন কেউ নেই যার জন্য আসমানে একটা দরোজা বরাদ্দ রাখা হয়নি। সেই দরোজাগুলো দিয়ে আসমান থেকে ব্যক্তির রিযক জমিনে আসে এবং ব্যক্তির আমল ওই দরোজা দিয়েই আসমানে উত্থিত হয়। যখন কোনো মুমিন ব্যক্তি মারা যায়, সাথে সাথে সেই দরোজাটা বন্ধ হয়ে যায়। সেই দরোজা তখন আফসোস করে আর মুমিন ব্যক্তির জন্য কান্না করে। এবং জমিনের যে জায়গায় ওই মুমিন ব্যক্তি সালাত আদায় করতো–সেই জায়গাটাও তার জন্য কান্না করে।

কিন্তু ফিরআউন এবং তার বাহিনীর এমন কোনো আমল ছিলো না। তাদের না কোনো ভালো আমল ছিলো, যা আসমানের দরোজা দিয়ে উত্থিত হতো, আর না জমিনের কোথাও তারা সিজদাহবনত হয়েছে কখনো, যার জন্য জমিন তাদের জন্য অশ্রু ঝরাবে।' (তাফসির ইবন কাসীর, ৭/২৫৪)

চলুন, একান্ত অবসরে বসে আমরা একটু কল্পনা করার চেষ্টা করি দৃশ্যটা। দুনিয়াতে আমি যে ভালো কাজগুলো করেছি, হোক তা কম কিংবা বেশি, আসমানের নির্দিষ্ট একটা দরোজা দিয়ে তা আল্লাহর কাছে পৌঁছায়। ওই নির্দিষ্ট দরোজাটা কেবল আমার একার–আর কারও না। শুধু

তো আমল নয়, আমার জন্য যে রিযক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নির্ধারণ করেছেন, তা-ও আসমানের ওই দরোজা দিয়ে পৃথিবীতে নেমে আসে।

ওই দরোজাটা আমাকে চিনে, আমার নাম জানে। আমি যখন ভালো আমল করি, মানুষের বিপদে সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাই, মানুষের সাথে ভালো আচরণ করি, আমি যখন অশ্লীলতাকে পরিহার করে চলি, যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নাযিলকৃত বিধানকে আমি নিজের জীবনে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিই–আসমানের সেই দরোজা তখন খুশি হয়ে যায়। হয়তো-বা ঠিক সেরকম, যেরকম আমাদের ভালো ফলাফলে, ভালো অর্জনে খুশি হয়ে পড়েন আমাদের বাবা-মা।

আমরা বিপথে গেলে, অসৎ সঙ্গ আর অনিয়মের বেড়াজালে আটকে গেলে আমাদের বাবা-মা ’ রা যেভাবে ব্যথিত হন, ঠিক সেভাবে আমরা যখন গুনাহ করি, মন্দ কাজে জড়িয়ে পড়ি, যখন আল্লাহর বিধানকে ছেড়ে আমরা পা বাড়াই কু-প্রবৃত্তির বাতলানো পথে, তখন কি আসমানের সেই দরোজা ব্যথিত হয় না? দুঃখ পায় না? আমাদের ভালো কাজে, ভালো আমলে যদি সেটা আনন্দিত হয়, মন্দ কাজ আর মন্দ আমলে ব্যথিত হবে–সেটাই তো স্বাভাবিক।

ঘরের সেই কোণ আর মসজিদের সেই স্থান, যেই স্থানে দুনিয়াতে আমরা সালাত আদায় করতাম, আমাদের জায়নামায বিছানোর সেই চির পরিচিত জায়গাটাও মৃত্যুর দিন আমাদের জন্য কাঁদবে। সে কাঁদবে, কারণ–তার ওপর দাঁড়িয়ে, বসে এতোদিন একজন লোক মহামহিম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে স্মরণ করতো, কিন্তু আজ থেকে সেই চিরাচরিত নিয়ম বন্ধ হয়ে গেছে।

জমিনের দুঃখ পাওয়ার, ব্যথিত হওয়ার কারণ এটাই যে–তার ওপর দাঁড়িয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এমন এক ব্যক্তির আজ জীবনাবসান ঘটেছে। আর কেউ হয়তো তার বুকে কপাল লাগিয়ে গুনগুন করে বলবে না–সুবহানা রাব্বিয়াল আ’ লা।

ফিরআউন এবং তার বাহিনী জীবনে এমন কোনো নজির রেখে যেতে পারেনি। জমিনে কোনোদিন তারা কপাল ঠোকেনি। কোনোদিন কোথাও দাঁড়িয়ে কিংবা বসে উচ্চারণ করেনি আল্লাহর কোনো প্রশংসাবাক্য।

মুমিন ব্যক্তি যদি দুনিয়াতে কোনো আপনজন, কোনো বন্ধু-হিতাকাঙ্ক্ষী, কোনো সুহৃদ-শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে না-ও যেতে পারে, তথাপি তার জন্য কাঁদবার দুটো জায়গা আছে–জমিনের সেই অংশ যে অংশে সে কপাল ঠুকে সিজদাহ করতো মহান রাব্বুল আলামীনকে, আর

আসমানের সেই দরোজা যে দরোজা দিয়ে তার রিযক আসতো এবং উত্থিত হতো তার আমলগুলো। বিদায়বেলায় তার জন্য কেউ কাঁদুক কিংবা না-কাঁদুক, এই দুটো বস্তু তার জন্য কাঁদবে, মনে খারাপ করবে, ব্যথিত হবে।

কিন্তু কী দুর্ভাগ্য ফিরআউন এবং তার বাহিনীর! দুনিয়ায় তারা তো রেখে যেতে পারেনি কোনো প্রিয়জন-প্রিয় মানুষ, সুহৃদ-শুভাকাঙ্ক্ষী, তথাপি আসমান এবং জমিনেও রেখে যেতে পারলো না কোনো স্মৃতিচিহ্ন। তৈরি করে যেতে পারলো না তাদের বিদায়ে ব্যথিত হওয়ার কোনো উপলক্ষ।

আমাদের মৃত্যুতে, আমাদের শূন্যতায় ব্যথিত হবে জমিন আর আসমানের মতো জড়বস্তুও–সুবহানাল্লাহ! খুশি হওয়ার জন্য, আনন্দে আত্মহারা হওয়ার জন্য কতো আয়োজনই না করে রেখেছেন আমাদের রব! সত্যই কতো মহান তিনি!

মৃত্যুর মাধ্যমে যখন আমরা হারিয়ে যাবো দুনিয়া থেকে, যখন পাড়ি জমাবো অনন্ত আখিরাতের পানে, তখন আমাদের জন্য হাহাকার করবে জমিনের সেই অংশ, যে অংশে আমি কপাল ঠুকিয়ে আমার মালিককে সিজদাহ করতাম, অশ্রু ঝরাবে আসমানের সেই দরোজা, যা দিয়ে আমার আমলগুলো উত্থিত হতো আর নেমে আসতো আমার রিয্ক–এটুকু জানার পরে আমার কী করা উচিত? আমার কি উচিত নয় আজ থেকে জমিনে সিজদাহর পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া? আমলকে আরও বেশি বাড়িয়ে নেওয়া, যাতে করে আমার জন্য আসমানের সেই দরোজার ব্যথার মাত্রাটা আরও অনেক অনেক বৃদ্ধি পায়? যাতে আমার শূন্যতাটুকু তারা আরও অনেক বেশি করে অনুভব করে?

জীবনের বেলা শেষে যখন আমাদের পদচিহ্ন আর পড়বে না এই দুনিয়ার ধুলো-মাটিতে, সেই সময়ের জন্য আমরা কি কোনো উপলক্ষ তৈরি করে যাচ্ছি, যাতে আমাদের মৃত্যুর পরে জমিন আর আসমানের কোথাও আমাদের জন্য হাহাকার তৈরি হয়, নাকি আমাদের অবস্থা ফিরআউন আর তার বাহিনীর মতো যাদের মৃত্যুতে জমিন আর আসমানের কোথাও কোনো সাড়াশব্দ পড়েনি, যাদের জন্য কাঁদেনি আল্লাহর কোনো জমিন আর অশ্রুপাত করেনি কোনো আসমানি দরোজা?

শয়তান ও শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার উপায়

শয়তান আদম সন্তানের শত্রু,মানুষ সৃষ্টির গোড়া থেকে শয়তানের সাথে মানুষের শত্রুতা। তাইতো আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআলা বলেন,

'শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রুরুপেই গ্রহণ করো। সে তার দলবলকে আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামি হয়।' (সূরা: ফাতির,৬)

প্রিয় পাঠক,আমরা যত কঠিন পরিস্থিতিতেই থাকিনা কেনো,অবস্থা যত খারাপই হোকনা কেন,এসব কোনো অজুহাত নিয়ে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার সামনে দাড়াবো কিভাবে? যেখানে আমার আপনার ভালো মন্দ সব উনিই নির্ধারণ করেন! জীবন নামের মোমবাতি তো সর্বক্ষণ জ্বলেই যাচ্ছে, নির্দিষ্ট সময়ে এই শিখা ঠিক নিবেই যাবে,কিন্তু ভাবনার বিষয় আপনার শিখা ফুরিয়ে যাওয়ার পূর্বে কতটুকু আলোকিত করেছে জীবনে,যা দিয়ে আপনার বাকি জীবনের পথ পাড়ি দিতে হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তাআলা ও তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন। জীবন পরিচালনার প্রত্যেকটা ধাপে ধাপে শয়তান বসে আছে আদম সন্তানকে বিপথে দাবিত করার জন্য। তাই জীবন পরিচালনায় প্রকৃত গাইডলাইন দরকার,যা জন্ম থেকে মৃত্যু বান্দার সবকিছুতেই নির্দেশনা দিবে। আর এর উত্তম পন্থা হলো কুরআন,আর নবী-রাসূলের জীবন শিক্ষা। নবী রাসূলগণ আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা ছিলেন। এই নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করলে একজন মুমিন শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেতে পারে। নিচে এই বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করা হলো:

১. আল্লাহর প্রতি গভীর ঈমান ও তাওয়াক্কুল রাখা

শয়তানের ধোঁকা থেকে রক্ষা পেতে সর্বপ্রথম আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান রাখতে হবে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন:
"নিশ্চয়ই শয়তানের কুমন্ত্রণা তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না যারা ঈমান আনে এবং তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে।"
(সূরা আন-নাহল: ৯৯)

২. ইস্তিগফার ও তওবা করা

শয়তান আমাদের গুনাহ করতে উৎসাহিত করে। তাই গুনাহ হয়ে গেলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে এবং তওবা করতে হবে। নবী করিম (সা.) বলেছেন:
"যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে তওবা করে, আল্লাহ তার সব গুনাহ মাফ করে দেন।"

৩. শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় চাওয়া

শয়তান থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিয়মিতভাবে আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রজিম (অর্থ: আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই) পড়া উচিত। বিশেষ করে রাগের সময় বা কোনো খারাপ চিন্তা মাথায় এলে এটি পড়া উপকারী।

৪. নিয়মিত নামাজ পড়া

নিয়মিত নামাজ শয়তানের ধোঁকা থেকে রক্ষা করার একটি অন্যতম মাধ্যম। আল্লাহ বলেন:
"নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীলতা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।"
(সূরা আল-আনকাবুত: ৪৫)

ফরজ,সুন্নাত এবং বেশি বেশি নফল ইনাদত করা।

৫. কুরআন তিলাওয়াত করা

কুরআন তিলাওয়াত শয়তানকে দূরে রাখে। বিশেষ করে সূরা আল-ইখলাস, সূরা আল-ফালাক এবং সূরা আন-নাস পড়া শয়তানের ধোঁকা থেকে রক্ষার জন্য খুবই কার্যকর।
সকালে সূরা ইয়াসিন, সন্ধ্যায় সূরা ওয়াকিয়া,রাতে তিন কুল এর সাথে সূরা বাকারা ১০ আয়াত(১-৪,২৫৫-২৫৭,২৮৪-২৮৬ নং আয়াত) এবং সূরা মূলক তিলাওয়াত করুন। আমলি সূরাগুলো নিয়মিত তেলাওয়াত করুন,যেমন শুক্রবার সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করা।

৬. রোজা রাখা

রোজা শয়তানের কুমন্ত্রণা দমনে সহায়ক। নবী (সা.) বলেন:
"রোজা শয়তানের পথ রোধ করে।"
(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

রমযান মাসের রোজা সহ নফল রোযায় নিজেকে অভ্যস্থ করতে পারেন। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ ﷺ সপ্তাহে সোম আর বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন।

৭. ধৈর্য এবং পরিতুষ্টি চর্চা করা

শয়তান মানুষকে হীনমন্যতা ও হতাশার দিকে ঠেলে দেয়। তাই ধৈর্য ও আল্লাহর দেওয়া প্রতি সন্তুষ্ট থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো কিছুর সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে ইস্তিখারার নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে চান কোনটা করা উত্তম হবে।

৮. সৎ সঙ্গ নির্বাচন করা

শয়তান খারাপ সঙ্গ ব্যবহার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। তাই সৎ ও ধার্মিক সঙ্গীদের সঙ্গে সময় কাটানো উচিত।

৯. রাতের দোয়া ও সকালে দোয়া পড়া

নিয়মিত সকাল ও সন্ধ্যার মসনুন দোয়াগুলো পড়া। উদাহরণস্বরূপ:

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদীর"।

১০. নিজেকে হারাম থেকে দূরে রাখা

শয়তান মানুষের নফসকে উদ্দীপ্ত করে হারাম কাজে লিপ্ত করায়। হারাম থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে এবং হালাল পথে জীবন যাপন করতে হবে।

১১. মনকে প্রশিক্ষণ দিন আল্লাহর স্মরণে

শয়তান সবসময় মনের দুর্বলতা খুঁজে বের করে। আর এই দুর্বলতার সুযোগে আপনার ঈমান, আমলে শীতিলতা করার চেষ্টা করে। তাই মনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর স্মরণে ভরপুর করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ:

"শুকরিয়া জ্ঞাপন" চর্চা: আল্লাহর দেওয়া ছোট ছোট নিয়ামতগুলোর জন্য প্রতিদিন শোকর আদায় করুন। আপনার ঘুম এবং তারপর জেগে উঠা আল্লাহর নিয়ামতের কত বড় নিয়ামত।আলহামদুলিল্লাহ হে রব্ব। আমাদের প্রত্যেকটা অঙ্গ কত সুনিপুণ ভাবে সৃষ্টি, কোনো বিশৃঙ্খলা ছাড়াই তাদের কাজ করে যাচ্ছে, সুবহান আল্লাহ! আপনার জন্য প্রত্যেকটা রিজিক আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত।আলহামদুলিল্লাহ হে আরশের অধিপতি।

শুকরগুজার জীবন বান্দার মন থেকে হিংসা ও লোভ দূর করবে, যেগুলো শয়তানের প্রিয় অস্ত্র।

১২. সৃজনশীল উপাসনা (Creative Worship)

নিজের ইবাদতকে একঘেয়েমি থেকে মুক্ত করতে নতুন উপায়ে ইবাদত করুন।

যেমন:

যেকোনো পরিবেশে আল্লাহর দয়া নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন।তিলাওয়াতের সময় কুরআনের অর্থ নিয়ে গভীর ধ্যান করুন। আকাশটা কত সুন্দর, এর মালিক কতইনা সুন্দর! সাগর কত মনোরম এক সৃষ্টি! আপনার আমার আল্লাহ বলেছেন এই সাগরের ফেনার মতও যদি বান্দার পাপ হও তবুও তিনি মাফ করে দিবেন!

পাহাড় পর্বত,নদীর দৃশ্য মন কাড়ে! সকালের বকুল কিংবা শিউলি ফুলের স্নিগ্ধতা,বিকালের মৃদু বাতাসে রজনীগন্ধা,বেলি কিংবা বাগানবিলাস! এমন সৃষ্টির স্রষ্টা কতনা মহান,সুন্দর। সুবহান আল্লাহ!

প্রতিদিন একটি নতুন দোয়া শিখুন এবং তা আপনার জীবনে প্রয়োগ করুন।

১৩. নফসকে চ্যালেঞ্জ করুন

শয়তান প্রায়শই নফসের মাধ্যমে আমাদের দুর্বল করে। আপনি নিজের নফসকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন:

"আমি কি শয়তানকে জয় করতে পারব না?"

নিজেকে মনের খাট গড়ায় দাড় করাবেন,ভুল হলে শাস্তি হিসেবে দান-সদকা, কোনো উত্তম কাজ, নফল নামাজ, রোযা নির্ধারণ করবেন,যা পালন আপনার জন্য সহজ হবেনা তাই শাস্তি হিসাবে ধার্য্য করবেন।
এই ধরনের আত্ম-প্রশ্ন আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে এবং শয়তানের ধোঁকা প্রতিরোধ করবে।

১৪. আল্লাহর নামের শক্তি ব্যবহার করুন

আল্লাহর ৯৯টি নামের (আসমা-উল-হুসনা) প্রতিটির অর্থ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন এবং তা আপনার জীবনে প্রয়োগ করুন। আপনার প্রয়োজনে আল্লাহর উত্তম নাম ব্যবহার করে দোয়া করুন। ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ কাউকে খালি হাতে ফেরাতে লজ্জা পান।
উদাহরণস্বরূপ:

"আল-গাফফার" (ক্ষমাশীল): যখন শয়তান আপনাকে বলে যে আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন না, তখন নিজেকে আল্লাহর ক্ষমার আশ্বাস দিন।

"আর-রাযযাক" (রিজিকদাতা): যখন শয়তান লোভ দেখায়, আল্লাহর রিজিকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করুন।

১৫. ইসলামের গাইডলাইন দিয়ে আপনার দিন সাজান

আপনার দৈনন্দিন কাজগুলো ইসলামি শিক্ষার আলোকে সাজান। নবীর ﷺ
এর সুন্নাহভিত্তিক জীবন সাজান।

যেমন:

সকালে ঘুম থেকে উঠে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়া। সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করা। সকালের জিকির করা।

রাস্তায় চলতে "সুবহানাল্লাহ" বা "আলহামদুলিল্লাহ" পড়া।

রাতে ঘুমানোর আগে দিনের ভুলগুলো বিশ্লেষণ করে তওবা করা। আজকের ভুলগুলো মার্ক করা আর পরবর্তীতে এগুলো পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেই ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া।

১৬. শয়তানের দুর্বলতাকে চিহ্নিত করুন

শয়তান কখন আপনার কাছে আসতে চায়, তা বোঝার চেষ্টা করুন। উদাহরণস্বরূপ:

একাকীত্বে বা অলস সময়ে শয়তান বেশি প্রভাবিত করে। তাই এই সময়গুলোতে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন।

নেগেটিভ চিন্তা বা হতাশার সময় শয়তান আপনাকে আঘাত করতে পারে। এই সময়ে আল্লাহর প্রশংসা করে ইতিবাচকতা আনুন।

১৭. ইসলামিক গল্প পড়ুন এবং শেয়ার করুন

পূর্ববর্তী নবী ও সাহাবাদের জীবনের ঘটনা জানুন। তারা কীভাবে শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচতেন, তা থেকে শিক্ষা নিন।

উদাহরণ: হজরত ইউসুফ (আ.) শয়তানের প্ররোচনা থেকে বাঁচতে আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। এটি আমাদেরকে সাহস দেয় যে, প্রার্থনাই মূল অস্ত্র।

১৮. শয়তানের পরিকল্পনা নষ্ট করুন (Disrupt Satan's Plans)

শয়তানের কৌশল ধ্বংস করতে কাজকে বিপরীত দিকে চালনা করুন। উদাহরণ:

শয়তান যদি আপনাকে কারও প্রতি হিংসা বা ঘৃণা জাগাতে চায়, তখন আপনি তার জন্য আন্তরিক দোয়া করুন।

যদি শয়তান আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে সরাতে চায়, তখন আপনি আরও বেশি নফল নামাজ পড়ুন।

১৯. নিজেকে উদার এবং দয়ালু করে তুলুন

শয়তান আমাদের মাঝে অহংকার ও ক্রোধ ঢুকিয়ে দেয়। এর বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য:

ক্ষুদ্র দান দিন।

আপনার শত্রুকেও ক্ষমা করুন।

অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে আল্লাহর রহমত কামনা করুন।

২০. সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার করুন

অলসতা শয়তানের বড় হাতিয়ার। আপনার প্রতিটি মুহূর্ত অর্থপূর্ণ কাজে ব্যয় করুন:

নতুন কিছু শেখা।

ইসলামি বই পড়া।

আত্মউন্নয়নের পরিকল্পনা করুন।
একদমই কোনো কাজ না থাকলে খাসমনে আল্লাহর জিকির করুন, দরুদ পড়ুন।

কিছুকথা

 প্রিয় হাজিরীন! শয়তান আপনাকে কুরআন তেলাওয়াত করতে না করবেনা! আজ আপনি অলসতায় সকালের মাসনুন আমল ছাড়বেন,সূরা-ইয়াসিন তেলাওয়ান ছাড়লেন,একদিন আবিষ্কার করবেন আপনি সূরা মূলক ও তেলাওয়াত করেননি অনেকদিন! একদিন শুক্রবার সূরা কাহাফের ২০ লাইন ছেড়ে দিলেন, পালাক্রমে একদিন দেখবেন শেষ কয়েক সপ্তাহ আপনি সূরা কাহাফ তেলাওয়াতের কথা মনেই রাখেননি!

 ইসলাম বীরপুরুষের কথা বলে । ইসলামে চুল কাটিং আর উদ্ভট রঙের চুলের পুরুষের কোনো মাহাত্ম্য নেই,কোনো মূল্য নেই। ইসলাম চুড়ি পড়া ছেলের কথা বলেনা,শাড়ি পড়া ছেলের কথা বলেনা,পায়ের তালা পর্যন্ত পাজামা পরিহিত মেয়েলি পুরুষের জন্য না!! হাতে ব্যাচলাইট,স্বর্ণের আংটি/চেইন, সিল্কের কাপড় ইসলামে ছেলেদের জন্য হারাম করেছেন। ইসলামে মেয়েলি কণ্ঠ ধারণকারী কোনো পুষুষ হতে পারেনা,বাজনার তালে কোমর দোলানো কোনো পুরুষের কাজ না, এগুলো ইবলিসের কর্মকাণ্ড,, আর যারা তাকে অনুসরণ করে তারা তারই দলভুক্ত। ইসলাম সিংহপুরুষদের জন্ম দেয়। উমর(রা.), সালাউদ্দিন আইয়ুবীর(রহি.) ধর্ম। ঈমানী মনোবল ও গাইরত পুরুষের বৈশিষ্ট্য।

 শর্ট-প্যান্ট, হাতে ব্যাচলাইট, চুলের বাহারি রঙ,ভ্রু কাট,সার্জারী সুন্দরী, হাইহিল জুতা, কপালে টিপ আর শরীর প্রদর্শনী করা পোশাক পরিহিত কোনো নারীর ইসলামের সাথে সম্পর্ক নেই। ইসলামের নারীর সৌন্দর্য প্রদর্শনী না, নারীর সৌন্দর্য এমন চাঁদ না, যে কেউ উপভোগ করবে কবিতা -গান-উপন্যাস আবল তাবল উপমা দিবে! ইসলামে নারী সূর্যের মত,বাহিরের কেউ দূর থেকে তাকাতে চাইলে/দেখতে চাইলে চোখ ঝলসে যাবে, পুড়ে যাবে। এমন পোশাক পরিহিত নারী যাকে দেখলে বোঝা যাবেনা কে আছেন,শারিরীক গঠন কিংবা অবয়ব এটাই ইসলামে নারীর বাহিরের পোশাক, ইবলিসের দলভুক্তদের কাছে তা জীবন্ত ট্রেন্ড লাগতেই পারে।

"যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না থাকত তাহলে অল্পসংখ্যক ছাড়া তোমরা সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে। "(নিসা-৮৩)

"যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। "(হা-মীম সেজদা- ৩৬)

- কার সাথে আপনার বিয়ে হবে, আপনার যাকে বা যেরকম মানুষকে ভাল লাগে আদৌ তাকে পাবেন কিনা, এসব চিন্তা হয়তো আজ আপনাকে অসুস্থ বানিয়ে ফেলছে। একটি সম্মানের চাকরী পাবো কিনা, অমুক দেশে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ আদৌ হবে কিনা কোন কুল কিনারা পাচ্ছেন না হয়তো ভবিষ্যত নিয়ে এই ভাবনার। ফিউচার নিয়ে এই যে আমাদের অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা, অথচ আমরা ভুলে যাই আমাদের ফিউচার ইতিমধ্যেই লিখা হয়ে গিয়েছে। কার সাথে বিয়ে, রিযিক কোথায়, কোথায় হবে আমার আবাস, সবই অনেক আগেই লিপিবদ্ধ। যা আমার জন্য নির্ধারিত হয়েছে, তা আমার কাছে সময়মত অবশ্যই পৌছে যাবে। যা আমার জন্য লিখা হয় নি, তা কখনই আমার হবে না।
যদি কোন কিছু হাসিল করার জন্য চেষ্টা পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, তা হলে তা করুন। কিন্তু সেটার জন্য নিজের সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে নয়, বরং চেষ্টা করতে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন সেই জন্য। স্বাভাবিক চেষ্টা ও দুআর পরও উদ্দেশ্য সাধন না হলে ভেবে নিন, এটাই ছিল আল্লাহর ফায়সালা।

নিশ্চিত থাকুন, যতক্ষন আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে থাকবেন, তিনি আমাদেরকে সেই অনুগ্রহ দিয়েই সিক্ত করবেন, যা আমাদের জন্য সব দিক দিয়েই কল্যানকর। যা আমাদের ক্ষতির কারন হবে, এমন কিছুই তিনি আমাদের উপর চাপাবেন না।
নিজেকে জাগান,শয়তানের ধোঁকায় আপনাকে আস্তরণ করে রেখেছে।
তাই, যেই সময়টা আপনি দুশ্চিন্তা করে নষ্ট করছেন, নামাজে দাঁড়িয়ে যান। চাইতে থাকুন তাঁরই কাছে। চিন্তিত হওয়ার মত যদি অবসর সময় আপনার থাকে, দুআ করার সময় কি নেই?

নিশ্চয়ই যিনি কাঁদান, তিনিই হাসান।

- প্রিয় বোন, আজ হয়তো আপনি বলতে পারবেন যে আপনি ইসলামিক পরিবেশ পাননি পরিবার থেকে, শুকরআলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তাআলা কত ভালবেসে আপনাকে এই অনুভূতি /বোধশক্তি দিয়েছেন। আপনি আপনার সন্তানকে সেই পরিবেশ শিক্ষাটা দেন যেটা আপনি পাননি,আপনার সন্তানকে এমন মুজাহিদ হিসাবে গড়ে তুলুন যাতে শয়তান এবং শয়তানের কার্য বাস্তবায়নকারী তার সামনে দাঁড়াতে না পারে।

- প্রিয় বোন-ভাই আল্লাহর দরবারে কোনো অজুহাত কাজে আসবেনা যা আমরা দুনিয়াতে করে থাকি! আল্লাহকে ভালবেসে উনার আদর্শে জীবন পরিবার গঠন করা, মুমিন উম্মাহ গড়ে তুলুন যে উম্মতদের নিয়ে আপনার আমার নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্ব করবেন। কেমন সন্তান চান আপনি,তেমন সন্তানের মা/বাবা হয়ে উঠুন। আমরা /আমাদের সন্তানেরা

কেন শয়তানকে চিনবেনা/শয়তানের ধোঁকা বুঝবেনা! যেখানে ইসমাইল (আ) এতো অল্প বয়সে শয়তানের ধোঁকা উপেক্ষা করে বাবার আদেশে নতশীর হয়েছিলেন! যেখানে ইবরাহীম (আ) এতো অল্প বয়সে মুর্তি পূজারীর বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছিলেন!

- মনে রাখবেন প্রতিটি গুনাহ অন্যান্য গুনাহের পথ উন্মুক্ত করে দেয়

যে লোক ফযর সালাত বাদ দিলো, যোহর সালাত তাকে খুব বেশি আকর্ষণ করতে পারবে না। এক অনির্ণেয় অলসতা ভর করবে তার শরীরে।

যে লোক মাত্রই মিথ্যে কথা বলে এক দোকানিকে ঠকাল, ঘরে ফেরার পথে রাস্তায় সে যদি কোনো কাঁটা অথবা কাঁচের টুকরো দেখে, সেটা হাত দিয়ে অন্যত্র সরিয়ে দিতে খুব বেশি আগ্রহ সে পাবে না। অথচ–রাস্তা থেকে ক্ষতিকর বস্তু সরিয়ে দেওয়া যে কতো বড় সওয়াবের কাজ সেই হাদিসটা নিদেনপক্ষে একশোবার সে পড়েছে জীবনে।

একইভাবে, প্রতিটা ভালো কাজ অন্য আরেকটা ভালো কাজ করতে তাড়িত করে।

যে লোক ফযর সালাত মসজিদে গিয়ে জামায়াতে আদায় করেছে, যোহর সালাত বাদ দেওয়া তো দূর, একাকী আদায় করার চিন্তা তার ভাবনার মধ্যেও আসবে না। যতো কাজের চাপ থাকুক, জামায়াতে শরিক হওয়ার সময় আর সুযোগ সে বের করে ফেলবেই।

যে লোককে দোকানি ভুলে দুইশো টাকার বদলে পাঁচশো টাকা দিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু সে নিজ থেকে দোকানিকে উক্ত পাঁচশো টাকার নোট ফেরত দিয়ে, দুইশো টাকা চেয়ে নিয়েছে, তার ভেতরে সততার এক অন্যরকম শক্তি কাজ করবে।

ঘরে ফেরার সময় কাঁটা বা কাঁচ তো বহু দূরের ব্যাপার, রাস্তায় যদি একটা ছোট ইটের টুকরোও দেখে যেটায় কেউ হোঁচট খাওয়ার এতোটুকু সম্ভাবনাও বিদ্যমান, সেই ইটের টুকরোটা সে নিজ হাতে রাস্তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

'মুড' বা 'মেজাজ' যাই বলি না কেন, সেটা অনেকটাই নির্ভর করে আমাদের কীসের পাল্লাটা ভারি তার উপর। গুনাহের পাল্লা, নাকি ভালো আমলের পাল্লা।

উপসংহার

শয়তান প্রতিদিন নতুন ধোঁকার জাল বিছায়। একজন মুমিন যদি সৃষ্টিশীলভাবে নিজের ইবাদত এবং আচরণকে পরিশুদ্ধ রাখে, তবে শয়তানের ফাঁদ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। ইসলাম আমাদের মনের, আত্মার এবং কাজের এমন প্রশিক্ষণ দিয়েছে যা শয়তানের প্রতিটি কৌশল ধ্বংস করতে সক্ষম।

শয়তান মানুষকে ধোঁকা দিয়ে পাপের পথে টেনে নিয়ে যেতে চায়। তবে, একজন মুসলিম যদি আল্লাহর কাছে ধৈর্য ধরে সাহায্য প্রার্থনা করে, ইসলামি বিধান মেনে চলে এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়, তবে সে অবশ্যই সফল হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুক।(আমিন)

তথ্যসূত্র

১.নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা ; আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.)
২শয়তান যেভাবে ধোঁকা দেয় -তালবিসে ইবলিস ; ইবনুল জাওযী রহ.

৩ শয়তান তোমার শত্রু-শাইখ খালিদ আর -রশিদ(অনুবাদ: রাশেদুল আলম)
৪.নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা ; মাওলানা তানজীল আরেফীন আদনান
৫.যেমন ছিল বড়দের তাহাজ্জুদ ; ড.সাইয়্যেদ হুসাইন আল আফফানি হাফিজাহুল্লাহ
৬.লেখক আরিফ আজাদ ('আমার কাহাফ ভাবনা' সিরিজ, এবার ভিন্ন কিছু হোক ও অন্যান্য লিখা)
৭.শামসুল আরেফিন শক্তি সাহেবের লিখা
৮.আবু ত্বহা মুহাম্মদ আদনান সাহেবের বক্তৃতা
৯.পর্দা - the sign of modesty-ফেইজবুক ফেইজ
১০. সৌন্দর্য প্রদর্শন; ইফতেখার সিফাত
১১.https://ifatwa.info/
১২.https://www.jagonews24.com/amp/635609#amp_ct=1729760423929&amp_tf=From%20%251%24s&aoh=17297599623930&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com

১৩ https://www.dhakapost.com/religion/190661

১৪.https://inews.zoombangla.com/%E0%A6%B6%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%8B/

১৫. https://www.jagonews24.com/religion/article/604186